উদ্দেশ্য।

অধুনা অস্মদ্দেশে চিকিৎসা সম্বন্ধে এরূপ প্রাচীন ও নব্য এবং দেশীয় ও বিদেশীয় শুদ্ধ মূল কি অনুবাদ সমেত বিস্তর গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কিত ও প্রকাশিত হইতেছে সদ্গুরু উপদেশ লইয়া যদ্দ্বারা প্রভূত জ্ঞান লাভ করা যাইতে পারে। কিন্তু বিদেশীয় চিকিৎসার প্রতি সম্পূর্ণ অপেক্ষা না করিয়া যদ্দৃষ্টে আশু অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছন্দরূপে দেশীয় চিকিৎসা প্রণালীর কার্য্য চালাইতে পারা যায় ও অসুবিধা অন্তর্হিত হয়, দেশীয় প্রকাশ্য এমত কোন সংগ্রহ গ্রন্থ একান্ত বিরল। আমি সেই অভাবের কথঞ্চিৎ নিরাকরণ প্রত্যাশায় নিতান্ত সমুৎসুক হইয়া অনেক প্রাচীন মূল ও সংগ্রহ গ্রন্থের মত ও প্রণালী অবলম্বন পূর্ব্বক নিদানোক্ত রোগাধিকারের আদ্যোপান্ত এইরূপ সংগ্রহ করিয়া গ্রাহকবর্গের সুবিধার জন্য খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশ করিতে কৃতসংকল্প হইয়া আপাতত জ্বরকাণ্ডের প্রথম ভাগ প্রকাশ করিয়া ভরসা করি অতি ত্বরায় জ্বরাতিসার চিকিৎসা পর্য্যন্ত দ্বিতীয় ভাগ জরকাণ্ড সমাধা করিয়া প্রকাশ করিতে ও সম্ভবত স্বল্প মূল্যে গ্রাহকগণকে সমর্পণ করিতে সর্ব্বতোভাবে যত্ন করিব। এইক্ষণে এতদ্বারা দেশীয় দীনজনগণের কথঞ্চিৎ উপকার দর্শাইলেই সমস্ত পরিশ্রম সার্থক বোধ করিব। অবশেষে সবিনয়ে নিবেদন এই যে অনেকে নিজকৃত গ্রন্থাদির গৌরব বর্দ্ধন মানসে অনেক বড় লোকের সহায়তার উল্লেখ করিয়া থাকেন আমিও যদ্যপি প্রকৃত প্রস্তাবে তাদৃশ সহায়তা গ্রহণ করিতে ত্রুটী করি নাই। কিন্তু আমি তাদৃশ সহব পরিচিত উচ্চদরের খ্যাত্যাপন্ন সহায় সম্পত্তি বিহীন। অতএব তাহা বলিয়াই যেন এই ক্ষুদ্র তাৎপর্য্য সহৃদয় সুধীগণের হৃদয় মন্দিরে কথঞ্চিত আত্মীয়্য লাভে বঞ্চিত না হয়। ইতি।

শ্রীপ্রসন্নচন্দ্র শিরোমণি।

মৎ প্রিয়তমা সহধর্ম্মিণী

শ্রীমতী বসন্তকুমারী দেবী ও প্রিয়তম অনুজ

শ্রীমান হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

পরম মঙ্গলাস্পদেষু

আমি এই চিকিৎসা জ্ঞানাঞ্জন গ্রন্থের শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভায়ার ছয়আনা অংশ বাদে বক্রী আমার দশআনা অংশের স্বত্ব তোমাদের উভয়কে প্রদান করিলাম। ইতি। সন১২৮২। ১৯এ জ্যৈষ্ঠ।

শ্রীপ্রসন্নচন্দ্র শিরোমণি

সাকিন তালা পরগণে তালা।

শ্রীযুক্ত প্রসন্নচন্দ্র শিরোমণি এবং শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক কৃত চিকিৎসা জ্ঞানাঞ্জন গ্রন্থের প্রথম ভাগ জ্বরকাণ্ড বিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া দৃষ্ট হইল যে এতদ্দ্বারা সাধারণের রোগ জ্ঞান ও রোগশান্তির অতি সুন্দর সদুপায় হইয়াছে।

শ্রীগৌরকিশোর সেন কবিচন্দ্র,

সেনহাটী।

শ্রীদুর্গানাথ সেন গুপ্ত,

সেনহাটী যশোর।

সূচীপত্র।

পথ্যাপথ্য।

পাচন।

তরুণ বাতিকজ্বরে।

তরুণ শ্লৈষ্মিকজ্বরে।

জারণ মারণ।

জাবণ, শোধন, ও দ্রব্য পরীক্ষা।

সূচিপত্র সমাপ্ত।

ওঁ নমঃ শিবায়।

তারাকারৈঃ স্ফুতারৈঃ ফণিবরমণিভির্ভূষিতং চন্দ্রখণ্ডং
অর্দ্ধাকারং স্ফুরত্তৎ সুবিমলবিশদং ভাবতে যস্য মৌলেঃ।
তারস্তূপৈঃ সমাভং মনসিজশমনং সচ্চিদানন্দরূপং
বন্দে তং দেবদেবং প্রমথগণপতিং শক্তিযুক্তং শরণ্যং ॥ ১।

সমুজ্জল তারাগণের ন্যায় চারিদিকে ফণিগণের মস্তক-মণিতে বিভূষিত নির্ম্মল শুভ্রবর্ণ স্ফূর্ত্তিবিশিষ্ট অর্দ্ধাকার চন্দ্রখণ্ড যাহার শিরোভূষার শোভা সম্পাদন করিতেছে, রৌপ্য রাশির আভার ন্যায় যাহার শরীরের আভা, যিনি কামদেবের শমন স্বরূপ এবং সৎস্বরূপ, চিৎস্বরূপ ও আনন্দ-স্বরূপ, প্রমথগণের প্রভু, সদাশক্তিযুক্ত, শরণাগত প্রতি-পালক এমন যে দেবাদিদেব, মহাদেব তাঁহাকে আমি বন্দনা করি। ১।

বিনয়াচার।

সূর্পবৎ দোষমুৎসৃজ্য গুণং গৃহ্ণন্তি সাধবঃ। ২।

সাধুগণ গুণেরই অনুসন্ধান করিয়া থাকেন। ২।

শ্রিয়া মাধবেন কৃতো যো নিদান ইদানিং মদীয়প্রদেশপ্রসিদ্ধঃ
তথা চক্রদত্তাবোধবৈদ্যরত্নৌ ভৈষজ্যাদিরত্নাবলিমুগ্ধবোধঃ।
সংক্ষিপ্তসারাখ্যরসেন্দ্রাদ্যসারৌ প্রথিতা যে গ্রন্থা আয়ুর্ব্বেদীয়ানাং।
সমালোচ্যতেভ্যস্তথান্যান্যগ্রন্থাৎ সমাহৃত্য যত্নাৎ ময়া চাত্র তেষাং।

সমূলপ্রমাণৈঃ কৃতা বঙ্গভাষা সংস্কৃতাজ্ঞানজনানাং হিতায়।
যথাধিকারং হি রোগানাং নিদানং তৎক্রমেণ হি।
পথ্যাপথ্যঞ্চ যত্তেষাং পাচনং মুষ্টিযোগকঃ॥
বটিকাচ তথা চূর্ণং ঘৃত তৈলানি যানি চ।
ভেষজানি সমস্তানি সন্নিবিষ্টানি তানি বৈ॥
তদ্ভৈষজ্য প্রমাণানাং পরিভাষা তথৈব চ।
জারণং মারণং তদ্বৎ বিধিবদত্র সংগ্রহে॥ ৩।

শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র কর মহোদয় কৃত যে নিদান গ্রন্থ ইদানিং অস্মদ্দেশে প্রসিদ্ধ ভাবে প্রচলিত আছে এবং চক্রদত্ত নামে যে ঔষধি গ্রন্থ বিখ্যাত আছে আমি সেই নিদান এবং চক্রদত্ত ও অন্যান্য গ্রন্থচয় সমালোচনা করিয়া সংস্কৃত ভাষানভিজ্ঞ জনগণের উপকারার্থে তৎতৎ মূল সংস্কৃত বচন সহিত তাহার বাঙ্গালা করিলাম। এবং ঐ নিদানের মধ্যে যতগুলি অধিকার আছে তাহার প্রত্যেক অধিকারের পৃথক্রূপে সেই সেই রোগের নিদান ও সেই অধিকারের পথ্যাপথ্য এবং পাচন, মুষ্টিযোগ, বটী, চূর্ণ, ঘৃত, তৈল, প্রভৃতি সমস্ত ঔষধি এবং তৎ তৎ ঔষধাদি সম্বন্ধে পরিভাষা, ও জারণ মারণ পদ্ধতি এই সংগ্রহ গ্রন্থে তৎসমস্তই যথাবিধি প্রকারে সন্নিবিষ্ট করিয়াছি। ৩।

রোগাধিকার নির্ণয়।

জ্বরোঽতিসারোগ্রহণী চার্শোঽজীর্ণং বিসূচিকা।
সালসা চ বিলম্বি চ ক্রমিরুক্ পাণ্ডু কামলাঃ।
হলীমকং রক্তপিত্তং রাজযক্ষ্মা উরঃক্ষতং।
কাসোহিক্কা সহশ্বাসৈঃ স্বরভেদস্ত্বরোচকং।

ছর্দ্দিস্তৃষ্ণা চ মূর্চ্ছাদ্যা রোগাঃ পানাত্যয়াদয়ঃ।
দাহাখ্যস্ত্বপরোন্মাদোঽপস্মারোঽনিলাময়াঃ।
বাতরক্তমূরুস্তম্ভ আমবাতোঽথ শূলরুক্।
পংক্তিজং শূলমানাহং উদাবর্ত্তোঽপি গুল্মরুক্।
হৃদ্রোগো মূত্রকৃচ্ছ্রঞ্চ মূত্রাঘাতস্তথাশ্মরী।
প্রমেহো মধুমেহশ্চ পীড়কাশ্চ প্রমেহজাঃ।
মেদদোষোদরং শোথো বৃদ্ধিশ্চ গলগণ্ডকঃ।
গণ্ডমালাপচি গ্রন্থিমর্ব্বুদঃ শ্লীপদং তথা।
বিদ্রধির্ব্রণ শোথৌচ দ্বৌ ব্রণৌ ভগ্ননাড়ীকৌ।
ভগন্দরোপদংশৌচ শূকদোষস্ত্বগাময়ঃ।
শীতপিত্তমুদর্দ্দশ্চ কোঠশ্চৈবাম্লপিত্তকং।
বিসর্পশ্চ সবিস্ফোটিঃ সরোমান্তী মসূরিকা।
ক্ষুদ্রাস্য-কর্ণনাসাক্ষি-শিরঃ-স্ত্রী-বালকাময়াঃ।
বিষঞ্চেত্যয়মুদ্দিষ্টো রুক্‌বিনিশ্চয়সংগ্রহে। ৪।

জ্বর ১। অতিসার ২। গ্রহণী ৩। অর্শ ৪। অজীর্ণ ৫। বিসূচিকা ৬। অলসক ৭। বিলম্বি ৮। ক্রিমি ৯। পাণ্ডু ১০। কামলা ১১। হলীমক ১২। রক্তপিত্ত ১৩। রাজযক্ষ্মা ১৪। উরঃক্ষতঃ ১৫। কাস ১৬। হিক্কা ১৭। শ্বাস ১৮। স্বর-ভেদ ১৯। অরোচক ২০। ছর্দ্দি ২১। তৃষ্ণা ২২। মূর্চ্ছা ২৩। মদাত্যয় ২৪। দাহ ২৫। উন্মাদ ২৬ অপস্মার ২৭। বাত ২৮। বাতরক্ত ২৯। উরুস্তম্ভ ৩০। আমবাত ৩১। শূল ৩২। পরিণাম শূল ৩৩। আনাহ ৩৪। উদাবর্ত্ত ৩৫। গুল্ম ৩৬। হৃদ্রোগ ৩৭। মূত্রকৃচ্ছ্র ৩৮। মূত্রাঘাত ৩৯। অশ্মরী ৪০। প্রমেহ ৪১। মধুমেহ ৪২। পীড়ক ৪৩। মেদ ৪৪। উদর ৪৫। শোথ ৪৬। বৃদ্ধি ৪৭। গলগণ্ড ৪৮। গণ্ডমালা ৪৯।

অপচী ৫০। গ্রন্থি ৫১। অর্ব্বুদ ৫২। শ্লীপদ ৫৩। বিদ্রুধি ৫৪। ব্রণশোথ ৫৫। শরীরব্রণ ৫৬। অন্তর্ব্রণ ৫৭। ভগ্ন ৫৮। নালী ৫৯। ভগন্দর ৬০। উপদংশ ৬১। স্নুকদোষ ৬২। কুষ্ঠ ৬৩। শীতপিত্ত ৬৪। উদর্দ্ধ ৬৫। কোঠ ৬৬। অম্লপিত্ত ৬৭। বিসর্প ৬৮। বিস্ফোট ৬৯। রোমান্তী ৭০। মসূরিকা ৭১। ক্ষুদ্ররোগ ৭২। মুখরোগ ৭৩। কর্ণরোগ ৭৪। নাসারোগ ৭৫। অক্ষিরোগ ৭৬। শিরো-রোগ ৭৭। স্ত্রীরোগ ৭৮। বালরোগ ৭৯। বিষরোগ ৮০। এই আশি অধিকার মধ্যে জ্বরই প্রধান এই জন্য জ্বরাধিকার প্রথমেই লিখিত হইল। ৪।

জ্বর প্রধান প্রমাণ।

দেহেন্দ্রিয় মনস্তাপী সর্ব্বরোগাগ্রজো বলী।
জ্বরঃ প্রধানো রোগানামুক্তো ভগবতা পুরা। ৫।

পূর্ব্বকালে ভগবৎ কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে যে জ্বরেতে দেহ, ইন্দ্রিয় ও মনের তাপ জন্মায়। সকল প্রকার রোগ সৃষ্টির প্রথমেই জ্বরের সৃষ্টি হয়, সুতরাং জ্বরই সকল রোগ অপেক্ষা বলবান জ্বরই সকলের মধ্যে প্রধান রোগ। ৫।

চিকিৎসা জ্ঞানাঞ্জন।

জ্বরোৎপত্তি কারণ ও প্রকার ॥

দক্ষাপমানসংক্রুদ্ধঃ রুদ্রনিশ্বাস-সম্ভবঃ।
জ্বরোঽষ্টধা পৃথগ্দ্বন্দ্বসংঘাতাগন্তুজঃ স্মৃতঃ। ৬।

রুদ্র দেবতা দক্ষ প্রজাপতি কর্ত্তৃক অপমানিত হওনান্তর ক্রুদ্ধ হইয়া যে নিশ্বাস ত্যাগ করেন, সেই নিশ্বাস হইতে প্রথমতঃ জ্বরের উৎপত্তি হয়। সেই জ্বর সামান্যতঃ আট প্রকার। যথা ১। বাতিকজ্বর। ২। পৈত্তিকজ্বর। ৩। শ্লেষ্মিকজ্বর। ৪। বাতপৈত্তিকজ্বর। ৫। পিত্তশ্লেষ্মিকজ্বর। ৬। বাতশ্লেষ্মিক জ্বর। ৭। সংঘাত অর্থাৎ সান্নিপাতিকজ্বর। ৮। আগন্তুজ অর্থাৎ আঘাতাদি প্রাপ্তি জন্য জ্বর। পশ্চাৎ উহাদিগের বিশেষ২ বিবরণ করা যাইবেক। ৬।

জ্বর সংপ্রাপ্তি কারণ।

মিথ্যাহারবিহারস্য দোষা হ্যামাশয়াশ্রয়াঃ।
বহির্নিরস্য কোষ্ঠাগ্নিং জ্বরদাস্যুঃ রসানুগাঃ। ৭।

আহার করণের অনুপযুক্ত সময়ে কি অনুপযুক্ত দ্রব্যাদি আহার করিলে; এবং সামর্থ্যাতিরিক্ত বল প্রকাশাদি করিলে জন্তুগণের দোষ অর্থাৎ শরীরস্থ বায়ু, পিত্ত, কফ, ইহাদের

মধ্যে কোন একটী, অথবা কোন দুইটী অথবা সকলে একত্র যোগে আমাশয় প্রাপ্ত হয় তদনন্তর কোষ্ঠাগ্নিকে অর্থাৎ পাকাশয়স্থিত অগ্নিকে ঐ কোষ্ঠ হইতে বহির্গত করাইয়া দেয় কাজেই ঐ অগ্নিমান্দ্য হইলে আমাশয়স্থ রস অপক্ক অবস্থাতেই থাকিয়া দূষিত হয়, " জন্তুদিগের স্তন ও নাভি ইহার মধ্যস্থলের নাম আমাশয় " অনন্তর ঐ আমাশয়াশ্রিত দোষ সকল ঐ দুষ্ট রসের সঙ্গে মিলিত হইয়া শরীর ব্যাপ্ত হয় ও ঐ বহির্গত কোষ্ঠাগ্নি দ্বারা সন্তপ্ত হইয়া বাহ্যে জ্বর প্রকাশ পাওয়ায়। এই প্রকারে শরীর হইতে উৎপন্ন জ্বরের সংপ্রাপ্তি হয়। শরীর ব্যথা আদি হইয়া আগন্তুজ জ্বরের সংপ্রাপ্তি হয়। ৭।

জ্বর সামান্য লক্ষণ।

স্বেদাবরোধঃ সন্তাপঃ সর্ব্বাঙ্গগ্রহণন্তথা।,
যুগপদ্ যত্র রোগে চ স জ্বরো ব্যপদিশ্যতে। ৮।

ঘর্ম্ম নির্গত না হওয়া, দেহ, ইন্দ্রিয়, ও মনের সন্তাপ জন্মান, সর্ব্বাঙ্গ বেদনা এই সমস্ত লক্ষ্মণ একই সময়ে কোন শরীরে প্রকাশ পাইলে কি মিলিত হইলে অথবা অনুভূত হইলে জ্বরের লক্ষণ বা জ্বর হইয়াছে বলা যায়।

সামান্যত জ্বর-পূর্ব্ব লক্ষণ।

শ্রমোঽরতির্ব্বিবর্ণত্বং বৈরস্যং নয়নপ্লবঃ,
ইচ্ছাদ্বেষৌ মুহুশ্চাপি শীতবাতাতপাদিষু,

জৃম্ভাঙ্গমর্দ্দো গুরুতা রোম হর্ষোরুচিস্তমঃ,
অপ্রহর্ষশ্চ শীতঞ্চ ভবত্যুৎপৎস্যতি জ্বরে। ৯।

শ্রম বোধ হয়, কিছুতে মনের আস্থা থাকে না, গাত্র মলিন হয়, মুখ বিরস হয়, নয়ন জলপূর্ণ হয়, কখন শীতল বায়ু ইচ্ছা হয়, ও কখন আবার বা তাহাতে দ্বেষ হয়, এবং কখন বা রৌদ্রেতে ইচ্ছা, আবার অমনি কখন তাহাতে দ্বেষ ভাব প্রকাশ পায়, হাঁই উঠে, গাত্র মোড়া আসে, এবং শরীর ভার বোধ হয়, রোমহর্ষ জন্মায়, অরুচি হয় বোধ হয় যেন অন্ধকারের মধ্যে প্রবেশ করিতেছি, মনের আহ্লাদ ভাব থাকে না, শীত করে। সকল প্রকার জ্বর আসিবার পূর্ব্বে এই সমুদয় অথবা ইহার মধ্যে কোন ২ লক্ষণ প্রকাশ পায়। ৯।

বিশেষ ২ জ্বরের পূর্ব্বলক্ষণ।

জৃম্ভাত্যর্থং সমীরণাৎ। পিত্তান্নয়নয়োর্দাহঃ
কফাদন্নাকচির্ভবেৎ। রূপৈরন্যতরাভ্যাস্ত
সংসৃষ্টৈর্দ্বন্দ্বজং বিদুঃ। সর্ব্বত্র
সমলিঙ্গঞ্চ সর্ব্বদোষপ্রকোপজে। ১০।

বাতিক জ্বর হইবার পূর্ব্বে অতিশয় হাঁই উঠে এবং পৈত্তিক জ্বরের পূর্ব্বে অতিশয় নয়নদাহ বোধ করায়, শ্লৈষ্মিক জ্বরের পূর্ব্বে অন্নে অরুচি হয়। বাত-পৈত্তিক জ্বরে জৃম্ভা নয়নদাহ, এই উভয় প্রকাশ হয়, পিত্ত-শ্লৈষ্মিক জ্বরে নয়ন-দাহ ও অন্নে অরুচি এই উভয় প্রকাশ পায়, এবং বাত-শ্লৈষ্মিকে সেই রূপ জৃম্ভাতিশয় ও অন্নে অরুচি এই উভয়ই

বোধ হয়। এবং সান্নিপাতিক জ্বর পূর্ব্বে জৃম্ভা, নয়নদাহ, ও অন্নে অরুচি এই সমস্ত লক্ষণেরই আতিশয্য প্রকাশ পাইতে থাকে। ১০।

বাত পিত্ত কফ ইহাদের মধ্যে বাতজ রোগ অনেকপ্রকার ও বাতিকের বিকারও বড় দারুণ অতএব বাতিকের প্রাধান্য হেতু। প্রথমতঃ

বাতিক-জ্বর-লক্ষণ।

বেপথুর্বিষমো বেগঃ কণ্ঠৌষ্ঠপরিশোষণং।
নিদ্রানাশঃ ক্ষবস্তম্ভো গাত্রাণাং রৌক্ষ্যমেব চ।
শিরোহৃদ্গাত্ররুগ্‌বক্ত্রবৈরস্যং গাঢ়বিট্‌কতা।
শূলাধ্মানে জৃম্ভণঞ্চ ভবত্যনিলজে জ্বরে। ১১।

কম্প হয় ও জ্বরের বেগ, কখন মান্দ্য বোধ হয় কখন বা অতি প্রখর বোধ হয়; সে সম্বন্ধে কোন নিয়ম থাকে না। কণ্ঠ শোষ হয়। ওষ্ঠ শোষ হয়। নিদ্রার অভাব হয়। হাঁচি হয় হয় হয়না, গাত্রের রুক্ষম ভাব হয়, মাথা ও বক্ষস্থল ও সমস্ত গাত্র বেদনা হয়, মুখ বিরস হয়, মলের কাঠিন্য হয়, উদরে বেদনা বোধ হয়, ও কখন বেদনার সহিত ফুলাও বোধ হইতে পারে, হাঁই উঠে। বাতিক-জ্বরের এই সমস্ত লক্ষণ। ইহার সমস্তই যে একেবারে প্রকাশ পায় এমন নহে। কোন কোনটা প্রাকাশ পায় কোনটা বা পায় না এই ভাব। ১১।

এই ক্ষণে প্রসঙ্গ-সঙ্গতি ক্রমে বাতিক-জ্বর উপশমন ব্যাবস্থা কহা যাইতেছে।—চিকিৎসা করিতে গেলে প্রথমতঃই পথ্যাপথ্য স্থির করা নিতান্ত প্রয়োজন যে হেতু,

বিনাপি ভেষজৈর্ব্ব্যাধিঃ পথ্যাদেব নিবর্ত্ততে।
নতু পথ্যবিহীনানাং ভেষজানাং শতৈরপি। ১২।

ঔষধ ব্যতীতও পথ্য দ্বারাতেই ব্যাধি নিবৃত্তি হইতে পারে কিন্তু পথ্য ভিন্ন শত২ ঔষধ প্রয়োগ করিলেও চিকিৎসা হইতে পারে না। ১২।

তরুণ বাতিক জ্বর পথ্য।

বমনং, লঙ্ঘনং, কালে, যবাগুঃ, স্বেদনানিচ.
কটুতিক্তৌ রসৌ চেতি পাচনং তরুণে জ্বরে। ১৩।

বমন করা, অনাহার, কালবিশেষে প্রয়োজন মত যবাগু আহার, স্বেদ দেওয়া, কটুরস, তিক্তরস পান ও পাচন প্রয়োগ। ইহা সাধারণ তরুণ জ্বরের পথ্য কিন্তু এখানে অর্থাৎ বাতিক জ্বরে বিবেচনা কর্ত্তব্য যে বমন, লঙ্ঘন, কটু, তিক্ত রস সেবাদি দ্বারা বায়ু প্রকোপই জন্মায় অতএব এস্থলে তাহা নিষিদ্ধ, কাজেই যবাগু আদি অবশিষ্ট গুলিই মাত্র পথ্য। ১৩।

যবাগুর অর্থ, পরিভাষা।

অন্নং পঞ্চগুণে সাধ্যং, বিলেপী চ চতুর্গুণে,
মণ্ডশ্চতুর্দশ গুণে, যবাগুঃ ষড়্গুণেঽম্ভসি।
যবাগু মুচিতাৎ ভক্তাৎ, চতুর্ভাগকৃতং বদেৎ।
যবাগুর্বহুসিক্থাস্যাৎ, বিলেপী বিরল দ্রবা। ১৪।

যত পরিমাণ তণ্ডুল তার পঞ্চগুণ জলে পাক করিলে অন্ন হয়, তদপেক্ষা আর চতুর্গুণ জল দিলে অর্থাৎ নয়গুণ

জলে পাক হইলে ঐ রূপকে বিলেপী বলে, আবার ঐ অন্ন অপেক্ষা চৌদ্দগুণ জল অধিক দিলে অর্থাৎ উনিশগুণে মণ্ড প্রস্তুত হয়, এবং অন্ন অপেক্ষা আর ছয়গুণ অর্থাৎ এগার গুণ জল দিয়া পাক করিলে যবাগু সম্পন্ন হয়, এবং উচিত যে অন্ন সেই গুলি যখন চারি ভাগে খণ্ড২ হয় তখনই যবাগু পাক সম্পন্ন হয়। আর পাতলা ক্ষীরের মত হইলেই বিলেপী পাক সম্পন্ন হয়। এই যবাগুই এখানকার উল্লিখিত যবাগু। ১৪।

অ-পথ্য।

> স্নানং বিরেকং সুরতং কষায়ং,-ব্যায়াম
> মভ্যঞ্জনমহ্নি নিদ্রাং। দুগ্ধং ঘৃতং বৈদলমামি-
> ষঞ্চ তক্রং সুরা স্বাদুতরদ্রবঞ্চ। অন্নং প্রবাতং
> ভ্রমণঞ্চ ক্রোধং ত্যজেৎ প্রযত্নাৎ তরুণজ্বরার্ত্তঃ। ১৫।

স্নান, বিরেচন, মৈথুন, কষায় রস সেবা, মল্লক্রিয়াদি, তৈলাদি দ্বারা গাত্র মর্দ্দন, দিবানিদ্রা, দুগ্ধ, ঘৃত, ডাইল, মৎস্য মাংসাদি, ঘোল, সুরা, অধিক মিষ্ট রস, অন্ন, পূর্ব্ব বায়ু, ভ্রমণ, ক্রোধ, নবজ্বরী এই সকল যত্নপূর্ব্বক ত্যাগ করিবেক। ইহা সকল প্রকার জ্বরেই ত্যজ্য। ১৫।

যখন এক দোষে অর্থাৎ দ্বয়ের অথবা সকল দোষের যোগ ভিন্ন কোন রোগই হয় না তখন উল্লিখিত লক্ষণাক্রান্ত জ্বরকে বাতিক জ্বর বলিয়া ব্যাখ্যা করার কারণ কি, এই প্রশ্নের সিদ্ধান্ত।

দ্রব্যমেক রসং নাস্তি, নরোগোঽপ্যেকদোষজঃ।
যোঽধিকস্তেন নির্দেশঃ ক্রিয়তে রসদোষয়োঃ। ১৬।

যেমন কোন একটী দ্রব্যে একটী মাত্র রস থাকিতে পারে না তেমনি এক দোষের বলে কোন রোগ জন্মাইতে পারে না। তবে ইহার মধ্যে এই দেখিতে হয় যে যে রসের কি যে দোষের বলবত্তা দেখা যায় তাহারি নাম নির্দ্দেশ করিতে হয়। উপরোল্লিখিত বাতিক জ্বরে বাত প্রধান, অতএব বাতিক জ্বর। তেমনি পিত্ত-প্রাধান্যে পৈত্তিক এবং শ্লেষ্মা-প্রাধান্যে শ্লৈষ্মিক এবং উভয়ের বলবত্তায় দ্বন্দ্বজ, তিনের সম বলবত্তায় সন্নিপাত জ্বর বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিতে হয়। ১৬।

জ্বরের তরুণ কাল নির্ণয়।

আসপ্তরাত্রং তরুণং জ্বরমাহুর্মনীষিনঃ। ১৭।

জ্বরের উৎপত্তির দিন হইতে সপ্ত রাত্রি পর্য্যন্ত ঐ জ্বরকে তরুণ জ্বর বলে। ১৭।

এতৎ ভিন্ন জ্বরের আরো অবস্থান্তরে নামান্তর আছে তাহা পশ্চাৎ ক্রমান্বযে ব্যাখ্যা করা যাইবেক। এখন তরুণ বাতিক জ্বরের পাচনাদি ব্যবস্থা কহা যাইতেছে।

নাগরাদি পাচন।

নাগরং, গুড়ূচীঞ্চৈব, ধন্যাকং, রক্তচন্দনং,।
উশীরঞ্চৈব, প্রত্যেকং ক্বাথং পঞ্চসমন্বিতং।
চতুর্ভাগৈকশেষন্তৎ সরাবস্থিতশেষকং।
কম্পানং বেদনাং তীব্রাং জ্বরং নস্যতি বাতিকং॥ ১৮॥

শুঁট, গুড়চী, ধনে, রক্তচন্দন, বেণার মূল, প্রত্যেক দ্রব্য ৪ তোলা করিয়া লইয়া তাহাতে যত জলদিয়া পাচন করিতে হইবেক তাহার ৪ ভাগের ১ ভাগ অবশিষ্ট রাখিতে হইবেক ও ঐ অবশিষ্ট ভাগের পরিমাণ একসের থাকিবেক কাজেই জল চারিসের দিয়া ক্বাথ করিলে অবশিষ্ট একসের থাকিবেক। এই পাচনে কম্প, অত্যন্ত যাতনা দায়ক বেদনা ও বাতিক জ্বর নাশ করিবেক। ১৮ ।•

নাগরাদি পাচনে ক্বাথ্য দ্রব্যের ও জলের যে বিশেষ নিযম বলাগেল তাহার প্রমাণ পরিভাষা।

ততস্তুকুড়বং যাবৎ তোয়মষ্টগুণং স্মৃতং। ১৯।

শুষ্কদ্রব্যেষু যমানং দ্বিগুণন্তৎ দ্রবার্দ্রয়োঃ। ২০।

আটতোলায় একপল, চারিপলে এক কুড়ব পরিমাণ হয়। একপল উর্দ্ধে কুড়ব পর্য্যন্ত ক্বাথ্য দ্রব্যের পরিমাণ হইলে সেখানে ক্বাথ্য দ্রব্যের আটগুণ জল দেওয়া উচিত। ১৯।

আবার ২০ সঙ্খ্যক বচনার্থ।

ক্বাথ-করণ সম্বন্ধে যে যে দ্রব্য প্রয়োগ করিতে হয়, তাহার মধ্যে শুষ্ক দ্রব্যের যে পরিমাণ দ্রব ও আদ্র্র দ্রব্য তার দ্বিগুণ পরিমাণে ব্যবহার করিতে হইবেক। ২০।

এখন মনে কর উল্লিখিত নাগরাদি পাচনের বচনে যখন একথা স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে তাহার অবশিষ্ট এক সের থাকিবেক ও তাহা চারি ভাগের এক ভাগ হইবেক। তখন স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে জল চারি সের না

দিলে চারিভাগের এক ভাগ একসের হয় না অতএব জল চারি সের দিতে হইবেক। যদি তাহাই হইল, তবে উক্ত পরিভাষার বচনদ্বয় মধ্যে ১৯ সঙ্খ্যক বচন অনুসারে এই প্রতীতি হইতেছে যে জলের আট ভাগের ভাগ পরিমাণে ক্বাথ্য দ্রব্যের পরিমাণ হওয়া উচিত। তা হইলে ঐ নাগরাদি পাচনে ক্বাথ্য দ্রব্যের পরিমাণ আধসের হইতে পারে কিন্তু আবার ২০ সঙ্খ্যক বচনে পাওয়া যায় যে জলের পরিমাণ যাহা উক্ত থাকে তাহার দ্বিগুণ দিতে হয়, তাহা হইলে এখানে জল চারিসের দেওয়া যাইতেছে কিন্তু তাহার প্রকৃত পরিমাণ দুইসের তা হইলে ঐ দুইসের জলের আট ভাগের ভাগ শুষ্ক দ্রব্যগুলির পরিমাণ এক পয়াই স্থির হইল।

•

ধন্য পটোলাদি পাচন।

জ্বরিতং বদ্ধদোষেতু ভেদং কর্ত্তুং য ইচ্ছতি।
সক্ষারং পায়য়েৎ প্রাতঃ ক্বাথং ধান্যপটোলয়োঃ।
ক্ষারেণাপি বিনা যোগো শ্রেষ্ঠঃ পাচনদীপনঃ।
সতুষং ধান্য মেবাত্র যুজ্যতে ভেদনার্থিনা। ২১।

কোষ্ঠবদ্ধ জন্য জরী ব্যক্তির ভেদ করাইতে ইচ্ছা হইলে এক তোলা ধনে ও এক তোলা পটোলের মূলের ক্বাথ করিয়া যবক্ষার যোগদিয়া প্রাতে পান করাইবে। এবং ঐ ক্ষার যোগ না দিলে উৎকৃষ্ট পরিপাক জন্মায় ও অগ্নি বৃদ্ধি করে। ভেদক স্থলে খোসা সমেত ধনে দিতে হয়। কাজেই পাচক দীপন স্থলে ধনের চাইল প্রশস্ত। ২১।

সাধারণ পাচনের ক্বাথ্য দ্রব্য ও জলের ও প্রক্ষেপের পরিমাণ। পরিভাষা।

দশরক্তিকমাষেণ ক্বাথ্যন্তু কার্ষিকং ভবেৎ।
দত্বাহম্ভঃ ষোড়ষগুণং শিষ্টং পাদাং শিকং মতং। ২২।
প্রক্ষেপঃ পাদিকঃ ক্বাথ্যাৎ। ২৩।

দশরতিতে এক মাষা হয়, তাহার শোল মাষায় এক কার্ষিক, অর্থাৎ দুই তোলা হয়। সমস্ত পাচন সাধারণে সমস্ত ক্বাথ্য দ্রব্য দুই তোলা হইবে ও তাহার শোলগুণ অধিক অর্থাৎ বত্রিস তোলা জল হইবেক। ২২।

প্রক্ষেপ দ্রব্যের পরিমাণ।—ক্বাথ্য দ্রব্যের পরিমাণের চারিভাগের ভাগ হওয়া উচিত। ২৩।

বৃহৎ পঞ্চমূলী পাচন ও পিপ্পল্যাদি পাচন।

বিল্বাদি পঞ্চমূলস্য ক্বাথঃ স্যাৎ বাতিকজ্বরে।
পাচনং পিপ্পালী মূল গুড়চী বিশ্বজোহথবা। ২৪।

বিল সোনা, গাম্ভারী, গণিরী এই সকলের মূলের ছালের পাচন বাতিক জর নাশক।

অথবা। পিপ্পলী মূল, গুড়ঞ্চ, শুঁট, এই পাচন পরিপাকজনক। ২৪।

মূল সম্বন্ধে পরিভাষা।

মহন্তি যানি মূলানি কাষ্ঠগর্ব্বানি যানিচ।
তেষাঞ্চ বল্কলং গ্রাহ্যং হ্রস্বমূলানি কৃৎস্নশঃ। ২৫।

যেসকল স্থলে কোন বৃক্ষাদির মূল লইবার বিধি থাকে সেস্থলে যে যে মূল অতি স্থূল ও যেসকল মূলের ভিতরে কাষ্ঠ থাকে তাহাদের মূলের ছাল লইতে হয়। আর যে সকল বড় ক্ষুদ্র ও সরু সরু হয় তাহাদের মূলের সকল সমেত গ্রহণ করা বিধেয়। ২৫।

কিরাতাদি পাচন।

কিরাতাব্দামৃতোদীচ্য-বৃহতিদ্বয়-গোক্ষুরৈঃ।
সস্থিরা-কলসী বিশ্বৈঃ ক্কাথোবাতজ্বরাপহঃ। ২৬।

চিরতা, মুথা, গুড়ঞ্চ, বালা, বেগুড় কণ্টকারী, গোক্ষুরা, সালপান, চাকুলে, শুঁট ইহাদের পাচন বাতজ্বর হর। ২৬।

রাস্নাদি পাচন।

রাস্না বৃক্ষাদনী, দারু, সরলং সৈলবালুকং কষায়ঃ।
শর্করা ক্ষৌদ্রৈর্যুক্তো বাতজ্বরাপহঃ। ২৭।

রক্তভাণ্ডী, পরগাছা, দেবদারু, সরল কাষ্ঠ, এলবালুক, আধ তোলা ইক্ষুচিনি ও দশরতি মধু প্রক্ষেপ যুক্ত ইহাদের পাচন বাতজ্বর নাশন। ২৭।

রাস্নাভাবে পরিভাষা।

রাস্নাভাবেতু বন্দা স্যাৎ। ২৮।

রক্তভাণ্ডী না পাইলে চিলের মোথা দেয়া যায়। ২৮।

দোষ বিশেষে পাচনে মধু ও চিনি দিবার পরিমাণ।

ষোড়শাষ্টচতুর্ভাগং বাতপিত্তকফার্ত্তিষু।
ক্ষৌদ্রং কষায়ে দাতব্যং বিপরীতা তু শর্করা। ২৯।

মধু প্রক্ষেপ যেখানে দিতে হয়, সেখানে ক্বাথ্য দ্রব্যের শোল ভাগের ভাগ দিলে বাত, ও আট ভাগের ভাগে পিত্ত এবং চারি ভাগের ভাগেতে কফ নষ্ট করে। অপর চিনিদিতে হইলে উহার বিপরীত অর্থাৎ চারি ভাগের ভাগ বাত ও আট ভাগের ভাগ পিত্ত এবং শোল ভাগের ভাগ কফ নষ্ট করে। ২৯।

অন্যচ্চ পিপ্পল্যাদি পাচন।

পিপ্পলী সারিবা দ্রাক্ষা শতপুষ্পাহরেনুভিঃ
কৃতঃ কষায়ঃ সগুড়ো হন্যাচ্ছ্বসনজং জ্বরং। ৩০।

পিপ্পলী, অনন্তমূল, কিস্‌মিস্‌, সৌল্‌ফ; রেণুক, আধ তোলা ইক্ষুগুড় প্রক্ষেপ ইহাদের পাচন বাতজ্বর হর। ৩০।

দ্রাক্ষাদি পাচন।

দ্রাক্ষা গুড়চী কাশ্মর্যাঃ ত্রায়মানা সসারিবা।
নিঃক্বাথ্য সগুড়ং ক্বাথং পিবেৎ বাতজ্বরাপহং। ৩১।

কিস্‌মিস্‌, গুড়ঞ্চ, গাম্ভারীর পাকাফল, বলালতা, অনন্ত-মূল, আধতোলা গুড় প্রক্ষেপে ইহাদের পাচন বাতজ্বর প্রশমন। ৩১।

পক্কফলের পরিভাষা।

ফলেষু পরিপক্কেষু ষড়্‌গুণাঃ সমুদাহৃতাঃ। ৩২।

পাকাফলে কাঁচা অপেক্ষা ছয়গুণ গুণাধিক্য। ৩২।

শতাবরী আদি মুষ্টিযোগ।

শতাবরী গুড়চীভ্যাং স্বরসো যন্ত্রপীড়িতঃ।
গুড়প্রগাঢ়ঃ সময়েৎ সদ্যোঽনিলকৃতং জ্বরং। ৩৩।

যন্ত্রদ্বারা পেষণ করিয়া শতাবরী ও গুড়চীর স্বরস ইক্ষু-গুড় দিয়া দলামত করিয়া খাওয়াইলে তৎক্ষণাৎ বাতিকজ্বর শান্ত হয়। ৩৩।

কবল ও গণ্ডূষ।

শর্করাদাড়িময়োঃ কল্কং দ্রাক্ষাদাড়িময়োস্তথা।
ধারয়েৎ মুখবৈরস্যে গণ্ডূষং বা যথাহিতং। ৩৪।

চিনি আর কুসিদাড়িম, অথবা কিস্‌মিস্ আর কুসি-দাড়িম বাটিয়া দলামত করিয়া মুখে রাখ্‌লে, অথবা রস করিয়া কুলকুচা করিলে মুখবৈরস্য নষ্ট হয়। ৩৪।

কবল গণ্ডূষের মাত্রা পরিমাণ পরিভাষা।

সুখং সঞ্চার্য্যতে যাত্তু সা মাত্রা কবলে মতা।
অসঞ্চার্য্যাতু যা মাত্রা গণ্ডূষে সা প্রকীর্ত্তিতা। ৩৫।

ঔষধি গালের ভিতর রাখিয়া যাহাতে স্বচ্ছন্দে নাড়া-চাড়া যায়, কবলের মাত্রা সেইরূপ বিবেচনা করিয়া দিবে। ও গণ্ডূষের মাত্রা তাহার বিপরীত অর্থাৎ গাল পুরিয়া মুখ বন্ধ করিয়া রাখিবে। ৩৫।

কল্ক পরিভাষা।

- কল্কো দৃশদি পেষিতঃ। ৩৬।

কোন দ্রব্য পাটায় বাটিলে যেরূপ হয় তাহাকে কল্ক বলে। ৩৬।

ইতি তরুণ বাতিকজ্বর নিদানাদি।

অথ পিত্তজ্বর লক্ষণ।

বেগস্তীক্ষ্ণোঽতিসারশ্চ নিদ্রাল্পত্বং তথা বমিঃ।
কণ্ঠৌষ্ঠমুখনাসানাং পাকঃ স্বেদশ্চ জায়তে।
প্রলাপো বক্ত্রকটুতা মূর্চ্ছা দাহো মদস্তৃষা।
পীতবিণ্মূত্রনেত্রত্বং পৈত্তিকে ভ্রমএবচ। ৩৭।

ধমনী প্রভৃতির অতি ছন্‌ছনে বেগ হয়। বাহ্যের বেগ বোধ হয়। নিদ্রার অল্পতা জন্মায়; পীত, রক্ত ও হরিত বর্ণের বমি করে; কণ্ঠ, ওষ্ঠ, মুখ, ও নাসিকাতে স্ফোটকাদি জন্মায় ও অল্প অল্প ঘর্ম্ম হয়; এলবিলি কথা কয়, মুখ কটু ও তিক্ত বোধ হয়; অজ্ঞান হয়; গাত্র জ্বালা করে; মত্ততা জন্মায়, পিপাসা হয়; বিষ্ঠা, মূত্র, নেত্র পীতবর্ণ দেখায়; ভ্রান্তি জন্মায়। ৩৭।

একেকালে যে এই সমস্ত লক্ষণগুলি প্রকাশ না হইলেই তাহাকে পিত্তজ্বর বলা যায় না এমত নহে। এই এই লক্ষ-ণের কথক কথক প্রকাশ হয় কোনস্থানে বা সমস্ত প্রকাশ পাইলেও পাইতে পারে।

পথ্যাপথ্য পূর্ব্ববৎ।

তরুণ পিত্তজ্বরের পাচনাদি ব্যবস্থা।

যব পটোলক, পাচন।

পটোলযবনিঃক্বাথো মধুনা মধুরীকৃতঃ।
তীব্রপিত্তজ্বরামর্দ্দী পানাৎতৃড়্দাহনাশনঃ। ৩৮।

পটোল পাতা ও যবের ক্বাথ মধুদ্বারা বিলক্ষণ মিষ্ট করিয়া পান করিলে অতি তীব্র পিত্তজ্বর ও তৃষ্ণা এবং দাহ নাশ করে ৩৮।

পর্পটাদি পাচন।

একঃ পর্পটকঃ শ্রেষ্ঠঃ পিত্তজ্বরবিনাশনে।
কিং পুনর্যদি যুজ্যেত চন্দনোদীচ্যনাগরৈঃ। ৩৯।

ক্ষেত্র পর্পটী, রক্তচন্দন, বালা, শুঁট, ইহাদের মধ্যে পর্পটী একাই পিত্তজ্বর নাশের এক প্রধান উপায়, তাহাতে আবার চন্দন, বালা, শুঁটযোগ দিলে যে কত উত্তম হয় তাহা আর বলিয়া শেষকরা যায় না। ৩৯।

ধনের জল মুষ্টিযোগ।

ব্যুষিতং ধন্যাকজলং প্রাতঃ, পীতং সশর্করং পুংষাং।
অন্তর্দাহং সময়ত্যচিরাৎ, দূরপ্ররূঢ়মপি। ৪০।

পূর্ব্বদিন চারি তোলা ধনে আট তোলা জলে ভিজাইয়া রাখিয়া প্রাতঃকালে এক তোলা চিনি যোগ দিয়া পান করিলে অতি প্রচণ্ড অন্তর্দাহ তৎক্ষণাৎ শান্ত হয়। ৪০।

ঘন চন্দনাদি পাচনং।

ঘনচন্দনপর্পটকং কটুকং, সমৃণালপটোলদলং সজলং।
শৃতশীতশিতাযুতং পিত্তহরং, জ্বরছর্দ্দিতৃষাযুত-দাহহরং। ৪১।

বালা, রক্তচন্দন, ক্ষেত্রপর্পটী, কট্‌কী, পোলতা, পদ্ম-মৃণাল, ইহাদের ক্বাথ অথবা শীত, চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে পিত্ত জ্বর, ছর্দ্দি, তৃষ্ণা, ও দাহ নাশ করে। ৪১॥

শীত অর্থ পরিভাষা॥

দ্রব্যাদাপোথিতাত্তোয়ে প্রতপ্তে নিশিসংস্থিতে
কষায়ো যোহভিনির্যাতি স শীতঃ সমুদাহৃতঃ। ৪২।

তপ্ত জলে ঔষধি দ্রব্য এক রাত্রি ভিজাইয়া রাখিয়া প্রাতে ঐ দ্রব্য ছাকিয়া ফেলিলে ঐ জলে ঐ দ্রব্যের কষ নির্গত হয় ঐ কষযুক্ত জলকে শীত বলে ॥ ৪২ ॥

শীত ও ফান্টের দ্রব্য ও জলের পরিমাণ প্রমাণ পরিভাষা।

ষড়্ভিঃ পলৈশ্চতুর্ভির্বা সলিলৈঃ শীতফান্টয়োঃ,
আপ্লুতং ভেষজপলং রসাখ্যায়াং পল দ্বয়ং। ৪৩।

শীত কিম্বা ফান্ট প্রস্তুত করিতে ছয় অথবা চারি পল অর্থাৎ ৪৮ তোলা কি ৩২ তোলা জল ও ঔষধি দ্রব্য সকল সমেত এক পল অর্থাৎ ৮ তোলা দিতে হয়। এবং সেই দ্রব্য যদি মাংসাদি হয় অর্থাৎ মাংসাদির শীত কি ফান্ট প্রস্তুত করিতে হইলে ঐ মাংসাদি দুই পল অর্থাৎ ১৬ তোলা দেওয়া আবশ্যক ॥ ৪৩ ॥

শীতক্রিয়া মুষ্টিযোগ।

পিত্তজ্বরেণ তপ্তস্য ক্রিয়াং শীতাং সমাচরেৎ। ৪৪।

পিত্তজ্বর পীড়িত ব্যক্তির শীতক্রিয়া করিবেক ॥ ৪৪ ॥

মস্তক প্রলেপ মুষ্টিযোগ।

বিদারী দাড়িমং লোধ্রং কপিত্থং বীজপূরকং।
এভিঃ প্রদিহ্যাৎ মূর্দ্ধানং দৃঢ়দাহার্ত্তস্য দেহিনঃ। ৪৫।

ভূমিকুষ্মাণ্ডরস, দাড়িম রস, লোধ, কৎবেল, বাতাবী লেবুর রস, এই সকল দ্রব্য দ্বারা অত্যন্ত দাহতে কাতর ব্যক্তির মাথায় প্রলেপ দিবেক ॥ ৪৫ ॥

অম্ল পিষ্টাদি মুষ্টিযোগ।

ঘৃতভৃষ্টাম্লপিষ্টাচ ধাত্রী লেপাচ্ছ দাহনুৎ।
বদরীপল্লবোত্থেন ফেনেনারিষ্টকস্য বা। ৪৬।

আমলকী ঘৃতে দ্বারা ভাজিয়া কাজি দ্বারা বাটিয়া মাথায় প্রলেপ দিলে দাহ নাশ করে। এবং কুলের কি নিমের পাতা জল দিয়া চট্‌কাইলে যে ফেন হয় সেই ফেন মস্তকে বসাইলেও দাহ নাশ করে॥ ৪৬॥

কাঁজিবস্ত্র মুষ্টিযোগ।

শীতকাঞ্জিকবস্ত্রাবগুণ্ঠনং দাহ নাশনং। ৪৭।

শীতল কাঁজি দিয়া কাপড় ভিজাইয়ে নিংড়াইয়া ঐ কাপড় গাত্রে দিলে দাহ নাশ করে॥ ৪৭॥

পৌষ্করাদি মুষ্টিযোগ।

পৌষ্করেষু সুশীতেষু পদ্মোৎপলদলেসু চ।
কদলীনাঞ্চ পত্রেষু সূক্ষ্ম বস্ত্রেষু দাহনুৎ। ৪৮।

পদ্মমূল বাটিয়া গায় দিলে, অথবা শীতল পদ্মের কি নালীর পাতা গায় দিলে, কি কলার পাতা গায় দিলে অথবা পরিস্কার পাতলা কাপড় গায় দিলে দাহ নাশ করে॥ ৪৮॥

চন্দন প্রলেপ মুষ্টিযোগ।

শয়নং চন্দনৈঃ শীতৈস্ত্বেবমেক বিধির্মতঃ। ৪৯।

সার চন্দন মেখে শীতল স্থানে শয়ন করিলেও ঐ রূপ দাহ নষ্ট হয়॥ ৪৯॥

লোধ্রাদি পাচন।

লোধ্রোৎপলামৃতাপদ্মসারিবানাং সশর্করঃ।
ক্বাথঃ পিত্তজ্বরং হন্যাদথবা পর্পটকোৎভবঃ। ৫০।

লোধ, নালীর মূল, গুলঞ্চ, পদ্মকাষ্ঠ ও অনন্তমূল, ইহাদের ক্বাথ চিনি প্রক্ষেপ যোগে পিত্তজ্বর বিনাশক হয়। এবং কেবল ক্ষেত্র পর্পটীর ক্বাথ ও চিনি প্রক্ষেপ যোগে পূর্ব্ববৎ গুণকারী। ৫০।

পটোলাদি পাচন।

পটোল যব ধন্যাক মধুকং মধুসংযুতং।
হন্তি পিত্তজ্বরং দাহং তৃষ্ণাঞ্চাপি প্রমাথিনীং। ৫১।

পটোল, যব, ধনে, ও জেষ্ট মধু, ইহার পাচন, মধু প্রক্ষেপে, পিত্তজ্বর, দাহ ও অতি পিপাসা নাশক।৫১।

বিশ্বাদি মুষ্টিযোগ।

বিশ্বাম্বুপর্পটকোশীরঘনচন্দনসাধিতং।
দদ্যাৎ সুশীতলং বারি তৃট্‌ছর্দ্দিজ্বরদাহনুৎ। ৫২।

শুঁট, বালা, ক্ষেত্রপর্পটী, বেনার মুল, মুথা, রক্তচন্দন, এই সকল দ্রব্য দিয়া জল সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধাবিশিষ্ট সেই জল উত্তমরূপে শীতল করিয়া পান করিলে তৃষ্ণা, ছর্দ্দি, জ্বর, দাহ উপশম করে। ৫২।

জল তপ্ত করিবার প্রমাণ পরিভাষা ও তাহার গুণ।

পাদহীনন্তু বাতঘ্নমর্দ্ধহীনন্তু পিত্তনুৎ।
কফঘ্নং পাদ ভাগস্থং পানীয়ং লঘুদীপনং। ৫৩।

চারিভাগের একভাগ ক্ষয় করিয়া তিন ভাগ রাখিলে সেইজল বাতঘ্ন হয়। আর অর্দ্ধেক অবশিষ্ট জল পিত্ত উপশম করে। এবং এক পোয়া অবশিষ্ট যে জল তাহাতে কফ নাশ করে এই এই প্রকারে তপ্তজল শীতল করিলে লঘু ও পরিপাক জনক হয়। ৫৩।

দুরালভাদি মুষ্টিযোগ।

দুরালভা-পর্পটক-প্রিয়ঙ্গু-ভূনিম্ব-বাসা-কটুরোহিণীনাং।
জলং পিবেৎ শর্করয়াবগাঢ়ং তৃষ্ণাস্রপিত্তজ্বরদাহযুক্তঃ। ৫৪।

দুরালভা, ক্ষেত্রপর্পটী, পিয়ঙ্গু, চিরতা, বাসকের মূলের ছাল, আর কট্‌কী, এই সকল দ্রব্য পাটায় থেঁতড়িয়া জলে ভিজাইয়া সেই জল ইক্ষু চিনি দ্বারা বিলক্ষণ গাঢ় করিয়া পান করিলে তৃষ্ণা, রক্তবমনাদি, পিত্তজ্বর ও দাহ শান্তি করিবেক। ৫৪।

দ্রাক্ষাদি পাচন।

দ্রাক্ষাভয়াপর্পটকাম্বুতিক্তাক্কাথং সসম্পাকফলং বিদদ্যাৎ।
প্রলাপ মূর্চ্ছা ভ্রমদাহ শোষ তৃষ্ণান্বিতে পিত্তভবে জ্বরে তু।৫৫।

কিস্‌মিস্‌, হরিতকী, ক্ষেত্রপর্পটী, বালা, কট্‌কী এই সমস্ত দ্রব্যের পাচন, পাকা অভাবে কাঁচা বাতাবী লেবুর রস প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে প্রলাপ, মূর্চ্ছা, ভ্রম, দাহ, মুখাদি শোষ, তৃষ্ণা, ও পিত্তজ্বর উপশম করে। ৫৫।

কলিঙ্গাদি পাচন।

কলিঙ্গং কটফলং মুস্তং পাঠা, কটুকরোহিণী,
পক্কং সশর্করং পীতং পাচনং পৈত্তিকে জ্বরে। ৫৬।

ইন্দ্রযব, কট্ফল, মুথা আকনিধি, কট্কী, ইহাদের পাচন চিনি প্রক্ষেপ যোগে পৈত্তিক জ্বর শান্তিকারক হয়।৫৬।

পর্পটকাদি পাচন।

পর্পটামৃতধাত্রীণাং ক্কাথঃ পিত্তজ্বরং জরেৎ। ৫৭।

ক্ষেত্রপর্পটী, গুলঞ্চ, ও আমলকীর পাচন পিত্তজ্বর শান্তিকারক। ৫৭।

অপর দ্রাক্ষাদি।

দ্রাক্ষারকবধয়োশ্চাপি কাশ্মর্য্যস্যাথবা পুনঃ। ৫৮।

কিস্মিস্, শোনালি গাঁছের মূলের ছাল, গাম্ভারীর ফল, ইহাদিগের পাচনও পূর্ব্ববৎ। ৫৮।

লাজতর্পণ মুষ্টিযোগ।

দাহবম্যর্দ্দিতং ক্ষামং নিরন্নং তৃষ্ণয়ান্বিতং।
শর্করা-মধু-সংযুক্তং পায়য়েল্লাজতর্পণং। ৫৯।

দাহ কি বমি পীড়ায় কাতর, কি অরুচি যুক্ত, কি পিপাসা যুক্তকে খৈয়ের গুঁড়া, চিনি ও মধু দিয়া বেশ করিয়া মেখে খেতে দিবেক। ৫৯।

দাহবারক মুষ্টিযোগ।

অম্লপিষ্টৈঃ সুশীতৈর্বা পলাসতরুজৈর্দিহেৎ। ৬০।

কাঁজি অভাবে সুশীতল জলদ্বারা পলাসের পাতা বাটিয়া মস্তকে প্রলেপ দিলে দাহ নাশ করে। ৬০।

দাহনিবারক মুষ্টিযোগ।

কালেয়-চন্দনানন্তা-যষ্টী-বদর-কাঞ্জিকৈঃ।
সঘৃতৈঃ স্যাচ্ছিরোলেপঃ তৃষ্ণাদাহার্ত্তিশান্তয়ে। ৬১।

কালেখোঁড়া বা কালেওকড়া, চন্দন, অনন্তমূল, যষ্টী-মধু ও কুলের পাতা, ঘৃত ও কাঁজি দিয়া বাটিয়া মাথায় প্রলেপ দিলে দাহ ও তৃষ্ণা শান্ত হয়। ৬১।

দাহনিবারক মুষ্টিযোগ।

উত্তানসুপ্তস্য গভীরতাম্রকাংস্যাদিপাত্রং প্রণিধায় নাভৌ।
তত্রাম্বুধারাবহুলং পতন্তী নিহন্তি দাহং ত্বরিতং সুশীতং। ৬২।

রোগী ব্যক্তিকে চীতকরে শয়ন করাইয়া নাভি উপরে কোন গভীর তাম্র কিম্বা কাংস্য পাত্র রাখিয়া ঐ বাটীর উপরে শীতলজল খুব অনেক্ষণ ধারানি করিলে অতি শীঘ্র দাহ নষ্ট করে ও শীতল করে। ৬২।

শোষ নিবারক মুষ্টিযোগ॥

কেশরং মাতুলঙ্গস্য মধুসৈন্ধবসংযুতং।
জিহ্বা-তালু-গল-ক্লোম-শোষে মূর্দ্ধ্নি তু দাপয়েৎ। ৬৩।

বাতাবী লেবুর রোয়া, মধু ও সৈন্ধব দিয়া বাটিয়া মস্তকে প্রলেপ দিলে জিহ্বা, তালু, গলাও ক্লোমের, শোষ নিবৃত্তি হয়॥ ৬৩॥

পিপাসা বারক মুষ্টিযোগ॥

বারি শীতং মধুযুতমাকণ্ঠাদ্বা পিপাসিতং
পায়য়েৎ বাময়েৎ চাপি তেন তৃষ্ণা প্রণাশ্যতি। ৬৪।

জেষ্টমধু বাটিয়া বিলক্ষণ শীতল জলে মিশ্রিত করিয়া ছাকিয়া সেই জল পিপাসাতুর রোগীকে যত খেতে চায় খাওয়াইয়া দিয়া আবার বমন করাইয়া দিলে পিপাসা তখনি শান্ত হয় ॥ ৬৪ ॥

ইতি তরুণ পিত্তজ্বর নিদানাদি ॥

অতঃপর শ্লৈষ্মিক জ্বর নিদানাদি।

শ্লৈষ্মিক জ্বর লক্ষণ ॥

স্তৈমিত্যং স্তিমিতো বেগ আলস্যং মধুরাস্যতা।
শুক্লমূত্রপুরীষত্বং স্তম্ভস্তৃপ্তিরথাপি চ।
গৌরবং শীতমুৎক্লেদো রোমহর্ষোঽতিনিদ্রতা।
প্রতিস্যায়োঽরুচিঃ কাসঃ কফজেঽক্ষ্ণোশ্চ শুক্লতা। ৬৫।

শরীরের স্তব্ধভাব অর্থাৎ বোধ হয় যেন আর্দ্র বস্ত্রদ্বারা সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছন্ন করা, সন্তাপের বেগ মান্দ্য হয়, শক্তি থেকেও কোন কর্ম্মাদি করিতে অনুৎসাহ হয়, মুখমিষ্ট বোধ হয়, মূত্র ও বিষ্ঠার বর্ণ শুক্ল হয়, অধিক বাক্য কথনে অনিচ্ছা জন্মায়, বোধ হয় যেন এই মাত্র আহার করিলাম, গাত্র ভার বোধ হয়, শীত বোধ হয়, গা নেকার২ করে, রোম হর্ষ হয়, অতি নিদ্রা হয়, নাসিকাদি হইতে জল ঝরে, অন্নাদিতে অনিচ্ছা, গলা খুস খুসনি হয়, চক্ষু সাদা সাদা দেখায় ॥ ৬৫ ॥

কফ জ্বরে এই সমস্ত লক্ষণ মধ্যে কোন২ লক্ষণ প্রকাশ হয়; কোন স্থানে বা সমস্ত লক্ষণই প্রকাশ পাইতেও পারে।

অতঃপর তরুণ কফজ্বরের পথ্যাপথ্য ও পাচন ঔষধি ব্যবস্থা।

পথ্যাপথ্য পূর্ব্ববৎ।

পাচন আদি ব্যবস্থা।

সিন্ধুবারাদি পাচন।

সিন্ধুবার দলক্কাথঃ কফজে দোষশোণিতঃ।
জঙ্ঘয়োশ্চ বলে ক্ষীণে কর্ণে বাপি হিতে পিবেৎ।৬৬।

নিসিন্দার পাতার পাচন, পেঁপুলের গুড়া প্রক্ষেপে। কফজজ্বর, ও তজ্জন্য হাঁটুর দুর্বলতা, কর্ণশ্রুতি মান্দ্য ভাব শান্তি করে। ৬৬।

চাতুর্ভদ্রাবলেহ।

কটফলং পৌষ্করং শৃঙ্গী কৃষ্ণাচ মধুনা সহ।
কাসশ্বাস জ্বর হরঃ শ্রেষ্ঠোলেহঃ কফান্তকৃৎ। ৬৭।

কটফল, কুড়, কাঁকড়াশৃঙ্গী ও পিপ্পলী, এই কয় দ্রব্য চূর্ণ করিয়া মধুদ্বারা অবলেহ করিতে হয়, সেই অবলেহ কাস, শ্বাস, কফজ্বর ও কফ উপশমের মহৌষধ। ৬৭।

পুষ্কর মূলাভাবে পরিভাষা।

অভাবে পৌষ্করে মূলে কুষ্ঠং সর্ব্বত্র গৃহ্যতে। ৬৮।

পৌষ্কর পাওয়া না গেলে কুড় দিবেক। সর্ব্বত্র এই নিয়ম। ৬৮।

অবলেহ দ্রব্য পরিমাণ পরিভাষা।

কর্ষং চূর্ণস্য কল্কস্য গুড়িকানাঞ্চ সর্ব্বশঃ।
দ্রবশুক্ত্যা স লেঢ়ব্যঃ পতুঃপ্রস্থ চতুর্দ্রবৈঃ। ৬৯।

অবলেহ করিতে চূর্ণ কি কল্ক দ্রব্যের দুই তোলা বটী, গুড়িকা প্রভৃতি ঔষধের সমস্ত, লইয়া দ্রবদ্রব্য চারি তোলা দিতে হয় এবং পান করিতে হইলে দ্রবদ্রব্য ঐ ঐ দ্রব্যের চারি গুণ অধিক দিতে হয়। ৬৯।

অবলেহ ব্যাবহারের কালনির্ণয়।

ঊর্দ্ধজত্রুগরোগঘ্নী সায়ং স্যাদবলেহিকা। ৭০।

স্কন্দের ঊর্দ্ধভাগে যে কোন রোগ অর্থাৎ কাশ, হিক্কা প্রভৃতি উপশম জন্য সায়ং কালেই অবলেহ ব্যবহার প্রশস্ত। ৭০।

ক্ষৌদ্রোপকুল্যা অবলেহঃ।

ক্ষৌদ্রোপকুল্যা সংযোগঃ শ্বাস কাশ জ্বরাপহঃ।
প্লীহানাং হন্তি হিক্কাচ বালানাঞ্চ প্রশস্যতে। ৭১।

মধু আর পেঁপুলের গুঁড়ার অবলেহ, শ্বাস, কাস, ও কফ জ্বর শান্তি করে। এবং প্লীহা ও হিক্কা প্রতিকার করে। বিশেষ বালকদের পক্ষে বড় প্রশস্ত। ৭১।

পিপ্পল্যাদিগণ পাচন।

পিপ্পল্যাদিগণ ক্বাথঃ পাচনঃ কফজে জ্বরে। ৭২।

কফজজ্বরে অজীর্ণ থাকিলে পিপ্পল্যাদিগণের ক্বাথ ঐ জ্বর শান্তি ও পরিপাক জনক হয়। ৭২।

পিপ্পল্যাদিগণ।

পিপ্পলী পিপ্পলীমূলং চব্য চিত্রক নাগরং।
মরিচৈলাজমোদেন্দ্র পাঠা রেণুক জীরকং।

ভার্গী মহানিম্বফলং হিঙ্গু রোহিণী সর্ষপং।
বিড়ঙ্গাতি বিষা মূর্ব্বা পিপ্পল্যাদি মুদাহৃতা। ৭৩।

পেঁপুল, পেঁপুলের মূল, চুঁই; রক্তচিতা, শুঁট মরিচ, বড় এলাজ, যমানি, আকনিধি, রেণুক, শ্বেতজীরা, বামনহাটী, বকয়ান কাষ্ঠের ফল, হিঙ্গু, কটকী, শ্বেতশর্ষা, বিড়ঙ্গ, আত-ইষ, ও সুঁচমুখী, পিপ্পল্যাদিগণ বলিলে এই সমস্ত দ্রব্য বুঝায়। ৭৩।

মাতুলঙ্গাদি পাচন।

মাতুলঙ্গ শিফা, বিশ্ব ব্রাহ্মী, গ্রন্থিক, সম্ভবং।
পাচনং সযবক্ষারং কফজ্বরবিনাশনং। ৭৪।

বাতাবীলেবুর শিকড়, শুঁট, ব্রাহ্মী শাক ও পেঁপুলের মূল, এই সমস্ত দ্রব্যের পাচন যবক্ষার প্রক্ষেপে কফজ্বর নাশক। ৭৪।

আমলক্যাদি পাচন।

আমলক্যাভয়া কৃষ্ণা চিত্রকশ্চেত্যয়ং গণঃ।
সর্ব্বজ্বরকফাতঙ্কভেদী দীপন পাচনঃ। ৭৫।

আমলকী, হরিতকী, পিপ্‌পলী ও রক্তচিতা, এই কয় দ্রব্যের পাঁচন সর্ব্বপ্রকার বিশেষ কফজ্বর নাশক, ও পরিপাক জনক এবং অগ্নিশুদ্ধিকারী হয়। ৭৫।

বিল্বাদি পাচন।

বিল্ব বিশ্বামৃতা দারু শঠী ভূনিম্ব পৌষ্করং
পিপ্পলী বৃহতি চেতি ক্বাথোহন্তি কফজ্বরং। ৭৬।

বেলশুঁট, শুঁট, গুড়ঞ্চ, দেবদারু, শঠী, চিরতা, কুড়, পেঁপুল ও বেগুড়, ইহাদের পাচন কফজ্বর নাশক। ৭৬।

ত্রিফলাদি পাচন।

ত্রিফলা পটোল বাসা ছিন্নরুহা তিক্তরোহিণী ষড় গ্রন্থা।
মধুনা শ্লেষ্ম সমুত্থে দশমূলী বাসকস্য বা ক্বাথঃ। ৭৭।

ত্রিফলা পটোলের ডাঁটা, বাসক মূলের ছাল, গুড়ঞ্চ, কটকী ও বচ, এই সকল দ্রব্যের পাচন মধু প্রক্ষেপে এবং দশমূল পাচনের সমস্ত বকাল ও বাসকের মুলযোগে ইহার পাঁচনে কফজ্বর হরণ করে।৭৭।

মুস্তাদি পাচন।

মুস্তং বৎসকবীজঞ্চ ত্রিফলা কটু রোহিণী।
পরুষকানিচ ক্বাথঃ কফজ্বর বিনাশনঃ। ৭৮।

মুথা, ইন্দ্রযব, ত্রিফলা, কটকী ও ফল্‌সা ইহাদের পাচন কফজ্বর নাশক। ৭৮। ইতি কফজ্বর॥

বাতপিত্তজ্বর লক্ষণ।

তৃষ্ণা মূর্চ্ছা ভ্রমো দাহঃ স্বপ্ননাশঃ শিরোরুজা
কণ্ঠাস্যশোষো বমথু রোমহর্ষারুচিস্তমঃ।
পর্ব্বভেদশ্চ জৃম্ভা চ বাতপিত্তজ্বরাকৃতি। ৭৯।

পিপাসা, চৈতন্যরহিতভাব, ভ্রান্তি, গাত্রজ্বালা, অনিদ্রা, মাথা বেদনা, কণ্ঠশোষ, মুখশোষ, বমন, রোমহর্ষ, অরুচি, অন্ধকার দর্শন, হস্তপদাদির সন্ধিস্থল সকল কামড়ান ও হাই

উঠা। বাতপৈত্তিকজ্বরে এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইতে পারে। ৭৯।

এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ না হইলেই যে তাহাকে বাতপৈত্তিক জ্বর বলা যায় না এ কথার এরূপ ভাব নহে। ভাব এই যে উক্ত লক্ষণ সকলের মধ্যে কোন কোন লক্ষণ, কিম্বা স্থানবিশেষে সমস্তই বা প্রকাশ হইলে সেইজ্বরকে বাতপিত্তজ্বর বলিয়া স্থিরকরা যাইবেক। সর্ব্বত্রেতেই এই ভাব। বাতিক জ্বর ও পিত্তজ্বরের পৃথক যে সমস্ত লক্ষণ বলাগিয়াছে এই বাতপৈত্তিক লক্ষণে সেই সকল পৃথক লক্ষণ থাকিতে পারে, এখানে কেবল উভয়ের যোগেতে যে অতিরিক্ত লক্ষণ সম্ভব, তাহাই বলা গেল। পৃথকজ্বরের যে লক্ষণ উক্ত আছে তাহার অতিরিক্ত অপর যেস্থলে যে যে লক্ষণের সম্ভব হইতে পারে দ্বন্দ্বজ ও সন্নিপাত লক্ষণে কেবল সেই সেই লক্ষণ উক্ত হইয়াছে। ইতি।

পথ্যাপথ্য পূর্ব্ববৎ।

ঔষধ ব্যবহার ব্যবস্থা।

বাতপিত্তজ্বরে দেয়মৌষধং পঞ্চমে দিনে।
পিত্তশ্লেষ্মনি সপ্তাহে কফবাতে ততঃ পরং। ৮০।

বাতপৈত্তিকজ্বরে পাঁচদিনের মধ্যে ঔষধ দেওয়া অনুচিত, পিত্তশ্লেষ্ম জ্বরে সপ্তাহ মধ্যে ও কফবাত জ্বরে অষ্টাহ মধ্যে ঔষধ প্রয়োগ অবিধেয়। ফল; বটিকাদি প্রধান ঔষধ

দেওয়াই বিরুদ্ধ নচেৎ অপ্রধান পাচনাদি দেয়ার নিষেধ নহে। ৮০।

বাতপিত্তজ্বরের ঔষধ ব্যবস্থা।

মুষ্টিযোগ।

দাড়িমামল-মুদ্গানাং যূষস্তু নিলপিত্তজে।
তর্পণং লাজপেয়াং বা দদ্যাৎ সক্ষৌদ্রশর্করাং। ৮১।

বাতপিত্তজ্বরে পাকা দাড়িমের রস, আমলকীর রস, এবং মুগের যূষ অথবা লাজতর্পণ কিম্বা কিঞ্চিৎ মধু ও চিনি যোগ দিয়া লাজমণ্ড দিবেক। ৮১।

যূষ অর্থ পরিভাষা।

অষ্টাদশ গুণে তোয়ে রন্ধং যুষমভাষত।
চতুর্দ্দশগুণে সাধ্যঃ যূষঃ সার্ঙ্গধরেরিতঃ। ৮২।

কোন দ্রব্য আঠার গুণ জলদিয়া পাক করিলে যূষ হয়। কিন্তু সার্ঙ্গধর নামক গ্রন্থে কথিত আছে যে চৌদ্দগুণ জলে যূষ প্রস্তুত হয়। ৮২।

তর্পণ অর্থ পরিভাষা।

দ্রাক্ষা-দাড়িম-খর্জ্জুর-মাধ্বিক-শর্করাযুতং
সলাজচূর্ণমধুকং তর্পণং সমুদাহৃতং। ৮৩।

কিস্‌মিস্‌, দাড়িমরস, পিণ্ডী খাজুর, মধু, চিনি ও জেষ্ঠমধু. এই এই দ্রব্য যুক্ত খৈর গুঁড়াকে তর্পণ বলে। ৮৩।

নবাঙ্গ পাচন।

বিশ্বামৃতাব্দ ভূনিম্বঃ পঞ্চমূলী সমন্বিতৈঃ কৃতঃ
কষায়ো হন্ত্যাশু বাতপিত্তোৎভবং জ্বরং। ৮৩।

শুট্, গুড়ঞ্চ, মুথা, চিরতা, ও পঞ্চমূল এই সকল দ্রব্যের পাচন বাতপিত্তজ্বর নাশ করে। ৮৪।

গুড়ুচ্যাদি পাচন।

গুড়চী নিম্ব ধন্যাকং পদ্মকং রক্ত চন্দনং।
এষ সর্ব্বজ্বরং হন্তি গুড়ূচ্যাদিস্তুদীপনং।
হৃল্লাসারোচকছর্দ্দিপিপাসা দাহ নাশনঃ।
দাহে তৃষি মধুক্ষেপ চন্দনে কটুকী মতা।
বদ্ধ কোষ্টেতি বান্তৌ চ পদ্মকে মধুষষ্টিকা। ৮৫।

গুড়ঞ্চ, নিম্বছাল, ধনে, পদ্মকাষ্ঠ ও রক্তচন্দন, এই কয় দ্রব্যের পাচন সর্ব্বপ্রকার জ্বর নাশ করে ও অগ্নিকারক হয়। বিশেষ হৃল্লাস, অরুচি, ছর্দ্দি, পিপাসা ও দাহ নাশ করে। ইহার মধ্যে আরো বিবেচনা করা আবশ্যক যে দাহ কি তৃষ্ণা শান্তি জন্য ব্যবহার হইলে মধুপ্রক্ষেপ দেওয়া উচিত। কোষ্ঠ বদ্ধ থাকিলে রক্তচন্দন না দিয়া কট্‌কী দিবেক। এবং বমন করণ স্থলে পদ্মকাষ্ঠ না দিয়া মধুজষ্টিকা দেওয়া উচিত।৮৫।

কিরাতাদি পাচন।

• কিরাততিক্ত মমৃতাং দ্রাক্ষামামলকীং শঠীং নিঃ
ক্বাথ্যপিত্তানিলজ্বে ক্বাথস্তু সগুড়ং পিবেৎ। ৮৬।

চিরতা, গুড়ঞ্চ, কিস্‌মিস্, আমলকী ও শঠী, পাচন করিয়া ইক্ষুগুড় প্রক্ষেপে পান করিলে বাত পিত্তজ্বর শান্ত হয়।৮৫।

পঞ্চ ভদ্র পাচন।

গুড়ূচী পর্পটং মুস্তং কিরাতং বিশ্বভেষজং
বাতপিত্তজ্বরে দেয়ং পঞ্চভদ্রমিদং শুভং॥ ৮৭॥

গুড়ঞ্চ, ক্ষেত্রপর্পটী, মুথা, চিরতা ও শুঁট এই পাঁচ দ্রব্যের পাচন বাতপিত্তজ্বর নাসক। ৮৭।

মধূকাদি মুষ্টিযোগ।

মধূকং সারিবে দ্রাক্ষা মধুকং চন্দনোৎপলং।
কাশ্মরী পদ্মকং লোধ্রং ত্রিফলা পদ্মকেশরং
পরুষকং মৃণালঞ্চ ন্যসেদুত্তম বারিণি।
মধুলাজ শিতাযুক্তং তৎ পীতব্যুষিতং নিশি।
বাতপিত্তজ্বরং দাহং তৃষ্ণা মূর্চ্ছা ভ্রমান জয়েৎ॥ ৮৮।

মৌফল, অনন্তমূল, শ্যামলতা, কিস্‌মিস্‌, জেষ্টমধু, রক্ত চন্দন, নীল নালির মোথা, গাম্ভারীর ফল, পদ্মকাষ্ঠ, লোধ, হরিতকী, আমলকী, বয়ড়া, পদ্মের কেশর,ফলসার ফল, এবং বেনার মূল,এই সকল,মধু খৈ ও চিনি যোগে পান করিলে বাত পিত্ত জ্বর, দাহ, তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা ও ভ্রম শান্তি করে। ৮৮।

ইতি তত্তণ বাত পিত্তজ্বর নিদানাদি।

অতঃপর পিত্তশ্লেষ্মজ্বর নিদানাদি।

লিপ্ত তিক্তাস্যতা তন্দ্রা মোহাঃ কাসোঽরুচিস্তৃষা।
মুহুর্দাহো মুহুঃশীতং পিত্তশ্লেষ্মা জ্বরাকৃতি। ৮৯।

মুখ আটা আটা ও তিক্ত বোধ, ঘুমের আবেশ, চৈতন্য রহিত ভাব, কাস, অরুচি, তৃষ্ণা ও ক্ষণে দাহ ও ক্ষণে শীত বোধ এই সমস্তকে পিত্তশ্লেষ্মার জ্বরের লক্ষণ বলা যায়। ৮৯।

পথ্য।

স্থল বিশেষে বমন, লঙ্ঘন, কটু তিক্ত রস পান, আর২ স্থলবিশেষে বিবেচ্য।

কফপিত্তে দ্রবে ধাতু সহেতে লঙ্ঘনং মহৎ।
বায়ু রসক্ষয়াদূর্দ্ধাৎ ক্ষণং ন সহতে পুনঃ। ৯০।

কফ এবং পিত্ত ইহারা উভয়েই দ্রব ধাতু এ জন্য বিশেষ লঙ্ঘন সহ্য করিতে পারে কিন্তু বায়ু, রসক্ষয় হইলে আর ক্ষণমাত্র ও লঙ্ঘন সহ্য করিতে পারে না। ৯০।

অপথ্য তরুণ বায়ু-জ্বরবৎ।

শর্করাদি মুষ্টিযোগ।

সশর্করামক্ষমাত্রাং কটুকামুষ্ণবারিণা।
পিত্বা জ্বরং জয়েৎ জন্তুঃ কফপিত্তসমুদ্ভবং। ৯১।

দুই তোলা কটকী আধ তোলা ইক্ষুচিনি যোগে উষ্ণ জল দিয়া পান করিলে কফ পিত্তজ্বর নাশ করে। ৯১।

অক্ষ পরিমাণ প্রমাণ পরিভাষা।

তোল দ্বয়েন কর্ষঃস্যাৎ পিচুঃ পাণিতল স্তথা
উড়ুম্বরস্তথাঽক্ষশ্চ সুবর্ণকরড়গ্রহৌ
তিন্দুকো হংশ পাদশ্চ বিড়ালপদ এবচ। ৯২।

দুই তোলা পরিমাণকে কর্ষ, পিচু, পানিতল, উড়ুম্বর, অক্ষ, সুবর্ণ, কবড়গ্রহ, তিন্দুক, হংশপাদ, এবং বিড়ালপাদ বলে। ৯২।

বাসকাদি মুষ্টিযোগ।

সপত্রপুষ্পবাসায়াঃ রসঃ ক্ষৌদ্রসিতাযুতঃ।
কফপিত্তজ্বরং হন্তি সাস্রপিত্তং সকামলং। ৯৩।

বাসকের পাতা, ও ফুলের স্বরস মধু ও ইক্ষুচিনি যোগে পান করিলে কফপিত্তজ্বর রক্তপিত্ত ও কামলা উপশম হয়। ৯৩।

কণ্টকার্য্যাদি পাচন।

কণ্টকার্যা মৃতা ভার্গী নাগরেন্দ্রযবাসকং।
ভূনিম্বং চন্দনং মুস্তং পটোলং কটুরোহিণী।
কষায়ং পায়য়েদেতৎ পিত্তশ্লেষ্মা জ্বরাপহং।
দাহতৃষ্ণারুচিছর্দ্দিকাসহৃৎপার্শ্বশূলনুৎ। ৯৪।

কণ্টকারী, গুড়ঞ্চ, বামনহাটী, শুঁট, ইন্দ্রযব, দুরালভা, চিরতা, রক্তচন্দন, মুথা, পটোলপাতা, ও কট্কী, এই সকল দ্রব্যের পাচন পিত্তশ্লেষ্মাজ্বর, দাহ, তৃষ্ণা, অরুচি, ছর্দ্দি, কাস ও বুক পিটবেদনা নাশ করে। ৯৪।

ধান্য পটোলাদি পাচন।

দীপনং কফবিচ্ছেদী বাতপিত্তানুলোমনং।
জ্বরঘ্নং পাচনং ভেদী শৃতং ধান্য পটোলয়োঃ।
বিড্‌বিন্ধে যবক্ষারং তৃড়্‌দাহেতু মধুক্ষিপেৎ। ৯৫।

ধনে আর পটোলমূলের পাচন অগ্নিশুদ্ধিকরে, কফ সরলকরে ও বাতপিত্তের বক্রতা নষ্ট করে, এবং জ্বরঘ্ন, পরিপাক জনক ও ভেদক হয়। ভেদ করান স্থলে যবক্ষার প্রক্ষেপ, ও দাহ কি তৃষ্ণা প্রশমন উদ্দেশ্য স্থলে মধু, প্রক্ষেপ দেয়া উচিত। ৯৫।

অমৃতাষ্টক পাচন।

গুড়ুচীন্দ্রযবারিষ্ট পটোলং কটু রোহিণী।
নাগরং চন্দনং মুস্তং পিপ্পলী চূর্ণ সংযুতং।
অমৃতাস্টক ইত্যেষঃ পিত্তশ্লেষ্মা জ্বরাপহঃ।
হৃল্লাসারোচকছর্দ্দি-পিপাসা-দাহ-নাশনঃ। ৯৬।

গুড়ঞ্চ, ইন্দ্রযব, নিম্বছাল, পটোলের পাতা ও ডাঁটা, কটকী, শুঁট, রক্তচন্দন ও মুথা, এই অমৃতাষ্টক পাচন, পিত্তশ্লেষ্মাজ্বর, উপস্থিতবমন, অরুচি, ছর্দ্দি, পিপাসা ও দাহ নষ্ট করে। ৯৬।

পটোলাদি পাচন।

পটোলং পিচুমর্দ্দশ্চ ত্রিফলা মধুকং বলা।
সাধিতো যঃ কষায়ঃস্যাৎ পিত্তশ্লেষ্মোৎভবে জ্বরে। ৯৭।

পটোলের ডাঁটা, ও পাতা, নিম্বছাল, হরীতকী, বয়ড়া, আমলকী, জেষ্ঠমধু ও বাড়েলা, এই কয় দ্রব্যের পাচন, পিত্তশ্লেষ্মাজ্বর উপশম করে। ৯৭।

অপর পটোলাদি।

পটোল যব ধন্যাকং মুদ্গামলক চন্দনং পৈত্তিকে
শ্লেষ্মপিত্তোত্থে তৃট্‌ছর্দ্দিদাহনুৎ ভবেৎ। ৯৮।

পটোলের পাতা ও ডাঁটা, যব, ধনে মুগকলাই, আমলকীও রক্তচন্দন এই কয় দ্রব্যের পাচন পৈত্তিকজ্বরে ও পিত্তশ্লেষ্মা-জ্বরে তৃষ্ণা, ছর্দ্দি, ও দাহ নাশক হয়। ৯৮।

অপর ও পটোলাদি।

পটোলং চন্দনং মূর্ব্বা তিক্তা পাঠা মৃতাগণঃ।
পিত্তশ্লেষ্মাহরুচিছর্দ্দিজ্বরকণ্ডূবিষাপহঃ। ৯৯।

পটোলের পাতা ও ডাঁটা, রক্তচন্দন, শুঁচমুখী, কট্‌কী, আকনিধি, এবং পূর্ব্বোক্ত অমৃতাষ্ঠক পাচনের যে আট দ্রব্য তাহা এই সকল দ্রব্যের পাচন পিত্তশ্লেষ্মাজ্বর, অরুচি, ছর্দ্দি, ও চুলকনা নাশ করে। ৯৯।

চতুর্ভদ্র ও পাঠাসপ্তক।

কিরাতং নাগরং মুস্তং গুড়ূচীঞ্চ কফাধিকে।
পাঠোদীচ্য মৃণালৈস্তু সহ পিত্তাধিকে পিবেৎ। ১০০।

পিত্তশ্লেষ্মাজ্বরে কফ বলবৎ হইলে চিরতা, শুঁট, মুথা ও গুড়ঞ্চ দিয়া পাচন দিবে, এবং পিত্তাধিক্যস্থলে আকনিধি, বালা, পদ্মের মৃনাল এই তিন যোগ দিবে। ১০০।

বাতশ্লেষ্মাজ্বর নিদানাদি।

স্তৈমিত্যং পর্ব্বণাস্তোদো নিদ্রা গৌরব এবচ।
শিরোগ্রহঃ প্রতিশ্যায়ঃ কাসঃ স্বেদাপ্রবর্ত্তনং।
সন্তাপো মধ্যবেগশ্চ বাতশ্লেষ্মা জ্বরাকৃতি। ১০১।

স্তিমিতভাব, সন্ধিস্থল সকল কামড়ান, নিদ্রা বাহুল্য, মাথা কামড়ান, নাসিকায় জল ঝরা, কাসি হয়, অল্প অল্প ঘর্ম্ম হয়, মধ্যবেগের সন্তাপ, বাতশ্লেষ্মজ্বরে এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। ১০১।

পথ্য।

বমন, লঙ্ঘন, স্বেদ, কটু তিক্তরস সেবন, ও পাচনাদি।

অপথ্য।

তরুণ বাতিকজ্বরে উক্তবৎ।

তরুণ বাতশ্লেষ্মজ্বরের পাচনাদি ব্যবস্থা।

বাতশ্লেষ্ম জ্বরে স্বেদান কারয়েৎরুক্ষনির্ম্মিতান।
স্রোতসাং মার্দ্দবং কৃত্বা নীত্বা পাবকমাশয়ং
হৃত্বা বাত কফস্তম্ভং স্বেদঃ জ্বরমপোহতি। ১০২।

রুক্ষ দ্রব্যের স্বেদ দিবেক, স্বেদ দিলে শিরা সকল নরম হয়ে কোষ্ঠাগ্নি যথাস্থানে আসে এবং ক্রমে শরীরের স্তিমিত ভাব নষ্ট হয় ও জ্বর ও সেই সঙ্গে উপশম হয়। ১০২।

অপর স্বেদ।

খর্পর ভৃষ্ট পটস্থিত কাঞ্জিক সিক্ত বালুকা স্বেদঃ।
শময়তি বাত কফাময় মস্তক শূলাঙ্গ ভঙ্গাদীন। ১০৩।

খোলায় বালি ভেজেনিয়ে কাঁজি মেখে সেই বালি কাপড়ের পোঁটলায় করে তাহাদ্বারা বেদনাস্থানে স্বেদদিলে বাতশ্লেষ্মরোগ, মাথা ও গা হাত পা কামড়ান, নিবৃত্তি হয়। ১০৩।

পঞ্চ কোল পাচন।

পিপ্পলী পিপ্পলীমূলং চব্যচিত্রকনাগবং।
দীপনীয়ঃ শৃতোবর্গঃ কফানিল গদাপহঃ। ১০৪।

পেঁপুল, ও পেঁপুলের মুল, চুঁই, রক্তচিতা, শুঁট, এই দ্রব্যবর্গের পাঁচন বাতশ্লেষ্মজ্বর শান্তি করে। ১০৪।

ক্ষুদ্রাদি পাচন।

ক্ষুদ্রামৃতা নাগর পুষ্করাহ্বয়ৈঃ কৃতঃ কষায়ঃ
কফ মারুতোৎভবে, সশ্বাস কাসারুচি,
পার্শ্ব রুক্ জ্বরে ত্রিদোষ প্রভবে চ শশ্যতে। ১০৫।

কণ্টিকারী, গুড়ঞ্চ, শুঁট, ও কুড়, এই সব দ্রব্যের পাচন শ্বাস, কাস, অরুচি, পার্শ্ববেদনাযুক্ত বাতশ্লেষ্মজ্বরে প্রশস্ত এবং ঐরূপ, ত্রিদোষজ জ্বরেতেও প্রশস্ত হয়। ১০৫।

পিপ্পল্যাদি মুষ্টিযোগ।

পিপ্পলীভিঃ শৃতং তোয়ং মলাভিষ্যন্দি দীপনং।
বাতশ্লেষ্ম বিকারঘ্নং প্লীহাজ্বরবিনাশনং। ১০৬।

ঐ পঞ্চ কোল পাচনের বকালে পেঁপুল যোগ দিয়া তাহার পাচন রেচনকারী, অগ্নি শুদ্ধিকারী, বাতশ্লেষ্মবিকার নাশকারী ও প্লীহা জ্বর শান্ত কারী। ১০৬।

দশ মূল পাচন।

দশমূলরসঃ পেয়ঃ কণাযুক্তঃ কফানিলে।
অবিপাকেঽতি নিদ্রায়াং পার্শ্বরুক্‌শ্বাস কাসকে। ১০৭।

বিল্বমূল, ও সোনা, গাম্ভারী, পারুলী, গণিরী, শাল পান, চাকুলে, কণ্টিকারী, বৃহতি, গোক্ষুরা, এই সকল গাছের মুল অভাবে ছালের পাচন অগ্নিমান্দ্য, অতি নিদ্রা, পার্শ্ব-বেদনা, শ্বাস, ও কাসযুক্ত বাতশ্লেষ্মজ্বর উপশমকারী, ইহাতে পেঁপুলের গুঁড়া প্রক্ষেপ। ১০৭।

মূলাভাবে পরিভাষা প্রমাণ।

মূলাভাবে ত্বচং গ্রাহ্যং। ১০৮।

যে ঔষধাদিতে কোন বৃক্ষাদির মূলের বিধি থাকে সে স্থলে ঐ মূল না পাইলে ছাল গ্রহণ করা রীতি।

মুষ্টিযোগ কবল।

মাতুলুঙ্গফলকেশরো ধৃতঃ সিন্ধুজন্মমরিচান্বিতোমুখে, হন্তি-বাতকফরোগমাস্যগং শোষমাশু জড়তামরোচকং। ১০৯।

বাতাবী লেবুর রোয়া, সৈন্ধব ও মরিচ যোগ দিয়া মুখে রাখিলে কফ, বাতজ্বর জন্য মুখশোষ ও জড়তা এবং অরুচি শান্ত হয়। ১০৯।

আরগ্বধাদি বা আরোগ্য পঞ্চক।

আরগ্বধগ্রন্থিকমুস্ত তিক্তাহরীতকীভিঃ ক্বাথিতঃ কষায়ঃ।
সামে সশূলে কফ বাত যুক্তে জ্বরে হিতো দীপন পাচনশ্চ।১১০

বাতশ্লেষ্মজ্বরে অজীর্ণ দোষে বেদনা থাকিলে সোনালির ফলের আটা পেঁপুলের মূল, মুথা, কট্‌কী, আর হরীতকী এই কয় দ্রব্যের পাচন হিতকারী, অগ্নিশুদ্ধি ও পরিপাক-জনক হয়। ১১০।

মুস্তাদি পাচন।

মুস্তং পর্প্পটকং শুন্ঠী গুড়ূচী স দুরালভা।
কফ বাতারুচিছর্দ্দি দাহ শোষ জ্বরাপহা। ১১১।

মুথা, ক্ষেত্রপর্প্পটী, শুঁট, গুড়ঞ্চ, ও দুরালভা এই দ্রব্য কয়টীর পাচন কফ বাত জ্বর, অরুচি, ছর্দ্দি, দাহ, ও মুখ শোষ নাশ করে। ১১১।

দার্ব্বাদি পাচন।

দারু পর্পট ভার্গ্যব্দ বচা ধন্যাক কটফলৈঃ।
সাভয়াবিশ্ব ভূতীকৈঃ ক্বাথো হিঙ্গু মধুৎকটঃ।
কফবাতজ্বরশ্বাসকাসহিক্কাপ্রমেহনুৎ। ১১২।

দেবদারু, ক্ষেত্রপর্পটী, বামনহাটী, মুথা, বচ, ধনে, কটফল, হরীতকী, শুট ও যমানী, এই সকল দ্রব্যের পাচন, হিং ও মধু প্রক্ষেপ দিয়া অতিতীব্র আঘ্রাণ লাগিলে, তাহা পানে কফবাতজ্বর, স্বাস; কাস, হিক্কা ও প্রমেহ নাশ হয়।১১২।

হিং-আদি প্রক্ষেপ প্রমাণ পরিভাষা।

মাত্রা ক্ষৌদ্র ঘৃতাদীনাং স্নেহে ক্কাথে চ চূর্ণবৎ।
মাষিকং হিঙ্গুসিন্ধুত্থং জরণাদেস্তু শানিকা। ১১৩।

এখানে সামান্য পাচন অতিরিক্ত কোন ক্কাথে কি তৈলাদিতে মধু কি ঘৃতাদির প্রক্ষেপ মাত্রা চূর্ণবৎ অর্থাৎ দুই তোলা। ও হিং এবং সৈন্ধবাদির প্রক্ষেপ পরিমাণ মাষিক অর্থাৎ ১০ রতি অপর জারক দ্রব্যের প্রক্ষেপ মাত্রা শানিক অর্থাৎ ৪০ রতি হিং, সৈন্ধব ও জারক ইহাদের পরিমাণ অন্য কোন স্থলে বলা হয় নাই অতএব সামান্য পাচনাদিতেও ইহাদের মান এইরূপ। উক্ত পাচনে মধু প্রক্ষেপ সামান্য পাচনের পরিমাণে। ১১৩।

শান ও মাষা পরিভাষা।

গুঞ্জাভিদশভির্মাষা, শানো মাষচতুষ্টয়ং। ১১৪।

দশ রতিতে এক মাষা ও চারিমাষাতে এক শান হয়। ১১৪।

অতঃপর সান্নিপাতিক জ্বরাধিকার।

সান্নিপাতিকজ্বর লক্ষণ।

ক্ষণে দাহঃ ক্ষণে শীতমস্থিসন্ধিশিরোরুজা।
সাস্রাবে কলুষে রক্তে নির্ভুগ্নেচাপি লোচনে।

সস্বনৌ সরুজৌ কর্ণৌ কণ্ঠঃ শূকৈরিবাবৃতঃ।
তন্দ্রা মোহঃ প্রলাপশ্চ কাসঃ শ্বাসোঽরুচিভ্রমঃ।
পরিদগ্ধা খরস্পর্শা জিহ্বা স্রস্তাঙ্গতাপরং।
ষ্ঠীবনং রক্তপিত্তস্য কফেনোন্মিশ্রিতস্য চ।
শিরসো লোঠনং তৃষ্ণা নিদ্রানাশো হৃদি ব্যথা।
স্বেদ মূত্র পুরীষাণাং চিরাদ্দর্শনমল্পশঃ।
কৃশত্বং নাতিগাত্রাণাং প্রততং কণ্ঠকূজনং।
কোঠানাং শ্যাবরক্তানাং মণ্ডলানাঞ্চ দর্শনং।
মূকত্বং স্রোতসাং পাকোগুরুত্বমুদরস্য চ।
চিরাৎ পাকশ্চ দোষাণাং সন্নিপাত জ্বরাকৃতিঃ। ১১৫।

ক্ষণে দাহ, ক্ষণে শীত, অস্থি বেদনা, সন্ধিস্থল সকল ও মস্তকবেদনা, লোচনদ্বয় অশ্রুপূর্ণ, অর্থাৎ জলস্রাব বিশিষ্ট, ও ঘোলাটে অর্থাৎ পাণ্ডুবর্ণ হয়, কাহার বা রক্তবর্ণ হয়, এবং বিস্ফারিত অর্থাৎ ঢাগামত হয়, কাহার বা অন্তঃ-প্রবিষ্ট অর্থাৎ খোরলা হয়, কর্ণদ্বয় মধ্যে স্বন্ স্বন্ শব্দ করে ও কামড়ায়, কণ্ঠে শুয়াপোকার কাঁটা মত বোধ হয়, নিদ্রার আবেশ মত বোধ হয়, জ্ঞানবৈলক্ষণ্য হয়, এলফেল কথা কয়, কাসে, হাঁপায়, আহারে অনিচ্ছা, এককথা বলিতে আর কথা বলে অর্থাৎ ভ্রান্তি হয়, জিহ্বার উপরে হস্ত দিলে কাঁটা ২ বোধ হয় ও কৃষ্ণবর্ণ অর্থাৎ পোড়া দাগমত দেখায়, ইন্দ্রিয় আদি অঙ্গ সকলের শক্তি শিথিল হয়, রক্ত, পিত্ত, কফ মিশ্রিত থুথু ফেলে, মাথা ঘুরায়, পিপাসা হয়, সুনিদ্রা হয় না, বুকে বেদনা হয়, অনেক্ষণ অন্তর অল্প ২ মূত্র, বাহ্যে ও ঘর্ম্ম হয়, শরীর বড় কৃশ হয় না, সর্ব্বদা গলায়

শব্দ হয়, গাত্রে বোল্‌তাদিতে কামড়ালে যেমন চাকা মত হয় শাকের পাতার রং কি শুদ্ধ রাঙা বর্ণের সেইরূপ চাকা ২ বাহির হয়, বড় একটা কথা কয় না, শরীরস্থ নাড়ী সকল পাকপায়ে যায়, পেট ভার থাকে, অনেক কালবিলম্বে শ্লেষ্মাদির পরিপাক হয়। সান্নিপাতিক জ্বরের লক্ষণ এই২ প্রকার। ১১৫।

সন্নিপাতের সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ।

দোষে বিরদ্ধে নষ্টেহগ্নৌ সর্ব্বসম্পূর্ণলক্ষণঃ। সন্নিপাত জ্বরোঽসাধ্যঃ কৃচ্ছ্রসাধ্য স্ততোঽন্যথা। সপ্তমে দিবসে প্রাপ্তে দশমে দ্বাদশেঽপি বা। পুনর্ঘোরতরো ভূত্বা প্রশমং যান্তি হন্তি বা। সপ্তমী দ্বিগুণা চৈব নবম্যেকাদশী তথা। এষা ত্রিদোষমর্য্যাদা মোক্ষায় চ বধায় চ। ১১৬।

পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ সকল সম্পূর্ণ বলবৎ হয়ে দোষ অর্থাৎ বায়ু পিত্ত কফ বদ্ধমুল হয়ে কোষ্ঠাগ্নি একেবারে নষ্ট হয়ে গেলে সন্নিপাতজ্বর চিকিৎসাই হয় না। কি সম্পূর্ণ লক্ষণ না হলে কদাচিৎ কাহার চিকিৎসা হয়। কিন্তু প্রায়ই সাতদিনের দিন, দশদিনের দিন কি বারোদিনের দিন পুনর্ব্বার ঘোরতর বৃদ্ধি হয়ে রোগী মারা যায়। চৌদ্দদিন, আঠারদিন কিম্বা বাইসদিন সন্নিপাতিক রোগের সীমা ইহার মধ্যেই হয় সারে, না হয় মরে। ১১৬।

সন্নিপাত জ্বরে কর্ণশোথের সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ।

সন্নিপাত জ্বরস্যান্তঃ কর্ণমূলে সুদারুণঃ। শোথঃ সংজায়তে তেন কশ্চিদেব প্রমুচ্যতে। অপরঞ্চ। জ্বরস্য পূর্ব্বং জ্বর মধ্য

তোবা জরান্তভোবা শ্রুতিমূলে চ শোথং। ক্রমাৎ অসাধ্যঃ খলু কৃচ্ছ্রসাধ্যঃ সুখেন সাধ্যোমুনয়ো বদন্তি। ১১৭।

সন্নিপাত জ্বরের আরম্ভ হইতে শান্তি পর্য্যন্ত কোন সময় যদি কর্ণমূলে শোথ হয় তবে তাহা হইতে প্রায়ই রোগী মুক্ত হইতে পারে না। তাহার মধ্যে জ্বরের প্রথমাবস্থাতে সোথ হইলে তাহা নিতান্তই অসাধ্য এবং মধ্যাবস্থায় হলে অতিকষ্টে চিকিৎসা হয়। কিন্তু অবসান সময়ে ঐরূপ শোথ অনায়াসে চিকিৎসা হইবার সম্ভব।১১৭।

ত্রয়োদশ সন্নিপাত নির্ণয়।

সিগ্রকতান্ত্রিকচিত্তবিভ্রমকণ্ঠকুব্জয়ঃ। কর্ণিকার জিম্ভগ রুদ্গাহ অন্তকভগ্ননেত্রকং। রক্তষ্ঠীবশীতাঙ্গশ্চ প্রলাপশ্চাভিন্যাসকঃ জ্ঞাতব্যঃ সর্ব্বতো বৈদ্যঃ সন্নিপাতস্ত্রয়োদশঃ। ১১৮।

সিগ্রক, তান্ত্রিক, চিত্তবিভ্রম, কণ্ঠকুব্জ, কর্ণিক, জিম্ভগ, রুদগাহ, অন্তক, ভগ্ননেত্র, রক্তষ্ঠীব, শীতাঙ্গ, প্রলাপ, ও অভিন্যাস, সান্নিপাত জ্বর এই তেরনামে তেরপ্রকার। ১১৮।

ত্রয়োদশ সন্নিপাতের ভোগকাল নির্ণয়।

সিগ্রকে সপ্তরাত্রাণি অন্তকে দশবাসরাঃ। রুদগাহে বিংশতি জ্ঞেয়াস্ত্রিঅষ্টৌচিত্তবিভ্রমে। শীতাঙ্গে দ্বাদশাহানি তান্ত্রিকে দশবাসরাঃ। বিজ্ঞেয়াঃ বাসরাঃ বৈদ্যৈঃ কুণ্ঠকুব্জে ত্রয়োদশঃ। কর্ণিকেচ ত্রয়োমাসাঃ ভগ্ননেত্রে দিনাষ্টকং। রক্তষ্ঠীবে দশাহানি প্রলাপে চ চতুর্দ্দশঃ। জিম্ভগে শোড়শাহানি অভিন্যাসেতু পক্ষকং। বিজ্ঞেয়াঃ বাসরাঃ বৈদ্যৈঃ সন্নিপাতে ত্রয়োদশে। ১১৯।

সিগ্রকের ভোগ কাল সাতরাত্রি পর্য্যন্ত, অন্তকের দশ-

দিন, রুদ্দাহের বিংশতিদিন, চিত্তবিভ্রমের চব্বিশদিন, শীতাঙ্গের বারদিন, তান্ত্রিকের দশদিন, কণ্ঠকুব্জের তের-দিন, কর্ণিকের তিনমাস, ভগ্ননেত্রের আটদিন, রক্তষ্ঠীবের দশদিন, প্রলাপের চৌদ্দদিন, জিহ্মগের ষোলদিন, অভি-ন্যাসের এক পক্ষ অর্থাৎ পোনের দিন। ১১৯।

ত্রয়োদশ সন্নিপাতের পৃথক লক্ষণ।

সিগ্রক সান্নিপাতিকের লক্ষণ।

দশাহানি শ্লেস্মাপূর্ব্বং শূলকাসোঽতি বেদনা।
শোষশ্চ লক্ষণঞ্চৈব সিগ্রকে সন্নিপাতিকে। ১২০।

ইন্দ্রিয় ও পর্ব্বাদির শক্তি নষ্ট হয়, শ্লেষ্মাবলবৎ হয়, কাসিতে লাগিলে বক্ষ পার্শ্বাদিতে অত্যন্ত বেদনা জানায়, অন্যান্য অঙ্গ সকলও অত্যন্ত বেদনা হয় কণ্ঠমুখাদির শোষ জন্মায়, সিগ্রক সান্নিপাতিক জ্বরের লক্ষণ এই। ১২০।

তান্ত্রিক সন্নিপাতের লক্ষণ।

অতিতন্দ্রা জ্বরঃশ্বাসো নিদ্রাম্নায়ে তৃষা ভবেৎ।
শূলকণ্ঠঃ সিতশ্যাব জিহ্বা কণ্ঠে চ কূজতি।
শ্রুতিরল্পা কফশ্চেতি তান্ত্রিকে সান্নিপাতিকে। ১২১।

অতিশয় নিদ্রার আবেশ হয় এবং নিদ্রাবস্থায় স্বপ্নযোগে তৃষ্ণা জন্মায়, কণ্ঠনালী বেদনাযুক্ত হয়, জিহ্বা ধারবিশিষ্ট ও কপিশ অর্থাৎ কৃষ্ণপীত মিশ্রবর্ণ হয়, কণ্ঠমধ্যে শব্দ করে, কর্ণশ্রুতি কম হয়, শ্লেষ্মাস্রাব হয়, তান্ত্রিক সান্নিপাতে এই ২ লক্ষণ প্রকাশ পায়। ১২১।

চিত্তবিভ্রম সান্নিপাতিক লক্ষণ।

মদমোহভ্রমতাপহাস্য গীত প্রলাপনং। নিত্যবৈকল্পিতা পীড়া বিকটাক্ষ পরীক্ষণং। লক্ষণং সন্নিপাতেদংজ্ঞাতার্থং চিত্তবিভ্রমং। ১২২।

মত্ততা জন্মায়, অচৈতন্য ভাব হয়, যাহা করে কি বলে কিভাবে তাহা বিস্মৃত হয়, শরীরে বড় সন্তাপহয়, হাস্য করে, গীত গায়, এল ফেল কথা কয়, পীড়ার ভাব নিয়ত সমান থাকে না, চক্ষুদ্বয় দেখতে ভয়ানক হয় ও ঊর্দ্ধদৃষ্টে চায়, চিত্তবিভ্রম সন্নিপাতের লক্ষণ এই সকল। ১২২।

কণ্ঠকুব্জ সন্নিপাতের লক্ষণ।

কণ্ঠ গ্রহঃ জ্বরে মূর্চ্ছা দাহ কম্প বিলাপনং। মোহস্তাপঃ শিরোর্ত্তিশ্চ বাতার্ত্তঃ প্রলপেৎভতঃ। কণ্ঠকুব্জসন্নিপাতে কষ্টসাধ্যং বিনির্দ্দিশেৎ।১২৩।

কণ্ঠনালী বেদনা হয়, কখন২ জ্বর নাই বলিয়া বোধ হয়, গাত্রাদি দাহ, কম্পও আক্ষেপ প্রকাশ করে, জ্ঞানশূন্য থাকে, শরীরে তাপ বোধ হয়, মাথা ধরে, কখন২ পাগলের ন্যায় এলবিলি বকে। কণ্ঠ কুব্জ সন্নিপাতে এই২ সলক্ষণ। পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন যে এই রোগ অতিকষ্টে চিকিৎসা হয়।১২৩।

কর্ণিক সন্নিপাত লক্ষণ।

জ্বরর্ণশান্তবথেশ্চ শ্বাষঃ কাসঃ প্রলাপনং। স্বেদ কণ্ঠগ্রহতাপ মোহাশ্চ ভ্রম এবচ। কর্ণিক সন্নিপাতে তল্লক্ষণানি ভবন্তি হি। ১২৪।

জ্বর ভোগ কালের মধ্যে কোন সময়ে কর্ণমূলে শোথ হয়, হাঁপায়, কাসে, এলবিলি কথা কয়, ঘর্ম্ম হয়, কণ্ঠে বেদনা হয়, গাত্রে সন্তাপ অধিক হয়, অচৈতন্য ভাব হয়, কর্ণিক সন্নিপাতে এই সমস্ত লক্ষণ। ১২৪।

জিম্ভগ সন্নিপাত লক্ষণ।

মুখেবধিরতাতাপবলহানি চ লক্ষণং।
জিম্ভগে সন্নিপাতে তৎকষ্টাৎ কষ্টতরং মতং। ১২৫।

রোগের প্রথমেই বধিরতা জন্মায় অর্থাৎ কর্ণশ্রুতি কম হয়, শরীরে তাপ হয় ও বড়দুর্ব্বল করে। জিম্ভগ সন্নিপাতে এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়। ইহা অতি কষ্ট সাধ্য। ১২৫।

রুদগাহ সন্নিপাত লক্ষণ।

মোহতাপপ্রলাপাশ্চ ব্যথাকণ্ঠে শ্রমভ্রমৌ।
বেদনাচ তৃষা জাড্য শ্বাসশ্চ লক্ষণং বমিঃ।
কষ্টাৎ কষ্টতরং জ্ঞেয়ং রুদ্গাহ সন্নিপাতিকে। ১২৬।

অজ্ঞান ভাব, শরীরে সন্তাপ, এলবিলি কথা, কণ্ঠে বেদনা, শ্রম বোধ, বিস্মরণ হওয়া, গাত্রবেদনা, পিপাসা, বাক্যের জড়তা, হাঁপি ও বমি হওয়া, এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইলে তাহাকে রুদগাহ সন্নিপাত বলে। ইহা ও অতি কষ্ট সাধ্য।১২৬।

ভগ্ননেত্র সন্নিপাত লক্ষণ।

শ্বাসনং লোচনে ভগ্নে স্মৃতি শূন্যাধিকজ্বরং।
মোহঃ প্রলাপনং কম্পোভ্রমো নিদ্রাচ লক্ষণৈঃ।
জ্ঞাতব্যো ভগ্ননেত্রোঽয়ং সন্নিপাতঃ ক্ষয়ং নরঃ। ১২৭।

হাঁপানি, নয়নদ্বয় মুদ্রিত প্রায়, স্মৃতিশূন্য, জ্বরের বেগ বাহুল্য, অচৈতন্যভাব, এলবিলি আলাপ, কম্প, ভ্রান্তি অর্থাৎ যা করে, যা ভাবে, যা দেখে, তা ভুলে আর এক প্রকার বলে, নিদ্রা বাহুল্য, এই সমস্ত লক্ষণদ্বারা ভগ্ননেত্র সন্নিপাত জানা যায় এবং এই রোগে রোগী ক্ষয় হয়। ১২৭।

অন্তক সন্নিপাত লক্ষণ।

দাহ মোহ শিরঃকম্পা হিক্কাশ্বাসাঙ্গমর্দ্দনং।
সন্তাপোহন্তকঃজ্ঞেয়ঃ সন্নিপাতোহতিমারকঃ। ১২৮।

গাত্র জ্বালা, জ্ঞানশূন্যতা, মাথা কাঁপনি, হিক্কা, হাঁপি, অঙ্গসকল কামড়ান, শরীরে অধিকতর সন্তাপ, এই সকল লক্ষণ দ্বারা অন্তক সন্নিপাত জানা যায় ও অন্তকে প্রাণান্ত নিশ্চয়। ১২৮।

রক্তষ্ঠীব সন্নিপাত লক্ষণ।

রক্তষ্ঠীবনমূর্চ্ছা চ জ্বরমোহ তৃষা ভ্রমঃ।
বান্তি হিক্কাতিসারশ্চ সজ্ঞানাশো ব্যথাশ্রমঃ।
মণ্ডলঃ শ্যাবরক্তশ্চ শ্বসনং মন্ত্রলক্ষণৈঃ।
জ্ঞাতব্যঃ সন্নিপাতোহয়ং রক্তষ্ঠীবো নিপাতকঃ। ১২৯।

থুথুর সঙ্গে রক্ত উঠে, কখন জ্ঞানশূন্য হয়, জ্বরমান্দ্য হয়, পিপাসা হয়, ভ্রান্তি হয় অর্থাৎ ভুলে যায়, বমন, হিক্কা, ও অতিসার হয়, কাহার বা একেবারে চৈতন্যমাত্র থাকে না, সর্ব্বাঙ্গ বেদনা ও শ্রান্তি বোধ হয়, শরীরে চক্রাকার কৃষ্ণ-পীতবর্ণ কিম্বা কেবল রক্তবর্ণ দাগ হয়, মন্ত্র পড়ার মত করে হাঁপায়, এই সকল লক্ষণ দ্বারা রক্তষ্ঠীব সন্নিপাত জানা যায় ও ঐ রোগ মরণের কারণ হয়। ১২৯।

প্রলাপ সন্নিপাত লক্ষণ।

প্রলাপতাপকম্পার্ত্ত প্রজ্ঞানাশোহতিতাপবান্।
পাদশোথোহতি পীড়াচ গন্ধোহতিপ্রতিপাদয়েৎ।
জ্ঞেয়ঃ প্রলাপকে চিহ্নে সন্নিপাতেহতি মারক। ১৩০।

এলবিলি কথা কয়, মনস্তাপ প্রকাশ করে, বড় কম্প হয়, বুদ্ধি শক্তি হ্রাস হয়, জ্বরের উত্তাপ অতি তীব্র হয়, গায়ে শোথ হয়ও বড় কাম্‌ড়ায়, ও গায়ে দুর্গন্ধ কয়, প্রলাপ সন্নিপাতের লক্ষণ এই সকল। এইরূপ লক্ষণ সমুদয় প্রকাশ পাইলে আর রক্ষা হয় না। ১৩০

শীতাঙ্গ সন্নিপাত লক্ষণ।

শরীরং হিমবচ্ছীতমতিসারশ্চ কম্পনং।
কর্ণনাদ হস্ততাপ হিক্কা শ্বাস ক্রমান্তরং।
সর্ব্বাঙ্গশীতলং হন্তি শীতাঙ্গসন্নিপাতিকে। ১৩১।

হিমের ন্যায় শরীর শীতল হয়, কেবল হস্তদ্বয়ে মাত্র উত্তাপ থাকে, অতিসার হয়, কম্প হয়, কানের মধ্যে শব্দ করে, পরে ক্রমে হিক্কা হয়, পরে শ্বাস হয়, অবশেষে যখন সর্ব্বাঙ্গ শীতল হয় তখনি মরে। শীতাঙ্গ সন্নিপাতিক লক্ষণ এই। ১৩১।

অভিন্যাস সন্নিপাতের লক্ষণ।

ত্রিদোষঞ্চ মুখং শুষ্কং নিদ্রা বৈকল্য নষ্টবাক্।
নিশ্চেতনমতিশ্বাস মন্দাগ্নিবলহানি চ।
মৃত্যুতুল্যমভিন্যাস সন্নিপাতে চ লক্ষয়েৎ। ১৩২।

বাত পিত্ত কফ ত্রিদোষেরই সমান বলবত্তা, ও মুখ শুষ্ক হয়, নিদ্রা হয় না, বাক্‌শক্তি থাকেনা, চেতনা রহিত হয়, অতিশয় শ্বাস টানে, অগ্নি মান্দ্য হয় অর্থাৎ যা কিছু আহার করে কিছুই পরিপাক হইতে পারে না যেমন খায় তেমনিই মলদ্বারে নির্গত হয়, বল কিছুমাত্র থাকে না, রোগীকে

ঠিক্ মৃতবৎ দেখা যায়। অভিন্যাস সন্নিপাতের লক্ষণ এই। ১৩২।

মতান্তরে অভিন্যাস।

ত্রয়ঃ প্রকুপিতা দোষা উরঃ শ্রোতানুগামিনঃ। আমাতি বৃদ্ধ্যা গ্রথিতা বুদ্ধীন্দ্রিয় মনোগতাঃ। জনয়ন্তি মহাঘোর মভিন্যাসং জ্বরং দৃঢ়ং। শ্রুতৌ নেত্রে প্রসুপ্তি স্যান্নচেষ্টাং কাঞ্চিদীহতে। নচদৃষ্টির্ভবেৎ তস্য সমর্থা রূপ দর্শনে। ন ঘ্রানং নচ সংস্পর্শং শব্দং বা নৈব বুদ্ধ্যতে। শিরো লোটয়তেঽভীক্ষ্ণমাহারং নাভি নন্দতি। কূজতি তুদ্যতে চৈব পরিবর্ত্তনমীহতে। অল্পং প্রভাষতে কিঞ্চিদভিন্যাসঃ স উচ্যতে। প্রত্যাখ্যাতঃ স ভূয়িষ্ঠঃ, কশ্চিদেবাত্র সিদ্ধ্যতি। ১৩৩।

বাত পিত্ত কফ তিন দোষই সমান ভাবে অত্যন্ত কুপ্ত হইয়া বক্ষস্থলস্থ শিরা সকলের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, এবং আমরস অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়া বুদ্ধিস্থান ও মন পর্য্যন্ত আচ্ছন্ন করে, তদনন্তর অতি ঘোরতর জ্বরবেগ জন্মাইতে থাকে, কর্ণদ্বয়ে জব্বর দেয়, নয়নদ্বয়ে আবিল্লি হয়, কিছু দেখিতে কি শুনিতে চেষ্টাও থাকে না, চক্ষে দেখিতেও পায় না, কিছুর গন্ধ পায় না, শীত উষ্ণ বোধ থাকে না, কোন শব্দাদি ও শুনিতে পাইবার শক্তি থাকে না, অনবরত শির নোটাইতে থাকে, কটুতিক্তাদি আস্বাদন জ্ঞান ও রহিত হয়, গলা ঘড় ঘড় করে, সর্ব্বাঙ্গ বেদনা বোধ করে, বারম্বার পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন করিতে চেষ্টা করে, কদাচিৎ দুই একটী কথা কয়, এইরূপ লক্ষণাক্রান্ত সন্নিপাতকে অভিন্যাস সন্নিপাত বলে।

এরোগে বিস্তারিত চেষ্টা করিলে দৈবাৎ দুই একটী চিকিৎসিত হয়। ১৩৩।

সন্নিপাতে পথ্যাপথ্য বিধি।

বমনং লঙ্ঘনং কালে যবাগুঃ স্বেদনানি চ। কটু তিক্তৌ রসৌ চেতিপাচনং তরুণজ্বরে। সন্নিপাতেষ্বিদং সর্ব্বং কুর্য্যাৎ আমকফাপহং। অবলেহোঽঞ্জনং নস্যং গণ্ডূষশ্চ রসক্রিয়া। ১৩৪।

কাল বিশেষে বিবেচনা পূর্ব্বক কোন স্থানে বমন, কোনস্থানে লঙ্ঘন, কাহাকে বা প্রয়োজন মতে যবাগু আহার, কাহাকে বা স্বেদ, কাহাকেও বা কটু কি তিক্ত রস পান, কোনস্থলে পাচন, ইহা সমস্ত তরুণজ্বরে বিধেয়। সন্নিপাতিক জ্বরেও ইহার মধ্য হইতে অপক্ক শ্লেষ্মারসঘ্ন যাহা হয় বিবেচনা করিয়া সেই সকলগুলিই পথ্য হইবেক। এবং আরো স্থল বিশেষে অবলেহ, অঞ্জন, নস্য, গণ্ডূষ, কোনস্থলে পারদ ঘটিত ঔষধাদি ও প্রয়োগ করিতে হইবেক। ১৩৪।

অপরঞ্চ।

লঙ্ঘনং বালুকা স্বেদো নস্যং নিষ্ঠীবনং তথা।
অবলেহোঽঞ্জনং চৈব প্রযুজ্যাঞ্চ ত্রিদোষজে। ১৩৫।

লঙ্ঘন, বালুকার স্বেদ, নস্য, লাল নিঃসারণ, অবলেহ, অঞ্জন, সন্নিপাতিকজ্বরে বিবেচনা পূর্ব্বক এই সমস্তও হিতকারী হয়। ১৩৫।

অপরঞ্চ।

ত্রিরাত্রং পঞ্চরাত্রং বা দশরাত্রমথাপি বা।
লঙ্ঘনং সন্নিপাতেষু কুর্য্যাৎ আরোগ্য দর্শনাৎ। ১৩৬।

সন্নিপাতিক জ্বরে আরোগ্য ইচ্ছা থাকিলে স্থল বিশেষে তিন রাত্রি, পাঁচ রাত্রি কি দশ রাত্রি পর্য্যন্তও অর্থাৎ যে কাল পর্য্যন্ত দোষের সমতা না হয় তাবৎ লঙ্ঘনদিবেক।১৩৬।

অপরঞ্চ।

দোষাণামেব সা শক্তি লঙ্ঘনে যা সহিষ্ণুতা।
নতু দোষ ক্ষয়ে কশ্চিৎ সহতে লঙ্ঘনং মহৎ। ১৩৭।

যে কাল পর্য্যন্ত লঙ্ঘন সহ্য পায় কফ পিত্তাদি দোষ সকলের শক্তিও সেই পর্য্যন্ত জানিবে। রসের পরিপাক হইলে ক্ষণমাত্র লঙ্ঘন সহ্য হইবেক না। ১৩৭।

অপরঞ্চ।

সন্নিপাতে প্রকম্পন্তং প্রলপন্তঞ্চ মানবং।
ভোজয়েৎ পায়য়েৎ বাপি সবৈদ্যাখ্যাং ব্রজেৎ কথং। ১৩৮।

সন্নিপাত জ্বরেতে যে রোগীর কম্প হয় কি প্রলাপ বলে এমন রোগীকে কিছু ভোজন কি পান করিতে দেওয়া অনুচিত। তাহা যে দেয় সে চিকিৎসকই নয়। ১৩৮।

চিকিৎসা প্রণালী।

সন্নিপাত জ্বরে পূর্ব্বং কুর্য্যাৎ আমকফাপহং।
পশ্চাৎ শ্লেষ্মনি সংক্ষীণে সময়েৎ পিত্তমারুতৌ। ১৩৯।

সন্নিপাতিক জ্বরে অগ্রে শ্লেষ্মা দমন করা কর্ত্তব্য। শ্লেষ্মার লাঘব হইলে বায়ু, পিত্ত উপশম চেষ্টা কর্ত্তব্য। ১৩৯।

সন্নিপাত চিকিৎসা সম্বন্ধে উক্ত আছে।

সন্নিপাতার্ণবে মগ্নং য উদ্ধরতি মানবং। কস্তেন ন কৃতোধর্ম্মঃ

কাঞ্চ পূজাং ন সোঽহর্ত্তি। মৃত্যুনা সহ যোদ্ধব্যং সন্নিপাতং চিকিৎসতা যশ্চ তত্র ভবেজ্জেতা সজেতা ব্যাধিসংকুলে। ১৪০।

সন্নিপাতরূপ সমুদ্রে মগ্ন রোগীকে যে উদ্ধার করিতে পারে তার সকল ধর্ম্মই করা হয়। এবং সে বিশেষ প্রশংসার পাত্র। এবং সন্নিপাত চিকিৎসা করা আর মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করা সমান। অতএব সন্নিপাত যে চিকিৎসা করিতে পারে সে সকল রোগই চিকিৎসা করিতে পারে।১৪০।

অপর চিকিৎসা প্রণালী।

সন্নিপাতেতু দাহার্ত্তং যঃ সিঞ্চেচ্ছীত বারিণা
আতুরঃ সঃ কথং জীবেৎ ভিষক্ বা সঃ কথং ভবেৎ। ১৪১

সন্নিপাত জ্বরে দাহতে কাতর রোগীকে শীতল জল সেক করিতে দেবে না তাহা হইলে সে রোগী কখন বাঁচেনা। ও তাহা যে দেয় সে ও চিকিৎসকই নয়। ১৪১।

তন্দ্রা শান্তি ব্যবস্থা ও তন্দ্রার লক্ষণ।

ইন্দ্রিয়ার্থেষ্বসংবর্ত্তি গৌরবং জৃম্ভনং ক্লমঃ।
নিদ্রার্ত্তস্যেব যস্যেহা তস্য তন্দ্রাং বিনির্দ্দিশেৎ। ১৪২।

শ্রাবণ দর্শনাদি জ্ঞান শূন্য ভাব ও শরীর ভার বোধ, হাই উঠা, শ্রান্তি বোধ এবং নিদ্রাকর্ষণ ভাব। এই সকল লক্ষণ হইলে তন্দ্রা হইয়াছে বলা যায়। ১৪২।

নস্য।

মাতুলুঙ্গাদ্রক রসং কোষ্ণত্রিলবণান্বিতং। অন্যৎবা সিদ্ধি বিহিতং তীক্ষ্ণং নস্যং প্রয়োজয়েৎ। তেন প্রভিদ্যতে শ্লেষ্মা প্রভিন্নস্তু প্রসিচ্যতে। শিরোহৃদয় কণ্ঠাস্যপার্শ্বরুক্ চোপসাম্যতি। ১৪৩।

বাতাবী লেবুর রস, সৈন্ধব, সৌবচ্চল ও বিটলবণ এই সকল যোগ দিয়া ঈষৎ উষ্ণ করিয়া নস্য করিবেক। অথবা কেহ যাহার ফল অবগত হইয়াছেন এমন অন্য কোন তীব্র রসের নস্য করিবেক। তাহা করিলে শ্লেষ্মা তরল হইয়া ঝরে পড়ে যায়, ঐ রূপ ঝরে গেলে মাথা ব্যথা, বুকজাঁত দেয়া গলাব্যথা,ও পার্শ্বব্যথা উপশম হয় ও তন্দ্রার শান্তি হয়।১৪৩।

সমান ভাগ দিবার প্রমাণ পরিভাষা।

ভাগেপ্যনুক্তে সমতা বিধেয়াঃ। ১৪৪।

কোন ভাগের নিশ্চয় বলা না থাকিলে সমান ভাগই দেওয়া কর্ত্তব্য। ১৪৪।

লবণ বিষয়ক পরিমাণ পরিভাষা।

লবণে সৈন্ধবং বিদ্যাৎ সৌবচ্চলযুতং দ্বয়ং।
ত্রি চতুঃ পঞ্চ সঙ্খ্যাতং বিট সামুদ্রিকোদ্ভিদৈঃ। ১৫৫।

লবণ বলিলে সৈন্ধবলবণ বুঝিতে হইবেক, লবণদ্বয় কিম্বা দ্বিলবণ এরূপ উল্লেখ হইলে সেখানে সৈন্ধব ও সৌবচ্চল এই দুই লবণ বুঝাইবে, যেখানে ত্রিলবণ কি লবণত্রয় এমন উল্লেখ আছে সে স্থলে সৈন্ধব, সৌবচ্চল, ও বিট এই তিন লবণ বুঝা যাইবেক, যে স্থলে লবণ চতুষ্টয়ের প্রয়োগ আছে তথায় সৈন্ধব, সৌবচ্চল, বিট ও সামুদ্রিক অর্থাৎ কর্কচ এই চারি লবণ বুঝাইবে এবং যে স্থলে পঞ্চলবণের উপদেশ হইবেক সেস্থলে সৈন্ধব, সৌবচ্চল, বিট, কর্কচ ও উদ্ভিদ অর্থাৎ যাহা আমরা সচরাচর আহারাদিতে ব্যবহার করিয়া থাকি সেই লবণ দিয়া এই পাচ লবণ বুঝায়। ১৪৫।

নস্য।

সৈন্ধবং শ্বেতমরিচং শর্ষপং কুষ্টমেবচ।
বস্তমূত্রেণ পিষ্ট্বা তৎ নস্যং তন্দ্রাবিনাশনং। ১৪৬।

সৈন্ধব, শোজনার বীজ, শর্ষা ও কুড়কাষ্ঠ, পুম ছাগলের মূত্র দিয়া বাটিয়া নস্য করিলে তন্দ্রা উপশম হয়। ১৪৬।

নস্য।

মধুক সার সিন্ধুত্থ বচোষণ কণাঃ সমাঃ।
শ্লক্ষ্ণং পিষ্ট্বাম্ভসা নস্যং কুর্য্যাৎ সজ্ঞা প্রবোধনং। ১৪৭।

মহুল কাষ্ঠের সার, সৈন্ধব, বচ, মরিচ, ও পেঁপুল, জল দিয়া নির্ম্মল করিয়া বাটিয়া নস্য দিলে তন্দ্রা নাশ হইয়া চৈতন্য জন্মায়। ১৪৭।

নস্য।

জ্যোতিষ্মত্যাস্তথা তৈলং মূলং পিণ্ডারকস্যচ।
তন্দ্রা বিনাশনং শ্রেষ্ঠং নস্য কর্ম্মণি যোজিতং। ১৪৮।

তিল তৈল এবং তুলাটেপারিগাছের ও মমফলের গাছের বা বুঁজফলের গাছের মূল একত্র বাটিয়া নস্য করিলে তন্দ্রা বিনাশের অতি উত্তম ঔষধি হয়। ১৪৮।

অঞ্জন।

জাতী পত্রং প্রবালঞ্চ মরীচং রোহিণী বচা।
সৈন্ধবং বস্তমূত্রঞ্চ তন্দ্রানাশনমঞ্জনং। ১৪৯।

জাতীফুলের পাতা, প্রবাল ধাতু, মরিচ, কটকী, বচ ও সৈন্ধব, পুমছাগলের মূত্র দিয়া বাটীয়া অঞ্জন ব্যবহার করিলে তন্দ্রা নাশ হয়। ১৪৯।

পুংছাগল বলার হেতু প্রমাণ পরিভাষা।

ময়ূরী জম্বুকী ছাগী বীর্য্য হীনা স্বভাবতঃ
ভাষিতং কাশী রাজেন ছাগমেব নপুংষকং। ১৫০।

ময়ূরী, শৃগালী, ছাগী ইহারা স্বভাবত বীর্য্যহীনা হয় এবং কাশীরাজ কহিয়াছেন যে নপুংষক ছাগলও বীর্য্য হীন। ১৫০।

অঞ্জন।

অয়ো রঙ্গঃ শ্বেত লোধ্রং চন্দনং মরিচং তথা।
গোপিত্তেন সমাযুক্তং তন্দ্রানাশনমঞ্জনং। ১৫১।

লৌহ, পাট্‌কিলে রঙ্গের লোধ্র, রক্তচন্দন ও মরিচ, সমান ভাগ গোপিত্ত দিয়া মাড়িয়া অঞ্জন ব্যবহারে তন্দ্রা শান্তি হয়। ১৫১।

অঞ্জন।

শিরীষবীজ-গোমূত্র-কৃষ্ণা-মরিচ-সৈন্ধবৈঃ।
অঞ্জনং স্যাৎ প্রবোধায় স রসোন-শিলা-বচৈঃ। ১৫২।

শিরীষ কুসুমের বীজ, পেঁপুল, মরিচ, সৈন্ধব, লশুন, মনঃশিলা ও বচ, গাভীর মূত্র দিয়া বাটিয়া অঞ্জন ব্যবহারে তন্দ্রা নাশ হইয়া চৈতন্য জন্মায়। ১৫২।

গাভীর মূত্র বলার প্রমাণ পরিভাষা।

চতুষ্পাৎসু স্ত্রিয়ঃ গ্রাহ্যাঃ। ১৫৩।

চতুষ্পাদ জন্তুগণের প্রয়োগ থাকিলে সেই জন্তুর স্ত্রী বুঝা যাইবে। ১৫৩।

কবল।

আদ্রর্ক স্বরসোপেতং সৈন্ধবং সকটুত্রিকং। আকণ্ঠং ধারয়ে-

দাস্যে নিষ্ঠীবেচ্চ পুনঃপুনঃ। তেনাস্য হৃদয়াৎশ্লেষ্মা মন্যা পার্শ্ব শিরোগলাৎ লীনোহপ্যাকৃষ্যতে শুষ্কো লাঘবঞ্চাস্য জায়তে। পর্ব্বভেদোঽঙ্গমর্দ্দশ্চ মূর্চ্ছা কাস গলাময়াঃ। মুখাক্ষিগৌরবং জাড্যমুৎক্লেশশ্চোপশাম্যতি। সকৃৎ দ্বিস্ত্রিশ্চতুঃ কুর্য্যাৎ দৃষ্ট্বা দোষ বলাবলং। এতদ্ধি পরমং প্রোক্তং ভেষজং সান্নিপাতিকে ।১৫৪।

সৈন্ধব, শুঁট, পেঁপুল ও মরিচ আদার রসে বাটিয়া তরল করিয়া কণ্ঠাপর্য্যন্ত গালে রাখিবে ও বারম্বার থুথু ফেলিবে। তাহা হইলে মুখ, বুক, পার্শ্ব, ঘাড়, মাথা এই সকল স্থলে শ্লেষ্মা সুখাইয়া জড়িত হইয়া গিয়া থাকিলেও তাহা তরল হইয়া নির্গত হইয়া যায়। তাহাতে গা, হাত, পা, কামড়ানি, মূর্চ্ছা, কাস, গলাবেদনা চোখ মুখ ভার হওয়া, জিহ্বার জড়তা, গা বমি বমি করা, এ সমস্তই উপশম হয়। দোষের বলাবল বুঝে একবার, দুবার, তিনবার ও চারিবার পর্য্যন্ত ও দিবেক। সান্নিপাতিকের এ একটী মহৌষধি ।১৫৪।

ত্রিকটু পরিভাষা।

ত্রিকটুঃ ত্র্যূষণং ব্যোষং কৃষ্ণা মরিচ নাগরৈঃ। ১৫৫।

ত্রিকটু এবং ত্র্যূষণ ও ব্যোষ, এই তিন শব্দেতেই শুঁট, পেঁপুল, মরিচ, কটুরস বিশিষ্ট একত্রিত এই তিন দ্রব্যকেই বুঝায়। ১৫৫।

অষ্টাঙ্গাবলেহ।

কটফলং পৌষ্করং শৃঙ্গী ব্যোষং যাশশ্চ কারবী। শ্লক্ষ্ণং চূর্ণ কৃতঞ্চৈতৎ মধুনা সহ লেহয়েৎ। এষাবলেহিকা হন্তি সন্নিপাত সুদারুণং। হিক্কাশ্বাসঞ্চ কাসঞ্চ কণ্ঠরোগং নিযচ্ছতি। উর্দ্ধগে

শ্লেষ্মহরণে উষ্ণে স্বেদেচ কর্ম্মণি বিরোধুষ্ণে মধুত্যক্ত্বা কার্য্যো ষাদ্র্কজৈরসৈঃ। ১৫৬।

কট্‌ফল, কুড়, কাঁকড়াশৃঙ্গী, ত্রিকটু, দুরালভা, ও কালিয়া জিরে, নিফিশ গুড়া করিয়া মধুদিয়া অবলেহ, করিয়া চাটিয়া খাইবে। এই অষ্টাঙ্গ অবলেহ অতি দারুণ সন্নিপাত রোগ নষ্ট করে। হিক্কা, শ্বাস, কাস, ও কণ্ঠরোগ এ সকলই উপশম হয়। ঊর্দ্ধগ সন্নিপাতে শ্লেষ্মা হরণ করিতে উষ্ণক্রিয়া করিতে হইলে কিম্বা ঘর্ম্মকরণ ক্রিয়া করিতে হইলে এবং উষ্ণ বিরোধী স্থলে অর্থাৎ যদি অঙ্গহীমও হইয়া থাকে, সেখানে মধু না দিয়া আদার রস দেওয়াই উচিত। ১৫৬।

সন্নিপাতে লঙ্ঘন অবস্থার রোগীর কিঞ্চিৎ আহারের বিধি।

শস্তং সুলঙ্ঘিতস্যাদৌ বিধায় কবড়গ্রহং।
লাজঃ শক্তুশ্চ পথ্যং স্যাৎ সৈন্ধবেনাবচূর্ণিতঃ। ১৫৭।

সন্নিপাতে বিস্তারিত লঙ্ঘন দেওয়ায় কাতর রোগীকে কিছু আহার দিবার বিবেচনা হইলে, খৈর গুড়া কিম্বা ভাজা যবের গুঁড়া, দুই তোলা, একটু সৈন্ধব যোগ দিয়া আহার করিতে দেওয়া অতি প্রশস্ত পথ্য হইবেক। ১৫৭।

চতুর্ভদ্র পঞ্চমূল পাঁচন।

পঞ্চমূলী কিরাতাদির্গণো যোজ্য স্ত্রিদোষজে।
পিত্তোৎকটেচ সমধুনা কণয়াচ কফোৎকটে। ১৫৮।

বৃহৎ পঞ্চমূলীগণ ও কিরতাদিগণ একত্র যোগের পাচন ত্রিদোষঘ্ন হয়। পিত্ত প্রধান স্থলে মধু প্রক্ষেপ ও কফপ্রাধান্য স্থলে পেঁপুলের গুঁড়া প্রক্ষেপ উপযুক্ত। ১৫৮।

বৃহৎ পঞ্চমূলীগণ। পরিভাষা।

বিল্ব শ্যোনাক গাম্ভারী পাটলা গণিকারিকা।
দীপনং কফবাতঘ্নং পঞ্চমূলমিদং মহৎ। ১৫৯।

বিল্ব, শ্যোনা, গাম্ভারী, পারুলী ও গণিরী, এই পাঁচ মূলের নাম বৃহৎ পঞ্চমূল। ইহা অগ্নিশুদ্ধি কারি ও কফ বাতঘ্ন হয়। ১৫৯।

কিরাতাদিগণ। পরিভাষা।

কিরাত তিক্ত বিশ্বঞ্চ গুড়ূচী মুস্তকস্তথা।
কিরাতাদির্গণোযোজ্যঃ চিকিৎসা সুবিজানতা। ১৬০।

চিরতা, শুঁট, গুড়ঞ্চ ও মুথা, কিরতাদিগণ বলিলে এই চারি দ্রব্য বুঝায়। ১৬০।

দশমূল পাঁচন।

বৃহৎস্বল্পাহ্বয়ংহ্যেতৎ পঞ্চমূলং যদীরিতং। উভয়ং দশমূলং হি সন্নিপাত জ্বরাপহং। কাসেশ্বাসে চ তন্দ্রায়াং পার্শ্ব শূলে চ শস্যতে। পিপ্পলী চূর্ণ সংযুক্তং কণ্ঠহৃদগ্রহনাশনং। ১৬১।

বৃহৎ পঞ্চমূলগণ ও স্বল্প পঞ্চমূলগণ এই উভয় পঞ্চমূলের নাম দশমূল, এই দশমূলের পাচন, সন্নিপাত জ্বর, কাস, শ্বাস, তন্দ্রা ও পার্শ্ববেদনা শান্তির প্রশস্ত ঔষধি। ১৬১।

স্বল্প পঞ্চমূল পরিভাষা।

শালপর্ণী পৃশ্নিপর্ণী বৃহতিদ্বয় গোক্ষুরাঃ। ১৬২।

শাল পান, চাকুলে, বেগুড়, কণ্টিকারী, গোক্ষুরা, এই পাঁচ দ্রব্যের মুলকে স্বল্পপঞ্চমূল বলে। ১৬২।

পিত্তোত্তরাদিতে ব্যবস্থা।

বাতোত্তরে সন্নিপাতে দশমূলং প্রযোজয়েৎ।
পিত্তোত্তরেতু শঠ্যাদিং বৃহত্যাদিং কফোত্তরে। ১৬৩।

সন্নিপাতে বাতাধিক্যে দশমূল, পিত্তাধিক্যে শঠ্যাদি এবং কফাধিক্যে বৃহত্যাদি পাচন প্রয়োগ উচিত। ১৬৩।

পিত্তোত্তরে শঠ্যাদি পাচন।

শঠী পুষ্কর মূলং চ ব্যাঘ্রী শৃঙ্গী দুরালভা। গুড়ুচী নাগরং পাঠা পটোলং কটু রোহিণী। এষঃ শঠ্যাদিকো বর্গঃ সন্নিপাত জ্বরা পহঃ। কাস হৃদগ্রহ পার্শ্বার্ত্তি শ্বাসে তন্দ্রাঞ্চ শস্যতে। ১৬৪।

শঁঠী, কুড়, কণ্টিকারী, কাঁকড়াশৃঙ্গ, দুরালভা, গুড়ঞ্চ, শুঁট, আকনিধি, পটোল পত্র ও কটকী এই দশ দ্রব্যকে শঠ্যাদি বর্গ কহে এই শঠ্যাদি পাচন পিত্তোত্তর সন্নিপাত জ্বর, কাস, বুক বেদনা, পার্শ্ববেদনা, শ্বাস ও তন্দ্রা শান্তির প্রশস্ত ঔষধি। ১৬৩।

পিত্তোত্তরে; মুস্তাদি অষ্টাদশাঙ্গ পাচন।

মুস্তা পর্পটিকোশীর দেবদারু মহৌষধং। ত্রিফলা ধন্বযাসশ্চ নীলী কাম্পিল্লকং ত্রিবৃৎ। কিরাত তিক্তকং পাঠা বলা কটুক রোহিণী। মধুকং পিপ্পলীমূলং মুস্তাদ্যোগণ উচ্যতে। পিত্তো-ত্তরে সন্নিপাতে হিত উক্ত মনীষিভিঃ। মন্যাহস্ত উরক্ষত উরঃ পার্শ্বশিরোগ্রহে। ১৬৫।

মুথা, ক্ষেত্র পর্প্পটী, বেণার মূল, দেবদারু, শুঁট, ত্রি-ফলা, দুরালভা, বননীল, কমলাগুড়ি, কেহ বলে গুড় রোচনী, তেউড়েরমুল, চিরতা, আকনিধি, বাড়িয়ালা, কটকী,

জেষ্ঠমধু ও পেঁপুলের মুল, মুস্তাদিগণ বলিলে এই সমস্ত দ্রব্য বুঝায়। পিত্ত প্রধান সন্নিপাত জ্বরে, মন্যাস্তম্ভ, বক্ষস্থলে ক্ষত কি বেদনা, পার্শ্ববেদনা, মাথা বেদনাদি থাকিলেও ইহার পাচন বিশেষ উপকারি। ১৬৫।

কফোত্তরে। বৃহত্যাদিগণ পাচন।

বৃহত্যৌ পৌষ্করং ভার্গী শঠী শৃঙ্গী দুরালভা। বৎসকস্য চ বীজানি পটোলং কটুরোহিণী। বৃহত্যাদিগণঃ প্রোক্তঃ সন্নিপাত জ্বরাপহঃ। কাসাদিষু চ রোগেষু হিতং সোপদ্রবেষু চ। ১৬৬।

বেগুড়, কণ্টিকারী, কুড়, বামনহাটী, শঁঠী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, দুরালভা, ইন্দ্রযব, পটোলের ডাঁট, ও কট্‌কী, এই সমস্ত দ্রব্যকে বৃহত্যাদিগণ বলে ইহার পাঁচন কাসাদি উপদ্রবযুক্ত সন্নিপাত জ্বর নাশ করে। ১৬৬।

বাতশ্লেষ্মোত্তরে দশমূলাদি অষ্টাদশাঙ্গ পাঁচন।

দশমূলী শঠী শৃঙ্গী পৌষ্করং সদুরালভং। ভার্গী কুটজ বীজানি পটোলং কটুরোহিণী। অষ্টাদশাঙ্গ ইত্যেষঃ সন্নিপাত জ্বরাপহঃ। কাস-হৃদগ্রহ পার্শ্বার্ত্তি শ্বাস হিক্কা বমী হরঃ। ১৬৭।

দশমূল এবং তাহাতে শঁঠী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, কুড়, দুরালভা বামনহাটী, ইন্দ্রযব, পটোলের ডাঁটা ও কট্‌কী, এই আট দ্রব্য যোগে পাঁচন দিলে কাস, বক্ষবেদনা, পার্শ্ববেদনা, শ্বাস, হিক্কা, ও বমনাদি উপদ্রববিশিষ্ট বাতশ্লেষ্মা প্রধান সন্নিপাত জ্বরের শান্তি হয়। ১৬৭।

পিত্তশ্লেষ্মোত্তরেভূনিম্বাদি অষ্টাদশাঙ্গ পাঁচন।

ভূনিম্ব দারু দশমূল মহৌষধাব্দ তিক্তেন্দ্রবীজ ধনিকেভকণা

কষায়ঃ। তন্দ্রা প্রলাপ কাসারুচি দাহ মোহ শ্বাসাদিযুক্তমখিলং জ্বরমাশুহন্তি। ১৬৮।

চিরাতা, দেবদারু, দশমুল, শুঁট, মুথা, কট্‌কী, ইন্দ্রযব, ধনে ও গজপেঁপুল, এই অষ্টাদশাঙ্গ পাঁচনে তন্দ্রা, প্রলাপ, কাস, অরুচি, দাহ, মোহ ও শ্বাসাদি উপদ্রবযুক্ত সমস্ত জ্বর অতি ত্বরায় নষ্ট হয়। ১৬৮

চতুর্দ্দশাঙ্গ পাঁচন।

চিরজ্বরে বাতকফোল্বনে বা ত্রিদোষজে বা দশমূল মিশ্রঃ। কিরাত তিক্তাদিগণঃ প্রয়োজ্যঃ শুদ্ধ্যর্থিনে বা ত্রিবৃতাবিমিশ্রঃ।১৬৯

দশমূলগণ ও কিরাতাদিগণ যোগ দিয়া এই চতুর্দ্দশাঙ্গ পাঁচনে বাতকফোল্বন উপদ্রব যুক্ত পুরাতন সন্নিপাত জ্বরের শান্তি হয় এবং বিরেচনের প্রয়োজন থাকিলে তাহাতে তেউড়ের গুঁড়া যোগ দেওয়া উচিত। ১৬৯।

পঞ্চমুষ্টিক ও সপ্তমুষ্টিক।

যব কোল কুলত্থানাং, মুদ্গামূলক শুণ্ঠয়োঃ। একৈকং মুষ্টি মাহৃত্য, পচেদষ্টগুণে জলে। পঞ্চমুষ্টিক ইত্যেষো, বাতপিত্ত কফাপহা। শস্যতে গুল্মশূলেচ, শ্বাসে কাসেক্ষয় জ্বরে। এষ এব সধন্যাক নাগরঃ সপ্ত মুষ্টিকঃ পূর্ব্বার্থকৃদ্বিশেষেণ, সন্নিপাত হরঃ পরঃ। ১৭০। ১৭০।

যব, কুলের আটির শাঁস, কুলত্থকলাই, মুগকলাই, শুষ্ক মুলা, এই পাঁচ দ্রব্য এক এক মুটা লইয়া সাকুল্যে যে পরিমাণ হয় তাহার আটগুণ জলে পাক করিয়া চারিভাগের-ভাগ-শেষ রাখিয়া পানকরিলে বাত, পিত্ত ও কফ নাশ করে

ও গুল্মবেদনাতে, শ্বাসে, কাসে, ক্ষয়জ্বরে, বিশেষ প্রশস্ত। ইহাকে পঞ্চমুষ্টি বলে। উক্ত পাঁচ দ্রব্যের সঙ্গে ধনে আর শুঁট যোগ দিলে উহাকে সপ্তমুষ্টিক বলে এবং পঞ্চমুষ্টি যেখানে ব্যবহার্য্য সপ্তমুষ্টিকও সেই সেই স্থলে উপকারী। বিশেষতঃ সন্নিপাত শান্তিকারক হয়। ১৭০।

চারিভাগের ভাগ রাখিবার প্রমাণ পরিভাষা।

বারিণ্যষ্টগুণে সাধ্যং গ্রাহ্যং পাদাবশেষিতং। ১৭১।

আটগুণ জলে যাহা পাক করিতে হয়, তার চারিভাগের ভাগ-শেষ রাখিতে হয়। ১৭১।

তুল্যাদ্র্ক পাঁচন।

দশমূলস্য নির্য্যূহঃ কটফলাদিরজোঽন্বিতঃ।
তুল্যাদ্র্ক রসঃ পীতঃ, মৃত্যুকল্পং জ্বরং জয়েৎ। ১৭২।

উক্ত দশমূল পাঁচন, তুল্য অর্থাৎ ২ তোলা আদার রস যোগদিয়া কথিত অষ্টাঙ্গাবলেহের কট্‌ফলাদি যে যে দ্রব্যের চূর্ণের উল্লেখ আছে সেই সেই দ্রব্যের চূর্ণ উপযুক্ত পরিমাণে প্রক্ষেপ দিয়া পানকরিলে সাক্ষাৎ মৃত্যু-তুল্য জ্বরকে উপশম করে। ১৭২।

সিদ্ধার্থকাদি লেপ।

সিদ্ধার্থক বচা হিঙ্গু, ত্রিকটু ত্রিফলানি চ। হরিদ্রে নলুকা কুষ্ঠং, শতাহ্বা কটকী তথা। বৃহত্যৌ পূতিকা চৈব, সশিরীষ করঞ্জকং। এতেষাং কার্ষিকং ভাগং, চূর্ণয়িত্বা নিধাপয়েৎ। ছাগী ক্ষীরেণ সংমর্দ্দ্য ততো গাত্রাণি লেপয়েৎ। পৃথক্ সমুদ্ভূতান সর্ব্বান, ধাতুস্থান বিষমজ্বরান। ভূতাবেশ জ্বরং হন্তি, অভিচারাভি

শাপজো। সিদ্ধার্থকমিদং নাম্না, কীর্ত্তিতং কীর্ত্তিবাসসা।
জ্বরাংশ্চ নিখিলান হন্তি, নাত্র কার্য্যা বিচারণা। ১৭৩।

শ্বেতশর্ষা, বচ, হিং, ত্রিকুট, ত্রিফলা, হরিদ্রা, দারু হরিদ্রা, নালূকুয়া, কুড়, শলুফা, কট্‌কী, বেগুড়, কণ্টিকারি, নাটার মূল, শিরীষবৃক্ষের মূলের ছাল, করমচার মুল ছাল, এই প্রত্যেক দ্রব্য দুই দুই তোলা লইয়া চূর্ণ করিয়া ছাগলের দুগ্ধ দিয়া বিলক্ষণ মাড়িয়া সর্ব্বাঙ্গে প্রলেপ দিলে সর্ব্বপ্রকার নবজ্বর, ও ঘোর সান্নিপাতিকজ্বর, ধাতুস্থজ্বর, বিষমজ্বরও ভূতাবেশ, অভিচার কি অভিশাপ জন্য জ্বর, অর্থাৎ সমস্ত প্রকার জ্বর, শান্ত হয়. তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। মহাদেব স্বয়ং এই কথা বলিয়াছেন। ১৭৩।

জিহ্বার জাড়ী বারক মুষ্টিযোগ।

উচ্ছ্রুকাং সূচিতাং জিহ্বাং, দ্রাক্ষয়া মধুপিষ্ঠয়া।
লেপয়েৎ সঘৃতঞ্চাস্যং, সন্নিপাতাত্মকে জ্বরে। ১৭৪।

সন্নিপাতিক জ্বরেতে জিহ্বার উপরে যদি সুঁচের আগার মত কাঁটা ২ বাহির হয় ও যদি জিহ্বা অত্যন্ত শুকায়, তবে জিহ্বার আগে ঘৃত মাখাইয়া, মধুদিয়া কিস্‌মিস্‌ বাটিয়া ঐ জিহ্বার উপর প্রলেপ দিলে উহা শান্ত হয়।১৭৪।

জাড়িবারক মুষ্টিযোগ।

ঘর্ষেজ্জিহ্বাং জড়াং সিন্ধু, ত্র্যূষণৈঃ সাম্লবেতসৈঃ।
সিন্ধুসিন্দূরমরিচৈঃ হিঙ্গুটঙ্কণ সংযুতৈঃ।
সহোষণব্যোষৈঃ কোষ্কে লেপাজ্জাড়ী প্রশাম্যতি। ১৭৫।

সৈন্ধব, শুঁট, পেঁপুল, মরিচ, এবং অম্ল বেতস, এই

কয় দ্রব্য বাটিয়া জিহ্বায় আস্তে ২ ঘর্ষণ করিলে জিহ্বা জড়তার শান্তি হয়। অথবা সৈন্ধব, সিন্দূর, হিং, সোহাগা, শুঁট, এবং পেঁপুল দুই ভাগ ও মরিচ দুই ভাগ, একত্র বাটিয়া ঈষৎ উষ্ণ করিয়া প্রলেপ দিলে জিহ্বার জাড়ী শান্ত হয়। ১৭৫।

জাড়ী বারক মুষ্টিযোগ।

জিহ্বাজাড্যং মানকভস্ম লবণ তৈল ঘর্ষণং হন্তি।
ঈষৎ মুকক্ষীরাক্ত, জম্বীরাদ্যচর্ব্বণং বাপি। ১৭৬।

মানকচু ভস্ম করিয়া তাহাতে সৈন্ধব ও তৈল যোগদিয়া জিহ্বার উপর ঘর্ষণ করিলে জাড়ী নষ্ট হয়। অথবা যে কোন প্রকার লেবু বেশ করে ছাড়াইয়া অত্যল্প সেজির পাতার আটা মাখাইয়া চিবাইলেও, ঐরূপ জিহ্বা জড়তার শান্তি করে। ১৭৬।

জাড়ি বারক মুষ্টিযোগ।

মর্ক্কট হস্তমূলং পিষ্ট্বা মৃদু পাণিতলে লেপয়েৎ।
জিহ্বা কন্টকরূপা জাড়ী সঞ্জেতি শাম্যতি ক্ষিপ্রং। ১৭৭।

মাকড়া জালি গাছের মূল আস্তে ২ হাতে রগ্‌ড়াইয়া জিহ্বায় প্রলেপ দিলে জিহ্বায় যে কাঁটা ২ মত হয় অর্থাৎ যাহাকে জাড়ী বলে তাহা অতি শীঘ্র শান্ত হয়। ১৭৭।

ত্রিবৃতাদি মোদক।

ত্রিবৃতা শর্ক্করা শ্যামা, ত্রিফলা পিপ্‌পলী মধু।
মোদকঃ সন্নিপাতঘ্নঃ, রক্তপিত্ত জ্বরাপহঃ। ১৭৮।

তেওড়া, বেতাড়কের বীজ, হরীতকী, আমলকী, বয়ড়া,

পেঁপুল ও যষ্টিমধু এই সমস্ত সমভাগে গুঁড়া করিয়া যত পরিমাণ তাহার দ্বিগুণ চিনি দিয়া মোদক পাক করিয়া খাওয়াইলে সর্ব্বপ্রকার সন্নিপাত রোগ ও রক্তপিত্ত জ্বর উপশম হয়। ১৭৮।

মোদক পাক প্রমাণ পরিভাষা।

চূর্ণে চূর্ণ সমোদেয়ঃ মোদকে দ্বিগুণোগুড়ঃ। ১৭৯।

কোন চূর্ণ ঔষধি প্রস্তুত করিতে তাহাতে গুড় কি চিনি দিবার বিধান থাকিলে অন্যান্য দ্রব্য সাকল্যে যে পরিমাণ হয়, গুড় কি চিনি তাহার সমান পরিমাণে দেওয়া বৈধ এবং মোদকে উহার দ্বিগুণ দেওয়াই বিধেয়। ১৭৯।

মোদক পাক পরীক্ষা।

যদা দার্ব্বী প্রলেপঃস্যাৎ, যদা বা তন্তুলী ভবেৎ।
এষঃ পাকঃ গুড়াদিনাং সর্ব্বেষাং পরিকল্পয়েৎ। ১৮০।

লাড়িতে ২ যখন হাতার গায় জড়াইয়া যায় অথবা যখন হাতা উঠাইয়া উচু করিয়া ধরিলে, সুতি কাটে তখনি গুড় ও মোদকাদির পাক সম্পন্ন হয়। ১৮০।

পাক পাত্র পরিভাষা।

পাত্রোক্তঞ্চাপি মৃৎপাত্রং। ১৮১।

পাকের পাত্র মধ্যে মৃত্‌পাত্রই প্রশস্ত। ১৮১।

পাক সম্বন্ধে ব্যবস্থা।

বরং পাকোমৃদুঃ কার্য্যো, দ্রব্যানাং নখরোমতঃ।
মৃদুঃ কিঞ্চিৎ গুণং ধর্ত্তে তজ্জহাতি খরঃ পুনঃ। ১৮২।

পাক বরং কিছু নরম থাকাও ভাল, তথাপি টানাইয়া

না যায়, যেহেতু মৃদু হইলে তাহাতে কিছু গুণ পাওয়া যায়; কড়িয়া গেলে আর তাহাতে কিছুমাত্র গুণ থাকে না। ১৮২।

পাকেরকালের ব্যবস্থা।

ঘৃততৈল গুড়াদীংস্তু, নৈকাহাদবতারয়েৎ॥
ব্যুষিতাস্তু প্রকুর্ব্বন্তি বিশেষেণ গুণান্ যতঃ। ১৮৩।

ঘৃত, তৈল, গুড়, মোদক প্রভৃতি একদিনেই পাক সমাধা করিয়া নামাইবে না। যেহেতু বাসি হইলে বিশেষ গুণ জন্মায়।১৮৩।

ঘৃত মোদকাদি সম্বন্ধে গুণহীনত্ব প্রমাণ পরিভাষা।

স্নেহসিদ্ধো গুড়াদিস্তু গুণহীনোঽব্দতোঽভবৎ। ১৮৪।

পাককরা ঘৃত, গুড়, মোদকাদি একবৎসরের পরে গুণহীন হইয়া যায়। ১৮৪।

সর্ব্বত্র মোদকাদি পাক সম্বন্ধে এই বিধি।

অভিন্যাস চিকিৎসা।

দুর্গেঽম্ভসি যথা মজ্জদ্ভাজনং ত্বরয়াবুধঃ।
গৃহ্নিয়াৎ তলমপ্রাপ্তং তথাভিন্যাস পীড়িতং।
নিদ্রোপেতমভিন্যাসক্ষীণং বিদ্যাদ্ধতৌজসং। ১৮৫।

যেমন অতি গভীর জলে কোন পাত্র ডুবিয়া যাইতে লাগিলে ঐ পাত্র তলাইয়া না যাইতে যাইতে অতি শীঘ্র করিয়া না ধরিলে আর তাহা পাওয়া যায় না, বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ, অভিন্যাস রোগেতে অতি দুর্ব্বল ও ওজঃগুণ হ্রাস প্রাপ্ত ব্যক্তি নিদ্রাভিভূত হইতে লাগিলেও সেইরূপ মনেকরা উচিৎ অর্থাৎ তত্তৎ সময়ে অচিরায় তাহার প্রতিবিধান না করিলে, সে রোগীকে রক্ষা করা অতীব সুকঠিন হয়। ১৮৫।

ওজঃগুণের পরিচয়।

হৃদি তিষ্ঠতি যচ্ছুদ্ধং, রক্তমীষৎ সপীতকং।
ওজঃ শরীরে সঙ্খ্যাতং তন্নাশান্নাশ উচ্যতে। ১৮৬।

জন্তুগণের হৃদয়েতে ঈষৎ পীতবর্ণ মিশ্রিত যে অতি নির্ম্মল একপ্রকার রক্ত থাকে, সেই রক্তকেই ওজঃধাতু বলে; তাহা যতকাল থাকে ততকাল শরীর জীবিত থাকে, তাহার ক্ষয় হইলেই জীব নাশপ্রাপ্ত হয়। ১৮৬।

প্রক্ষেপ বিশেষ দশমূল পাচন।

কণ্ঠরোধ কফশ্বাসহিক্কা সংন্যাস পীড়িতঃ।
মাতুলুঙ্গার্দ্রকরসং দশমূলাম্ভসা পিবেৎ। ১৮৭।

অভিন্যাস রোগে কণ্ঠরোধ, কফ, শ্বাস,হিক্কা ও সংন্যাস উপদ্রব হইলে, দশমূল পাচনে বাতাবী লেবুর রস ও আদার রস উভয়ে এক তোলা প্রক্ষেপ দিয়া, পান করিলে উপশম হয়। ১৮৭

কারব্যাদি পাচন।

কারবী পুষ্করৈরণ্ড, ত্রায়ন্তি নাগরামৃতাঃ।
দশমূলী শঠীশৃঙ্গী, যাস ভার্গী পুনর্ন্নবাঃ।
তুল্য মূত্রেণ নিঃক্কাথ্য, পীতাশ্চৈতে৷ বিশোধনাঃ।
অভিন্যাস জরং ঘোরমাশুঘ্নন্তি সমুদ্ধতং। ১৮৮।

সূক্ষ্ম কৃষ্ণজিরা, কুড়, ভেরাণ্ডার মূল, বলালতা, শুঁট, গুড়ঞ্চ, দশমূল, শটী, কাকড়াশৃঙ্গী, দুরালভা, বামনহাটী, ও পুনর্ণবা, এই সমস্ত দ্রব্য উক্তমত দুই তোলা ও গাভী মূত্র দুই তোলা, জলও উক্তমত বত্রিশ তোলা, শেষ আট

তোলা, এই পাচন খাওয়াইলে অভিন্যাস রোগে নিদ্রাভিভূত রোগীর চৈতন্য জন্মায় ও অতি উদ্ধতজ্বর শান্ত হয়। ১৮৮।

গোমূত্র প্রমাণ পরিভাষা।

শকৃদ্রসপর্য়ঃসর্পিমূত্রোক্তৌগব্যমিষ্যতে। ১৮৯।

বিষ্ঠা, রস, দুগ্ধ, ঘৃত, কিম্বা মূত্র এই সকল শব্দের প্রয়োগ থাকিলে গোরুর মূত্র ও ঘৃতাদি বুঝায়। ১৮৯।

গাভীমূত্র প্রমাণ পরিভাষা।

স্ত্রীণাং মূত্রং গবাং তীক্ষ্ণং, নতু পুংষাং বিধীয়তে। ১৯০।

গাইগোরুর মূত্র অতি তীক্ষ্ণ। এঁড়ে গরুর তাহা নয়। অতএব গাইগোরুর মূত্রেরই বিধান করিবেক। ১৯০।

দুগ্ধাদি গ্রহণ সময় প্রমাণ পরিভাষা।

ক্ষীর মূত্র পুরীষাণি জীর্ণাহারেষু সংহরেৎ। ১৯১।

গোরুতে আহার করিলে, সেই আহার যখন জীর্ণ হয় এমন সময়েতেই গোময় কি গোমূত্র কি দুগ্ধ গ্রহণ করা উচিত। ১৯১।

মাতুলুঙ্গাদি পাচন।

মাতুলঙ্গাশ্মভিৎ বিল্ব ব্রাহ্মী পাঠারুবুকজঃ।
ক্বাথোলবণমূত্রাঢ্যোঽভিন্যাসানাহশূলনুৎ। ১৯২।

বাতাবী লেবুর মূলের ছাল, পাথকুচি অথবা ডাকাতের মূল, শ্রীফলের মূলের ছাল, কণ্টিকারী, আকনিধি, ও ক্যাষ্টার ভেরাণ্ডার মুলের ছাল, এই২ দ্রব্যের পাচন সৈন্ধব ও গোমূত্র উভয়ে এক তোলা প্রক্ষেপ যোগে পান করিলে অভিন্যাস রোগীর কোষ্ঠবদ্ধতা ও সেই জন্য পেট বেদনা শান্ত হয়।১৯২।

ভার্গ্যাদ্রি পাচন।

ভার্গী পুষ্করমূলঞ্চ, রাস্না বিল্বং যমানিকা।
নাগরং দশমূলঞ্চ পিপ্পলীঞ্চাপ্সু সাধয়েৎ।
হিঙ্গাদ্র্করসোপেতং পিপ্পলীচূর্ণসংযুতং।
সন্নিপাতজ্বরং ঘোরমভিন্যাসঞ্চদারুণং।
কাসং শ্বাসঞ্চ হিক্কাঞ্চ, তন্দ্রাঞ্চ বিনিবর্ত্ততে। ১৯৩।

বামনহাটী, কুড়, রক্তভাণ্ডী, বিল্ব, যমানী, শুঁট, দশমূল ও পেপুল এই সমস্ত দ্রব্যের পাচন হিং দশরতি ও আদার রস আধ তোলা এবং পেপুলের গুঁড়া আধ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে অতি ঘোরতর অভিন্যাস সন্নিপাতজ্বর, কাস, শ্বাস, হিক্কা, তন্দ্রা এই সমস্তই নিবৃত্তি হয়। ১৯৩।

কোন ঔষধ কি পাচনে কোন দ্রব্যের দুইবার উল্লেখ থাকিলে সেই দ্রব্য দ্বিগুণ দিবার প্রমাণ পরিভাষা।

ঘৃতে তৈলেচ যোগেচ, যৎদ্রব্যং পুনরুচ্যতে।
তজ্জ্ঞাতব্যমিহার্যেণ, ভাগতঃ দ্বিগুণেন চ। ১৯৪

ঘৃত, তৈল ও ঔষধাদিতে যে দ্রব্যের দুইবার উল্লেখ আছে তাহাতে সেই দ্রব্য দুই ভাগ দেওয়া উচিত হইবেক। ১৯৪।

ত্রিবৃতাদি পাচন।

ত্রিবৃৎবিশলা ত্রিফলা কটুকারক্বধৈঃ কৃতঃ।
সক্ষারোভেদনঃক্বাথঃ, পেয়ঃ সর্ব্বজ্বরাপহঃ। ১৯৫।

তেওড়া মূল, মামা শশা অথবা রাখাল শশার মূল, ত্রিফলা কট্কী, শোনালীর ফলের আটা, এই সকল দ্রব্যের

পাচন, যবক্ষার প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে সর্ব্ব প্রকার জ্বর শান্ত হয় ও ভেদক হয়। ১৯৫।

ত্রিফলার ছাল গ্রহণের প্রমাণ পরিভাষা।

বিড়ঙ্গৈলা শৃঙ্গবেরং গুড়ূচী মাগধীদ্বয়ং।
এতেষাং বল্কলংবর্জ্যং, ত্রিফলাস্থি বিশেষতঃ। ১৯৬।

বিড়ঙ্গ, এলাচ, শুট, গুড়ঞ্চ, পেপুল, ও গজ পেপুল এই সমস্ত দ্রব্যের ছাল ত্যাগ করিয়া অস্থি গ্রাহ্য কিন্তু ত্রিফলার আটি ত্যাগ করিয়া ছাল গ্রহণ করিবেক। ১৯৬।

ত্রিফলার প্রমাণ পরিভাষা।

ত্রিফলে ত্যভি নির্দ্দিষ্টা ধাত্রী পথ্য বিভীত কৈঃ। ১৯৭।

ত্রিফলা এই শব্দ বলিলে আমলকী, হরিতকী, বয়ড়া, এই তিন প্রকার ফলকে বুঝায়। ১৯৭।

ক্ষার সম্বন্ধে পরিভাষা।

ক্ষারোক্তো স যবক্ষারং দ্বিত্রি টঙ্গন সর্জ্জিকা। ১৯৮।

ক্ষার, এই শব্দ উক্ত হইলে যবক্ষারই বুঝায় ও দ্বিক্ষার বলিলে যবক্ষার আর সোহাগা এই উভয়কে বুঝায়, এবং ত্রিক্ষার এই শব্দের প্রয়োগ থাকিলে যবক্ষার, সোহাগা, সাঁচিক্ষার এই ক্ষার ত্রয়কে বুঝাইবেক। ১৯৮।

সন্নিপাতে বিরেচন নিষেধ ব্যবস্থা।

সন্নিপাতে প্রকম্পন্তং বিলপন্তং ন বৃংহয়েৎ। ১৯৯।

সন্নিপাত জ্বরে কম্প উপদ্রব বিশিষ্ট কিম্বা বিলাপ উপদ্রব বিশিষ্ট রোগীকে কখন বিরেচন করাইবেক না। ১৯৯।

সন্নিপাতে নিদ্রা নিবারণ মুষ্টিযোগ।

সিত মরিচ নাগকেশর, নীলোৎপল কন্দ বর্ত্তিতা বর্ত্তি।
শময়তি সততং নিদ্রাং শশিলেখেব তমোবিকৃতিঃ। ২০০।

শোজনার বিচি, নাগকেশর ফুল ও নীলবর্ণ নালীর মূল, বাটিয়া বাতির মত করিয়া নাকে কাটিদেওয়ার মত করিয়া নাকে দিলে চন্দ্রের কলায় যেমন অন্ধকার নষ্ট করে তেমনি এই ঔষধ সন্নিপাতে সর্ব্বদা নিদ্রা উপদ্রব নষ্ট করে। ২০০।

অঞ্জন।

মরিচান্মধুনাঞ্জনতো নিদ্রাং হন্যাৎ কণাদ্বাপি। ২০১।

মধুদিয়া মরিচ অথবা পেঁপুল বাটিয়া চক্ষে অঞ্জন দিলে নিদ্রা নাশ করে। ২০১।

অপরঞ্চ নস্য।

বৃহতিফল সৈন্ধব, যষ্টিমধু, কল্ক সংযুতং নস্যং।
অতিচিন্তনমিব সততং, নিদ্রামতিসন্ততাং হন্যাৎ। ২০২।

বেগুড়ের ফল, সৈন্ধব, ও যষ্টিমধু, একত্রিত বাটিয়া কল্ক করিয়া নস্য করিলে, সর্ব্বদা যেন কোন গাঢ় চিন্তা করিতেছে, এই ভাবের নিদ্রাউপদ্রবের শান্তি হয়। ২০২।

স্বেদ দেওয়া ব্যবস্থা।

চিকিৎসিতে কৃতে ত্বেবং, যস্য সজ্ঞা নজায়তে।
ললাটে পাদয়োঃ পৃষ্ঠে, তস্য দাহঃ প্রশস্যতে। ২০৩।

অভিন্যাসাক্রান্ত রোগীর পূর্ব্বমত চিকিৎসাদি করিয়াও যদি চৈতন্য না জন্মায়, তবে তাহার ললাটে, পাদদ্বয়ে, ও পৃষ্ঠে উত্তাপ দেওয়া উচিত। ২০৩।

তৃষ্ণা ও দাহে জল খাইতে দিবার ব্যবস্থা।

দশমূলী জলং কোষ্ণং দাতব্যং সন্নিপাতিনে।
তৃষ্ণা দাহাভিভূতায় নদদ্যাচ্ছীতলং জলং ।২০৪।

তৃষ্ণা ও দাহতে অতি কাতর সন্নিপাত রোগীকে দশমূল দিয়া জল তপ্ত করিয়া অর্থাৎ যতজল তাহার অর্দ্ধেক ক্ষয় করিয়া অবশিষ্ট অর্দ্ধেক রাখিয়া ঈষৎ উষ্ণ স্বভাব সেই জল খাইতে দিবেক। শীতল জল কদাচ দিবেক না।২০৪।

সন্নিপাতে পিপাসা নিবারণ মুষ্টিযোগ ব্যবস্থা।

কর্পূর চূর্ণং তৃষ্ণায়াং, বদনে ধারয়েৎ সদা।
উষ্ণোপ সেবা সততং দিবানিদ্রাং বিবর্জ্জয়েৎ। ২০৫।

সন্নিপাত পিপাসায়, সর্ব্বদা মুখে কর্পূর রাখিবে ও সর্ব্বদা উষ্ণ সেবা করিবে এবং দিবা নিদ্রা ত্যাগ করিবে।২০৫

পথ্য ব্যবস্থা।

শক্তবঃ শীতবীর্য্যাঃ স্যূর্লাজ পূর্ব্বা হিতা নতে।
দশমূলাদিনাসিদ্ধঃ সৈন্ধবেন সমন্বিতঃ।
পাচনো দীপনোলাজমণ্ডস্তেনোক্ত ইষ্যতে॥
সচ জীর্য্যত্য বিঘ্নেন জ্বরী জীবেৎ তথা ধ্রুবং। ২০৬।

খৈএর ছাতু শীতবীর্য্য, অতএব সন্নিপাত জ্বরীর তাহা কখন পথ্য হয় না। দশমূলের ক্বাথ দিয়া খৈএর মণ্ড প্রস্তুত করিয়া, একটু সৈন্ধব দিয়া তাহাই খাইতে দিবেক। তাহা পরিপাক জন্মায় ও অগ্নিশুদ্ধি করে এবং নির্ব্বিঘ্নে জীর্ণ হয় ও তাহা আহার করিয়া রোগীর প্রাণ ধারণও অবশ্যই হইতে পারে। ২০৬।

সন্নিপাতজ্বরে ঘর্ম্ম উপদ্রবে মুষ্টিযোগ।

পাদয়োর্হস্তয়োর্মূলে কণ্ঠকূপেচ গণ্ডযোঃ।
স্বেদো ভৃষ্ট কুলত্থানাং চূর্ণ ঘর্ষণ মাচরেৎ। ২০৭।

ঘর্ম্ম উপদ্রব হইতে লাগিলে কুলত্থ কলাই ভাজিয়া, পাদ দ্বয়ে, হস্তদ্বয়ের মূলে, কণ্ঠার কূপেতে ও উভয় গণ্ডস্থলে তাহার স্বেদ দিলে কিম্বা তাহা চূর্ণ করিয়া ঐ ২ স্থানে ঘর্ষণ করিলে ঘর্ম্ম নিবৃত্তি হয়। ২০৭।

কর্ণমূলে শোথ নিবারণ মুষ্টিযোগ ব্যবস্থা।

শোথঃ সঞ্জায়তে কর্ণে সন্নিপাতে যদা ক্বচিৎ।
রক্তাবসেচনৈঃ পূর্ব্বং, সর্পিঃপানৈশ্চ তং জয়েৎ। ২০৮।

সন্নিপাতে কর্ণমূলে যদি শোথ হয় তবে, জ্বরের পূর্ব্বে হইলে ঐ কর্ণমূলের রক্ত মোক্ষণ করিয়া, এবং জ্বরের অন্তে হইয়া থাকিলে ঘৃত পান করিতে দিয়া, ঐ শোথ দমন করিবেক।২০৮।

অপরঞ্চ।

প্রদেহৈঃ কফপিত্তঘ্নৈ র্বমনৈঃ কবড়গ্রহৈঃ। ২০৯।

কফঘ্ন ও পিত্তঘ্ন বস্তুর দ্বারা প্রলেপ দিয়া, কিম্বা স্থল বিশেষে বমন করাইয়া অথবা যাহাতে নালাদি নির্গত হইয়া যায় এমন কোন কবল দিয়া তাহার প্রতিকার করিবেক।২০৯

অপরঞ্চ।

কুলত্থ কটফলৈঃ শুণ্ঠী কারবীচ সমাংশিকৈঃ।
সুখোষ্ণং লেপনং কার্য্যং কর্ণমূলে মুহুর্মুহু। ২১০।

কুলত্থ কলাই, কট্‌ফল, শুঁট ও সূক্ষ্মকৃষ্ণজিরা, বাটিয়া ঈষৎ উষ্ণ করিয়া কর্ণমূলে বারম্বার প্রলেপ দিবেক। ২১০।

অপরঞ্চ।

গৈরিকং পাংশুজং শুণ্ঠী, বচা কটুক কাঞ্জিকৈঃ।
কর্ণশোথ হরোলেপঃ সন্নিপাত জ্বরে দৃঢ়ং। ২১১।

গেরিমাটী, খাদ্য লবণ, শুঁট্, বচ, কট্কী, কাঁজিদিয়া বাটিয়া প্রলেপ দিলে নিশ্চয়ই কর্ণমূলের শোথ নাশ করে। ২১১।

অপরঞ্চ।

বীজপূরাগ্নি মন্থাঙ্ঘ্রি, নাগরং দেবদারু চ।
রাস্নাচ চিত্রকঞ্চেতি লেপনং গলশোথনুৎ। ২১২।

বাতাবিলেবুর মূলের ছাল ও গণিরির মূল, শুঁট, দেব দারু মূলের ছাল, রক্ত ভাণ্ডীর মূল ও রক্তচিতার মূল, একত্র বাটিয়া প্রলেপ দিলে কর্ণমূলের শোথ নিবৃত্তি হয়। ২১২।

অপরঞ্চ।

সুখোষ্ণ দশমূলেন প্রলেপোপি মহাফলঃ। ২১৩।

দশমূল বাটিয়া ঈষৎ উষ্ণ করিয়া প্রলেপ দিলেও কর্ণ-মূল শোথের শান্তি হয়। ২১৩।

অথ আগন্তু জ্বর নিদানাদি।

অভিঘাতাভিচারাভ্যামভিশঙ্গাভিশাপতঃ।
আগন্তুর্জায়তে দোষৈ যথাস্বং তং বিভাবয়েৎ। ২১৪।

অস্ত্র শস্ত্রাদি, লোষ্ট্রাদি, মুষ্টি চপেটাদি, কিম্বা লগুড়াদি দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হইলে, অথবা কোন স্থানে ক্ষত, ব্রণ, স্ফীত কি বেদনাদি হইলে, জন্মায় যে জ্বর। এবং কোন কুমন্ত্রাদি কি মন্দ স্বস্ত্যয়ণাদি জন্য জন্মায় যে জ্বর। এবং

বিষ পানাদি, কোন তীব্রদ্রব্যের আঘ্রাণাদি, ভূতাবেশাদি কিম্বা কাম, ক্রোধ, ভয়ও শোকাদি জন্য জন্মায় যে জ্বর। এবং ব্রাহ্মণ, গুরু, বৃদ্ধ, ও সিদ্ধপুরুষদিগের অবমাননাদি করিলে তাঁহাদিগের মনে জন্মায় যে অনিষ্ট চিন্তাদি তৎজন্য জন্মায় যে জ্বর। এই প্রকার সমস্ত জ্বরকে আগন্তুজ জ্বর বলে। এই রূপে আগন্তুজ জ্বর সংপ্রাপ্তির পরে, যে দোষের বলাবল হয় ও পশ্চাৎ তাহার যে সকল লক্ষণ বলা যাইতেছে, সেই সকল দোষের দ্বারাই সেই২ জ্বরকে চেনা যাইবেক।২১৪।

বিষ পানজ লক্ষণ ও উপদ্রব।

শ্যাবাস্যতা বিষকৃতে, তথাতিসার এবচ।
ভক্তারুচিঃ পিপাসাচ তোদশ্চ সহ মূর্চ্ছয়া॥ ২১৫।

বিষকৃত জ্বরে মুখ শাকেরপাতার বর্ণ হয় এবং অতিসার, অরুচি, পিপাসা, অঙ্গবেদনা, ও মূর্চ্ছা এই সকল উপদ্রব জন্মায়। ২১৫।

ঘ্রাণজে উপদ্রব।

ঔষধি গন্ধজে মূর্চ্ছা শিরোরুক্ বমথুস্তথা। ২১৬।

তীব্র ঔষধি ঘ্রাণজ জ্বরে, মাথা ব্যথা, মূর্চ্ছা ও বমন, এই সকল উপদ্রব জন্মায়। ২১৬।

কাম, ক্রোধ, ভয়, শোকজ জ্বরের লক্ষণ ও উপদ্রব।

কামজে চিত্ত বিভ্রংশস্তন্দ্রালস্যমভোজনং।
ভয়াৎ প্রলাপঃ শোকাচ্চ, ভবেৎ কোপাচ্চ বেপথুঃ॥
কামশোক ভয়াদ্বায়ুঃ, ক্রোধাৎ পিত্তং ত্রয়োমলাঃ। ২১৭।

কামজ জ্বরে চিত্তের বিপর্য্যায়, তন্দ্রা, আলস্য ও অরুচি।

ভয় ও শোকজ জ্বরে প্রলাপ। শোক ও কোপজ জ্বরে কম্প। এবং কাম, শোক ও ভয়, এই তিনেতে বায়ু প্রকোপ হয়। এবং ক্রোধেতে তিন দোষেরই প্রকোপ হয়। কিন্তু ইহাতে পিত্ত প্রাধান্য জন্মায়। ২১৭।

ভূতাভিসঙ্গের উপদ্রব ও লক্ষণ।

ভূতাভিসঙ্গাদুদ্বেগো, হাস্য রোদন কম্পনং।
ভূতাভিসঙ্গাৎ কুপ্যন্তি ভূত সামান্য লক্ষণাঃ ॥ ২১৮।

ভূতাভিসঙ্গজ জ্বরে উদ্বেগ, হাস্য, রোদন ও কম্পন, এই সকল উপদ্রব হয়। এবং যে ভূতের অভিসঙ্গ হয় সেই ২ ভূতের যে লক্ষণ সেই প্রকার লক্ষণ প্রকাশ পায়। ২১৮।

অভিচার ও অভিশাপজ জ্বরের উপদ্রব।

অভিচারাভিশাপাভ্যাং মোহস্তৃষাচ জায়তে। ২১৯।

অভিচার ও অভিশাপজ জ্বরে মোহ ও পিপাসা হয়। ২১৯

আগন্তু জ্বরের পথ্য ও চিকিৎসা।

অভিঘাত জ্বরো নস্যাৎ পানাভ্যঙ্গেন সর্পিষঃ। ২২০।

ঘৃতপান ও মর্দ্দনেতেই আঘাতাদি জন্য উৎপন্ন জ্বরের শান্তি হয়। ২২০।

ক্ষতানাং ব্রণিতানাঞ্চ, ক্ষতব্রণ চিকিৎসয়া।
কষায়ং মধুরং স্নিগ্ধং হিতঞ্চাত্রোষ্ণ বর্জ্জিতং ॥ ২২১।

ক্ষত ও ব্রণ জন্য জ্বর ক্ষত ও ব্রণের চিকিৎসাতেই উপশম হয়। এবং ক্ষতাদিজন্য জ্বরীর পক্ষে কষায় রস, মধুর রস এবং স্নিগ্ধদ্রব্য সেবা ও উষ্ণ ক্রিয়া পরিত্যাগ করা পথ্য। ২২১

ঔষধি গন্ধ বিষজৌ, বিষপিত্ত প্রবাধনৈঃ।
জয়েৎ কষায়ৈ র্মতিমান্, সর্ব্বগন্ধ কৃতৈ র্ভিষক্। ২২২।

কোন তীব্র ঔষধির গন্ধ আঘ্রাণ জন্য কি বিষপানাদি জন্য সমুৎপন্ন জ্বর, বিষ ও পিত্ত যাহাতে শান্ত হয় সেই রূপ কার্য্য করিয়া কিম্বা নানা প্রকার সুগন্ধ দ্রব্যের পাচন পান করাইয়া প্রতিকার করিবেক। ২২২।

অভিচারাভিশাপোত্থে, জপহোমাদি ভেষজং।
উৎপাত গ্রহ পীড়োত্থে, দান স্বস্ত্যয়নাদিকং। ২২৩।

অভিচার জন্য ও অভিশাপ জন্য জ্বরেতে জপও হোমাদি করাই ঔষধি। এবং কোন মন্দগ্রহাদির দৃষ্টিজন্য সমুত্থিতজ্বর প্রতিকার করিতে দান ও স্বস্ত্যয়নআদি করাই ঔষধি। ২২৩

ক্রোধজে পিত্তজিৎ কার্য্যং পথ্যং সৎবাক্যমেবচ। ২২৪।

ক্রোধ জন্য জ্বরে যাহাতে পিত্তশান্তি হয় এমন কার্য্য এবং যাহাতে ক্রোধ শান্তি হয় এমন সৎবাক্য প্রয়োগ করিলেই হিত হয়। ২২৪।

আশ্বাসেনেষ্টলাভেন বায়োঃপ্রশমনেন চ।
হর্ষণৈশ্চ শমং যান্তি কাম শোক ভয়জ্বরাঃ॥ ২২৫।

আশ্বাস বাক্যেতে কিম্বা বাঞ্ছনীয় বস্তু প্রাপ্ত হইলে কাম জ্বর ও যাহাতে বায়ু উপশম হয় এমন কার্য্য করিলে শোকজ্বর ও যাহাতে হর্ষ জন্মায় এমন কার্য্য করিলে ভয়জ্বর উপশম হয়। ২২৫।

কামাৎ ক্রোধজ্বরোনাশং, ক্রোধাৎ কামসমুদ্ভবঃ।
যাতি তাভ্যামুভাভ্যাঞ্চ, ভয়শোক সমুদ্ভবঃ। ২২৬।

কাম জন্মাইলে ক্রোধজ্বরের শান্তি এবং ক্রোধ জন্মাইলে কাম জ্বরের শান্তি হয়। এবং কাম কিম্বা ক্রোধ জন্মাইলে ভয় ও শোক জ্বরের শান্তি হয়। ২২৬।

ভূতবিদ্যা সমুদ্দিষ্টৈর্বন্ধাবেশন তাড়নৈঃ।
জয়েৎ ভূতাভিশঙ্গোত্থং, মনঃশান্তৈশ্চমানসং। ২২৭।

ভূতবিদ্যায় প্রসিদ্ধ আছে যে বন্ধন করা, অন্য শরীরে সঞ্চার করান এবং আঘাত ও তিরস্কারাদি করণ, তাহাতেই ভূতাভি সঙ্গজ জ্বর শান্ত হইবেক। এবং মনঃক্ষোভ জন্য মনে যে জ্বর, তাহা মনের সন্তোষ জন্মাইয়া উপশম করিবেক। ২২৭।

অভ্যাসাদ্যৈশ্চ সময়েৎ, ব্যায়ামাদি কৃতং জ্বরং।
ইত্যাগন্তু জ্বরে পূর্ব্বে ভিষগ্ভিঃ পথ্যমিষ্যতে। ২২৮।

ব্যায়ামাদি জন্য উৎপন্ন জ্বর, ক্রমে ঐ ব্যায়ামাদি অভ্যাস করিয়া শান্ত করিবেক। আগন্তু জ্বরের প্রথমাবস্থায় চিকিৎসকগণ এইরূপ পথ্য বিধান করেন। ২২৮।

এই প্রকার পথ্যশীল হইলেও যদি আগন্তু জ্বর উপশম না হয় তবে নিম্ন উক্ত ব্যবহার করিবেক। কিন্তু ইহা সর্ব্বপ্রকার জ্বরেরই প্রতিকার প্রদায়ক হয়।

বিষ্ণোর্নাম সহস্রস্য পাঠ শ্রবণ মাচরেৎ।
দেবানাং ব্রাহ্মণাঞ্চ গুরুণামপি পূজনং।
ব্রহ্মচর্য্যং তপোহোমঃ প্রদানং নিয়মোজপঃ।
সাধুনাং দর্শনং সত্যংরত্নৌষধিবিধারণং।
মঙ্গলাচরণঞ্চেতি বর্গঃ সর্ব্বান্ জ্বরান্ জয়েৎ। ২২৯।

বিষ্ণুর সহস্রনাম পাঠ ও শ্রবণ, দেব, গুরু ও ব্রাহ্মণ পূজা, ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন, তপস্যা, হোম, দান ধ্যান, নিয়ম পূর্ব্বক জপ, সাধুব্যক্তি দর্শন, কোন রত্ন কি ঔষধি ধারণ, এবং অন্য অন্য প্রকার মঙ্গলাচরণ করাতেই সকল প্রকার জ্বরের শান্তি হয়। ২২৯।

জ্বররোগী মাত্রেরই নিষিদ্ধ কার্য্য।

অধিবাসনকর্ম্মাণি রক্তস্রগ্‌বস্ত্র ধারণং।
তৌড়ীমৎস্যঞ্চপিন্যাকং শক্তুকং ঘৃতপিষ্টকং।
বমিবেগং দন্তকাষ্ঠমসহ্যমপি ভোজনং।
বিরুদ্ধান্যন্নপানানি বিদাহীনি গুরূণি চ।
দুষ্টাম্বুক্ষারমম্লানি পত্রশাকং বিরোচকং।
নলদাম্বু চ তাম্বূলং কালিঙ্গনৈকুচং ফলং।
অভিষ্যন্দীনি চৈতানি জ্বরিতঃ পরিবর্জ্জয়েৎ। ২৩০।

অধিবাস কার্য্য, চন্দন, মালা ও রক্তবস্ত্র ধারণ, যাহা কাটিয়া পাক করিতে হয় এরূপ কোন বড় মৎস্য, তিলমোদক, ছাতু, ঘৃত, ও পিষ্টক ভোজন, বমি বেগ করণ, দন্তকাষ্ঠ ব্যবহার, অপরিমিত ভোজন, বিরুদ্ধ পানাদি, পিত্তবৃদ্ধি কর ও গুরুপাকদ্রব্য ভোজন, দূষিত জল পান, ক্ষার দ্রব্য, অম্লদ্রব্য, পত্রশাক, ও অরুচি কারক দ্রব্য আহার, সুগন্ধ বাসিত জল পান, তাম্বুল ব্যবহার, তরমুজ ও ডেহুয়া ফল ভোজন, জ্বরী ব্যক্তি এই সমস্ত শ্লেষ্মাকর আহার ব্যবহারাদি ত্যাগ করিবেক। ২৩০।

দেওয়া, অরুচি, সদা নিদ্রাবেশ, শরীর অবশ, মুখ বিরস, ও মুখে স্ফোটকাদি বাহির হওয়া, গাত্র ভার, ক্ষুধা রহিত, প্রস্রাব বাহুল্য, অঙ্গ সকলের স্তব্ধভাব ও জ্বরের অতি প্রবলতা, আমজ্বরের চিহ্ন এই। ইহাতে ঔষধি ব্যবহার করা উচিত নহে, করিলে জ্বর দ্বিগুণতর প্রবল হইয়া উঠিবার সম্ভব। ২৩৩।

পচ্যমান জ্বর লক্ষণ।

জ্বরবেগোঽধিকস্তৃষ্ণা প্রলাপঃশ্বসনং ভ্রমঃ।
মলপ্রবৃত্তিকৎক্লেশঃ পচ্যমানস্য লক্ষণং। ২৩৪।

অতিশয় জ্বরবেগ, তৃষ্ণা, প্রলাপ, নিশ্বাস প্রশ্বাস ঘন, ভ্রান্তি, বাহ্যের বেগ, শরীরের ক্লিষ্ট ভাব, আম পচ্যমান অর্থাৎ যখন দূষিত আম রস পরিপাক হইতে থাকে সেই অবস্থায় জ্বরের এই রূপ লক্ষণ প্রকাশ পাওয়া যায়। ২৩৪।

নিরাম অর্থাৎ পক্কজ্বরলক্ষণ।

ক্ষুৎক্ষামতা লঘুত্বঞ্চ গাত্রাণাং জ্বরমার্দ্দবং।
দোষপ্রবৃত্তিরষ্টাহো নিরাম জ্বর লক্ষণং। ২৩৫।

অত্যন্ত ক্ষুধা, গা, হাত, পা পাতলা বোধ, জ্বর মৃদু, বাতপিত্তাদি দোষ সকলের বক্র ভাব নিবৃত্তি সপ্তরাত্রি অতীত হওয়া, নিরাম জ্বরের এই সব লক্ষণ। ২৩৫।

জ্বরের উপদ্রব সংখ্যা।

শ্বাসোমূর্চ্ছারুচিশ্ছর্দ্দি স্তৃষ্ণাতিসারবিড়্‌গ্রহাঃ।
হিক্কা কাসাঙ্গভেদাশ্চ জ্বরস্যোপদ্রবাদশ। ২৩৬।

নিশ্বাস প্রশ্বাস ঘন, হতচৈতন্য ভাব, অরুচি, বমিবেগ,

পিপাসা, অতিসার, কোষ্ঠবদ্ধ, হিক্কা, কাস, ও গাত্রমোড়া আসা, জ্বরের এই দশ প্রকার উপদ্রব হইতে পারে। ২৩৬।

সাধ্য জ্বর লক্ষণ।

বলবৎ স্বল্পদোষেষু জ্বরঃ সাধ্যোঽনুপদ্রবঃ। ২৩৭।

জ্বর যদি অল্প দোষেতে উৎপন্ন হয় ও উপদ্রব না থাকে এবং রোগী যদি বলবান থাকে তবে সে জ্বর অতি সুখেতে চিকিৎসা হইতে পারে। ২৩৭।

প্রাণান্তকৃত্ জ্বরের লক্ষণ।

হেতুভির্বহুভির্জাতো বলিভির্বহুলক্ষণঃ।
জ্বরঃ প্রাণান্তকৃৎ যস্তু শীঘ্রমিন্দ্রিয় নাশনঃ। ২৩৮।

যে জ্বর অনেক প্রকার বলবৎ বলবৎ কারণ হইতে বহু-প্রকার লক্ষণাক্রান্ত হইয়া জন্মায় সে জ্বরে প্রাণান্তই করে। এবং উৎপন্ন হইবামাত্র দৃষ্টিশক্তি কি শ্রবণশক্তি ইত্যাদি কোন প্রকার ইন্দ্রিয় বিনাশ করে যে জ্বর, সেও প্রাণান্তকারী হয়। ২৩৮।

অসাধ্য জ্বর লক্ষণ।

জ্বরঃ ক্ষীণস্য শূলস্য গম্ভীরোদৈর্ঘরাত্রিকঃ।
অসাধ্যো বলবান যশ্চ কেশসীমন্তকৃজ্জ্বরঃ। ২৩৯।

শরীর ক্ষীণ ও বেদনাযুক্ত ব্যক্তির দীর্ঘরাত্রি পর্য্যন্ত ভোগ করে যে অতি বলবান গম্ভীর জ্বর তাহা কোনমতেই চিকিৎসা হয় না। এবং জ্বর হইয়াই মাথায় সিতি পাড়ান মত দেখায় যে জ্বরে তাহাকে কেশ সীমন্তকৃৎ জ্বর বলে, সেপ্রকার জ্বরও অসাধ্যঃ। ২৩৯।

গম্ভীর জ্বরের লক্ষণ।

গম্ভীরস্তু জ্বরঃ জ্ঞেয়োহ্যন্তর্দাহেন তৃষ্ণয়া।
আনদ্ধত্বেন দোষাণাং শ্বাসকাসোদ্গমেন চ। ২৪০।

অত্যন্ত অন্তর্দাহ ও পিপাসা এবং বায়ু পিত্ত কফ প্রভৃতি দোষ সকলের জড়ীভূত ভাব ও শ্বাসকাস এই সকল ভয়ানক উপদ্রব যুক্ত যে জ্বর তাহাকে গম্ভীর জ্বর বলে।২৪০।

মৃত্যুর চিহ্ন।

আরম্ভাদ্বিষমোযস্তু যশ্চ বা দৈর্ঘরাত্রিকঃ।
ক্ষীণস্য চাতিরুক্ষস্য গম্ভীরো যস্য হন্তিতং। ২৪১।

আরম্ভ হইয়াই প্রথমাবধি যে জ্বর বিষম হয় এবং আরম্ভ হইতেই যে জ্বর দীর্ঘরাত্রি পর্য্যন্ত ভোগ করে। এবং শরীর ক্ষীণ ও অতিরুক্ষ ব্যক্তির যদি পূর্ব্ববৎ গম্ভীর জ্বর হয়। এই সমস্ত জ্বরই মরণের কারণ। ২৪১।

অপরঞ্চ।

বিসঙ্গস্তাম্যতে যস্তু শেতে নিপতিতোহপিবা।
শীতার্দ্দিতোহন্তরুষ্ণশ্চ জ্বরেণ ম্রিয়তে নরঃ। ২৪২।

যে জ্বরে, রোগীর সংজ্ঞা রহিত ও মোহপ্রাপ্তি হয়, এবং শয়নকরিলে আপনি উঠিবার শক্তি রহিত হয় এবং সর্ব্বদা শীত করে ও অন্তরের মধ্যে উষ্ণ থাকে এমন জ্বরেও মানুষ মরিয়া যায়। ২৪২।

অপরঞ্চ।

যো হৃষ্টরোমারক্তাক্ষো হৃদিসংঘাত শূলবান।
বক্ত্রেণচৈবোচ্ছ্বসিতি তং জ্বরো হন্তি মানবং। ২৪৩।

যে জ্বরে, রোগীর রোমাঞ্চিত ও নয়ন রক্তবর্ণ হয় এবং বুকে অতি সঘাতরূপে শূলাঘাতরূপ বেদনা বোধ করে, মুখে নিশ্বাস প্রশ্বাস হয় সে জ্বরেও রোগীকে বিনাশ করে। ২৪৩।

অপরঞ্চ।

হিক্কাশ্বাস তৃষ্ণায়ুক্তং মূঢ়ং বিভ্রান্ত লোচনং।
সন্ততোচ্ছ্বসিনং ক্ষীণং নরং ক্ষপয়তি জ্বরঃ। ২৪৪।

যে জ্বরে রোগী হিক্কা, শ্বাস, ও তৃষ্ণায়ুক্ত এবং মোহ প্রাপ্ত হয় ও নেত্রদ্বয় ঘুরায়,নিরন্তর মুখেতে শ্বাস প্রশ্বাস করে ও অতিশয় কাহিলী হয়, সে জ্বরে তাকে বিনাশ করে। ২৪৪।

অপরঞ্চ।

হতপ্রভেন্দ্রিয়ং ক্ষীণমরোচক মিপীড়িতং।
গম্ভীর তীক্ষ্ণবেগার্ত্তং জ্বরিতং পরিবর্জ্জয়েৎ। ২৪৫।

যে জ্বররোগী চক্ষু আদি ইন্দ্রিয় শক্তি বিহীন ও অতিশয় ক্ষীণ, এবং অরুচিতে বড় কাতর, ও গম্ভীর জ্বরের তীক্ষ্ণ বেগে অতি পীড়িত, তাহাকে ত্যাগ করিবে। ২৪৫।

অথ তরুণ জ্বরের রসায়ণ ব্যবস্থা।

সামে মহাত্যয়ে বদ্ধে দোষে যো ভদ্রমিচ্ছতি।
তূর্ণং পেয়াদিকংহিত্বা গৃহ্নাতীতি রসাদিকং। ২৪৬।

আম রসের পরিপাক না হইতে হইতে ও কোষ্ঠ বদ্ধ দোষ থাকিতে২ যেব্যক্তি অতি ত্বরায় নিরাময় হইতে ইচ্ছা করে সে পাচনাদি পরিত্যাগ করিয়া রস ঘটিত ঔষধ আদি ব্যবহার করিবেক। ২৪৬।

জ্বরগজ কেশরী রস।

রসহিঙ্গুলজিষ্টুনাং ভাগবৃদ্ধ্যা যথোত্তরং।
ত্রিবৃদ্দন্ত্যম্বুবেক্কাথে দাতব্যা সপ্তভাবনা।
রক্তিমানা বটীকার্য্যা মধুনাসহ পায়য়েৎ।
দিনার্দ্ধেন জ্বরংহন্যাৎ পথ্যং দধ্যন্নমাচরেৎ। ২৪৭।

রসসিন্দুর একভাগ, হিঙ্গুল দুইভাগ, ও জৈপাল তিনভাগ একত্রে মাড়িয়া তেওড়ার মূল ও দন্তি মূলের ক্কাথে সাতবার ভাবনা দিয়া একরতি প্রমাণ এক বটী মধু অনুপান দিয়া খাওয়াইলে এক বেলার মধ্যে জ্বর শান্ত হয়। পথ্য স্থান বিশেষে দধিভাত। ২৪৭।

রসন্দিূর প্রস্তুত ব্যবস্থা।

পলমাত্রং রসংশুদ্ধং তাবন্মাত্রন্ত গন্ধকং।
বিধিবৎ কর্জ্জলীংকৃত্বা ন্যগ্রোধাঙ্কুরবারিভিঃ।
ভাবনাত্রিতয়ংদত্বা স্থালীমধ্যে নিধাপয়েৎ।
বিরচ্য কবচীযন্ত্রং বালুকাভিঃ প্রপূরয়েৎ।
দদ্যাত্তদনুমন্দাগ্নিং ভিষগ্‌যাম চতুষ্টয়ং।
জায়তে রসসিন্দূরং তরুণাকণসন্নিভং।
অনুপান বিশেষেণ করোতি বিবিধান্‌গুণান্। ২৪৮।

আট তোলা শোধন করা পারদ ও আট তোলা গন্ধক বিধিমত কজ্জ্বলী প্রস্তুত করিয়া বটবৃক্ষের লর রসদিয়া তিনবার ভাবনা দিবেক, তাহার পরে বতলের মধ্যে ঐ দ্রব্য রাখিয়া কাটখড়ির ছিপি করিয়া ঐ বতলের মুখ বদ্ধ করিবেক এবং চুনের দ্বারা সেই ছিপির চারিপার্শ্বে লেপ

দিবেক তৎপরে মাটি ও কাপড়ের কানি দিয়া ঐ বতলের গাত্র লেপিয়া ঐ বতল একটী হাঁড়ীর ভিতর রাখিয়া সেই হাঁড়ী বালি দিয়া পরিপূর্ণ করিতে হয় ও ঐ হাঁড়ির মুখে এক অঙ্গুল পুরু করিয়া সৈন্ধব দিয়া এবং হাঁড়ীর তলায় সুঁচের আগার মত একটী ছিদ্র করিয়া চারি প্রহর কাল অতি মন্দ ২ জাল দিলে প্রভাত কালের সূর্য্যের বর্ণের ন্যায় রক্তবর্ণ রসসিন্দূর প্রস্তুত হয়। উহা অনুপান বিশেষ দ্বারা নানা প্রকার গুণকারক হয়। ২৪৮।

রস শোধন বিধি।

একেন রশুনেনৈব সম্যকশুদ্ধোভবেদ্রসঃ।
রশুন মর্দ্দিতঃসূতো নাগবল্লীদলস্থিতঃ।
সর্ব্বদোষবির্নি মুক্তো যোজয়েৎরসকর্ম্মসু। ২৪৯।

কেবল একমাত্র রশুনের রসেতেই পারদ সম্যক প্রকার শুদ্ধ হয়, রশুনের রসের দ্বারা বেশ করিয়া মাড়িয়া পানের পাতায় রাখিয়া শুখাইলে সকল প্রকার দোষ নষ্ট হয় ও সকল প্রকার কার্য্যেতে এই প্রকার শোধন করা পারদই ব্যবহার হয়। ২৪৯।

গ্রহণের যোগ্য ও অযোগ্য পারদ।

অন্তঃসুনীলো বহিঃকজ্জ্বলো যো মধ্যাহ্ন সূর্য্যপ্রতীম প্রকাশঃ।
শস্তোঽথধূম্রঃ পরিপাণ্ডুরশ্চ চিত্রোন যোজ্য রসকর্ম্মসিদ্ধৌ।২৫০।

ভিতরে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলে অতি উত্তম নীলবর্ণ দেখায় ও বাহিরে সহসা কালিবর্ণ দেখা যায় এবং মধ্যাহ্ন কালের সূর্য্যের আভার ন্যায় আভা বিশিষ্ট যে পারদ

পারদের কার্য্যেতে সেই পারদ ও ধূম্রবর্ণ এবং পাণ্ডুর বর্ণ পারদই অতি প্রশস্ত হয়। নানা বর্ণের পারদ ঔষধাদি কার্য্যে কদাচ যুক্ত নয়। ২৫০।

পারদের দোষ।

নাগবঙ্গোমলোবহ্নিশ্চাঞ্চল্যঞ্চবিষংগিরিঃ।
অসহ্যাগ্নির্মহাদোষাঃ স্বভাবাৎ পারদেস্থিতাঃ।
শুদ্ধোহয়মমৃতং সাক্ষাদ্দোষযুক্তোরসোবিষং। ২৫১।

সর্পবিষ দোষ। রাং, অন্য কোন প্রকার মলা ও অগ্নি দোষ। চঞ্চলতা দোষ অর্থাৎ কর্পূরের ন্যায় উড়ে যায়। অন্য প্রকার বিষ দোষ। পাথরের দোষ। অগ্নিতে দিলে উড়ে যায়। এই সকল দোষ স্বভাবত পারদে প্রায়ই থাকে এজন্য পারদ শোধন করিয়া প্রয়োগ করিতে হয়। শুদ্ধ পারদ অমৃত তুল্য ও দোষযুক্ত পারদ বিষতুল্য। ২৫১।

পারদ শোধন করার পরিমাণ।

পলান্নূ্যনো নকর্ত্তব্যো রসসংস্কারকোবিধিঃ।
অভাবেকর্ষমানঞ্চ মতমেতত্তুকস্যচিৎ।
প্রয়োগেষু চ সর্ব্বেষু যথা লাভং প্রকল্পয়েৎ। ২৫২।

আট তোলার কমে রসশুদ্ধি করিবেক না। একান্ত যদি না পাওয়া যায় তবে কেহ২ বলেন দুই তোলাও শুদ্ধ হয়। এই মাত্রায় শুদ্ধ করিয়া লইয়া যাহাতে যতটুকু দিবার বিধান থাকে তাহাতে তত পরিমাণে ব্যবহার করিবেক। ২৫২।

গন্ধক শোধন বিধি।

লৌহপাত্রে বিনিক্ষিপ্য ঘৃতমগ্নৌপ্রতাপয়েৎ। তপ্তেতপ্তে তৎ-সমানং প্রক্ষিপেৎগন্ধকংরজঃ। বিদ্রুতং গন্ধকংজ্ঞাত্বা দুগ্ধমধ্যে নিবাপয়েৎ। এবং গন্ধকশুদ্ধিঃস্যাৎ সর্ব্বকার্য্যেষু যোজয়েৎ। শুদ্ধোগন্ধোহরেদ্রোগান্ কুষ্ঠমৃত্যু জ্বরাদিকান্। অগ্নিকারী মহানুষ্ণো বীর্য্যবৃদ্ধিং করোতিচ। ২৫৩।

লৌহ পাত্রেতে ঘৃত তপ্ত করিয়া লইয়া ঐ তপ্ত ২ ঘৃত মধ্যে ঘৃতের সমান গন্ধকের গুঁড়া দিয়া, দেখিবে, গন্ধক যখন বিলক্ষণ দ্রব হইয়াছে তখনি দুগ্ধ মধ্যে ঢালিয়া জুড়াইলে গন্ধক শুদ্ধ হয়। এইরূপে শুদ্ধ গন্ধক ঔষধি কার্য্যেতে প্রয়োগ করিবেক। শুদ্ধ গন্ধক কুষ্ঠ, মৃত্যু, জ্বরা প্রভৃতি নানা রোগ নাশ করে, অগ্নিবৃদ্ধি করে এবং অতিশয় উষ্ণকারী হয় ও বীর্য্য বৃদ্ধি করে। ২৫৩।

কজ্জলী প্রস্তুত বিধি।

গন্ধকেন রসোমর্দ্দ্যঃ কর্জ্জলাভোযদাভবেৎ।
তদাজ্ঞেয়োমূর্চ্ছিতোহসৌ রোগং হন্যান্নশংসয়ঃ। ২৫৪।

সমান ২ শুদ্ধ গন্ধক ও পারদ মর্দ্দন করিতে ২ যখন কাজলের আভা হয় তখন ঐ রস মূর্চ্ছিত হয় ও উহাকেই কজ্জলী বলে উহা নানা রোগ নষ্ট করে সন্দেহ নাই। ২৫৪।

হিঙ্গুল শুদ্ধি।

মেষীদুগ্ধেশ্চ হিঙ্গুলং সপ্তবারঞ্চ ভাবিতং। অম্লবর্গৈস্তথা-শুদ্ধি মায়াত্যেবং নসংশয়ঃ। আদ্রকৈর্ব্বকুচজৈর্ব্বা শুদ্ধং ভবতি হিঙ্গুলং। তিক্তোষ্ণঃহিঙ্গুলং দিব্যং রসগন্ধ সমুদ্ভব। মেহং কুষ্ঠহরং কণ্ঠ্যং বল্যংমেদাগ্নিবর্দ্ধনং। ২৫৫।

ভেড়ীর দুগ্ধ দ্বারা সাতবার ভাবনা দিলে অথবা অম্ল বর্গের রসের দ্বারা কিম্বা আদা ও ডেহুয়ার রসের দ্বারা ঐ প্রকার ভাবনা দিলে হিঙ্গুল শুদ্ধ হয়। পারদ ও গন্ধকেতে জন্মায় এবং তিক্তাস্বাদ ও উষ্ণ যে হিঙ্গুল তাহাই উত্তম। শুদ্ধ হিঙ্গুল মেদ ও কুষ্ঠ রোগ নাশক, রুচিকারক, বলদায়ক, মেদ ও অগ্নি বৃদ্ধিকারক হয়।২৫৫।

অম্লবর্গ পরিভাষা।

চিঞ্চা জম্ভো নাগরঙ্গ মাতুলুঙ্গাম্লবেতসা।
চাঙ্গেরীচনকশ্চুক্রশ্চাম্লবর্গঃ প্রকীর্ত্তিতঃ। ২৫৬।

তেঁতুল, জামীর লেবু, নারাঙ্গী লেবু, বাতাবী লেবু, অম্ল বেতস, আমরুলি, ছোলার জল, চুকাপালন, এই আটপ্রকার অম্ল একত্র যোগে অম্লবর্গ বুঝায়। ২৫৬।

জৈপাল বীজ শুদ্ধি।

নিস্তুষং জয়পালঞ্চ দ্বিধা কৃত্বা বিচক্ষণঃ। এতদ্বীজস্যমধ্যেতু পত্রবৎ পরিবর্জ্জয়েৎ। অষ্টমাংশেন চূর্ণেন টঙ্গনস্যচ মেলয়েৎ কেশযন্ত্রেণ তদ্ভাব্যং পাচ্যংদুগ্ধেন সংস্পৃতং। ত্রিবারং শুদ্ধি-মায়াতি জৈপালমমৃতোপমং। ২৫৭।

জয় পালের বীজের খোসা ছাড়াইয়া শাঁশটা দুই ভাগ করিয়া ঐ শাঁশের গায়ে পাতার মত আর এক প্রকার যে খোসা থাকে তাহাও ছাড়াইয়া নিয়া আট ভাগের ভাগ সোহাগার গুঁড়া মিষাইয়া ছেঁড়াচুল ও দুগ্ধ দিয়া বিলক্ষণ চটকাইয়া সুখাইয়া লইয়া পুনর্ব্বার দুগ্ধেতে তিন বার পাক করিলে জৈপাল শুদ্ধি হয় ও শুদ্ধ জৈপাল অমৃত তুল্য হয়।২৫৭।

ভাবনা দিবার ক্বাথ প্রস্তুত পরিভাষা।

ভাব্যদ্রব্যসমংক্কাথ্যং ক্বাথ্যাদষ্টগুণং জলং।
অষ্টাবশেষিতঃক্কাথঃ ভাব্যানাং তেন ভাবনা।২৫৮।

যাহাতে ভাবনা দিতে হইবেক সেই সমস্ত দ্রব্যের পরিমাণ তুল্য ক্বাথ্য দ্রব্য লইয়া ঐ দ্রব্যের আট গুণ জল দিয়া পাক করিয়া আট ভাগের ভাগ অবশিষ্ট রাখিবে। ২৫৮।

ভাবনা দিবার দ্রবদ্রব্যের প্রমাণ পরিভাষা।

দ্রবেন যাবতা দ্রব্যমেকীভূয়াদ্র্তাং ব্রজেৎ।
তাবৎ প্রমাণং নির্দ্দিষ্টং ভিষগ্‌ভির্ভাবনাবিধৌ। ২৫৯।

যে দ্রব্যেতে ভাবনা দিতে হইবেক সেই দ্রব্যগুলি যাহাতে বিলক্ষণ মিশ্রিত হইয়া আর্দ্র ভাব হয়, তত পরিমাণে ক্বাথ কি রস দিয়া এক২ বার ভাবনা দেওয়াবিধেয়। ভাবনা দেওয়া সম্বন্ধে চিকিৎসকগণ এইরূপ পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন।২৫৯

ত্রিপুর ভৈরব রস।

বিষ টঙ্গ বলি ম্লেচ্ছ দন্তীবীজং ক্রমাদ্বহু।
দন্ত্যম্বুমর্দ্দিতং যামং রসস্ত্রিপুরভৈরবঃ।
বল্লং ব্যোষেণ চাদ্রস্য রসেন সিতয়াথবা।
দত্তে নবজ্বরং হন্তি মন্দাগ্ন্যনিলশোথহা।
হন্তিশূলং সবিষ্টাম্ভমর্শাংসি ক্রিমিজান্ গদান্।
পথ্যং তক্রেণ ভুঞ্জীত রসেহস্মিন রোগহারিণি। ২৬০।

ব্রাহ্মণবিষ অর্থাৎ শাদা বর্ণের বিষ এক ভাগ, সোহাগা দুই ভাগ, গন্ধক তিনভাগ, ওতাম্রভস্ম চারি ভাগ, দন্তীবৃক্ষের বীজ পাঁচ ভাগ একত্র করিয়া দন্তীবৃক্ষের স্বরস কিম্বা ক্বাথের

দ্বারা এক প্রহর যাবৎ বিলক্ষণ মাড়িয়া দুই রতি প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবেক। অল্প কিছু ত্রিকটুর গুঁড়া কিম্বা অল্প ইক্ষুচিনি দিয়া আদার রসে মাড়িয়া খাওয়াইলে নব জ্বরের সঙ্গে, মন্দাগ্নি, বায়ু জন্য শোথ, পেটফুলা ও বেদনা, অর্শ, ও ক্রিমি জন্য নানা প্রকার রোগের শান্তি হয়। পথ্য স্থল বিশেষে ঘোল ভাত। ২৬০।

বিষ শুদ্ধি।

বিষভাগান চনকবৎ স্থূলান কৃত্বাতু ভাজনে।
তত্রগোমূত্রকং ক্ষিপ্ত্বা প্রত্যহং নিত্য নূতনং।
শোষয়েৎ ত্রিদিনং পূর্ব্বং ধৃত্বা তীব্রাতপে ততঃ।
প্রয়োগেষু প্রযুঞ্জীত ভাগমানে ততো বিষং। ২৬১।

ছোলার মত বড়ী ২ করিয়া এক পাত্রে রাখিয়া গরুর চোনা দিয়া এক বার শুখাইলে আর দিয়া ক্রমাগত তিনদিন এইরূপ রৌদ্রে শুখাইয়া যেখানে যেমন পরিমাণ থাকে সে খানে সেই মানে প্রয়োগ করা উচিত। ২৬১।

সোহাগাদি শুদ্ধি।

কঙ্কুষ্টং গৈরিকংশঙ্খং কাশীশং টঙ্কনংতথা।
নীলাঞ্জনশুক্তিভেদাঃ খুল্লকাস বরাটকাঃ।
জম্বীর বারিণাস্বিন্নাঃ ক্ষালিতাঃ কোষ্ণবারিণা।
শুদ্ধিমায়ান্ত্যমী যোজ্যাভিষগ্‌ভির্যোগসিদ্ধয়ে। ২৬২।

কঙ্কুষ্ঠ নামে এক প্রকার পাথর, গেরিমাটী, শঙ্খ, কাংস্য মাক্ষি, সোহাগা, রসাঞ্জন, ঝিনুই, নাভি শঙ্খ ও কড়ি, লেবুর রসে সিদ্ধ করিয়া ঈষৎ উষ্ণ জল দিয়া ধুইয়া লইলে এই

ঐ সকল দ্রব্য শুদ্ধ হয় ও ঔষধাদি কার্য্যেতে ব্যবহার করা যায়। ২৬২।

তাম্রশুদ্ধি।

গোমূত্রেণ পচেৎ যামং তাম্রপত্রঞ্চদৃঢ়াগ্নিনা।
শুদ্ধতে নাত্রসন্দেহো বিষদোষং নিবর্ত্তয়েৎ। ২৬৩।

তামার অতি পাতলা ২ পাত করিয়া লইয়া গোরুর চোনা দিয়া হাঁড়ীতে করিয়া খুব গণ্‌গণে অগ্নিদ্বারা এক প্রহর যাবত্‌ পাক করিলে নিঃসন্দেহ তাম্র শুদ্ধ হয় ও বিষ-দোষ নিবৃত্তি হয়। ২৬৩।

তাম্র মারণ।

জম্বীররস সংপৃষ্টং রসগন্ধক লেপিতং। তাম্রপত্রং শরাবস্থং ত্রিপুটৈস্ত্রিয়তেধ্রুবং। বান্তি ভ্রান্তি বিরেকস্তু ন করোতি কদাচন। তাম্রংতীক্ষ্নস্তু মধুরং কষায়ংশীতলংপরং। কফপিত্ত ক্ষয়ং পাণ্ডুং কুষ্ঠং হন্তি রসায়নং। পংক্তিশূলমথার্শাংসি মন্দাগ্নিঞ্চ বিনাশয়েৎ। ২৬৪।

শোধন করা তামার সূক্ষ্ম ২ পাতাগুলি লেবুর রসে বিলক্ষণ বাটিয়া লইয়া ঐ পাতার গায় লেবুর রসের দ্বারা কর্জ্জলী মাখাইয়া একটী নূতন শরায় রাখিয়া আর একটী শরা দিয়া ঐ শরা ঢাকিবেক তাহার পরে ঐ শরা দুইটীর উপরে মৃত্তিকা ও কাপড়ের কানি দিয়া লেপিয়া গজ পুটে তিনবার পাক করিলে নিশ্চয়ই তামা ভস্ম হয়! তাম্রভস্ম তীক্ষ্ণ, মধুর ও কষায় রসযুক্ত এবং শীতল। উহাতে আর বমি, ভ্রম, বিরেচন করে না। এবং কফ, পিত্ত, ক্ষয়কাস, পাণ্ডু,

কুষ্ঠ রোগ, ও পরিনাম শূল, সকল প্রকার অর্শ, ও মন্দাগ্নি বিনাশ করে। এবং বীর্য্য বৃদ্ধি করে। ২৬৪।

পুট পাক বিধি।

হস্তমাত্রমিতেগর্ত্তে করীসে সার্দ্ধপূরিতে। অথবা তূষকাষ্ঠাভ্যাং পূরিতেঽর্দ্ধে নিধাপয়েৎ। দ্রব্যমগ্নিং ততোদত্ত্বা তথৈবার্দ্ধং প্রপূরয়েৎ। দিবা বা যদিবা রাত্রৌ বিধানেনচ পাচকঃ। চতুর্ভিঃ প্রহরৈরেব পুটপাকেন মারয়েৎ। পুটপাকক্ষণাদূর্দ্ধং স্থিতোভবতি ভস্মসাৎ। অধস্তাদপকৃষ্টস্তু মন্দোভবতি বীর্য্যতঃ কুণ্ডস্থো ভস্মনাচ্ছন্ন আকৃষ্টব্যঃসুশীতলঃ। সমাকৃষ্টস্য তপ্তস্য গুণহানি ন প্রজায়য়ে। ২৬৫।

আড়ে দিকে ও উভে একহাত পরিমাণে গর্ত্ত করিয়া ঐ গর্ত্তে অর্দ্ধেক খানি শুষ্ক গোময় অর্থাৎ ঘুটে দিয়া পরিপূর্ণ করিয়া পাক পাত্র উহার ভিতর রাখিয়া আগুণ দিয়া অপর অর্দ্ধেক ঐরূপ ঘুটে কি তূষকাষ্ঠ দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া, দিবাতে হউক কি রাত্রিতেই হউক চারি প্রহর যাবৎ পাক করিলে ধাতুদ্রব্য ভস্ম হয়। চারি প্রহরের পরেই উত্তম ভস্ম হয়। কিন্তু কিছু ন্যূন থাকিলে অপকৃষ্ট ও হীনবীর্য্য হয়। গর্ত্তের অগ্নি নির্ব্বাণ হইয়া সেই দ্রব্য সুশীতল হইলে ঐ গর্ত্ত হইতে উঠাইবেক। নচেৎ তপ্ত থাকিতে উঠাইলে গুণ হানি হয়। ২৬৫।

বল্ল প্রমাণ পরিভাষা।

গুঞ্জাদ্বয়ং বল্লমিতি চতুর্গুঞ্জাদ্বিবল্লকং। ২৬৬।

দুইরতি পরিমাণকে বল্ল এবং চারি রতিকে দ্বিবল্লক কহে। ২৬৬।

স্বরস অসম্ভব হইলে ক্বাথ দিবার প্রমাণ পরিভাষা।

শুষ্কদ্রব্যমুপাদায় স্বরসানামসম্ভবে।
বারিণ্যষ্টগুণেসাধ্যং গ্রাহ্যং পাদাবশেষিতং। ২৬৭।

কোন বৃক্ষাদির স্বরসের অসম্ভব হইলে শুষ্ক দ্রব্য লইয়া আটগুণ জল দিয়া পাক করিয়া চারিভাগের ভাগ থাকিতে নামাইয়া সেই ক্বাথ গ্রহণ করিবেক। ২৬৭।

জ্বর কেশরী রস।

শুদ্ধস্থতং বিষংগন্ধং ব্যোষং ত্রিফলমেবচ। জয়পালং সম কুর্য্যাৎ ভৃঙ্গতোয়েবিমর্দ্দিতং। বটিকা গুঞ্জমাত্রাঞ্চ কুর্য্যাদ্বৈদ্যঃ প্রযত্নতঃ। প্রমাণং শর্ষপাকারং বালানাঞ্চ প্রশস্যতে। নারী কেলাম্বুনাপীতং সর্ব্বাজীর্ণ বিনাশনং। নারীকেলজলং শস্তং কর্ষত্রয়ং পিবেদনু। সিতয়াচ সমংপীতং পিত্তজ্বর বিনাশনং। জ্বরকেশরীনামায়ং তরুণজ্বরনাশনঃ। ২৬৮।

পারদ, বিষ, গন্ধক, জয়পাল ত্রিকটু, ও ত্রিফলা, সকল সমান লইয়া ভৃঙ্গরাজের রসে মাড়িয়া একরতি প্রমাণ বটী করিবেক। বালকের পক্ষে এক শরিষা প্রমাণ বটী প্রশস্ত হয়। নারীকেলের জলদিয়া উহা খাইলে তরুণ জ্বর ও অজীর্ণ দোষ থাকিলে তাহাও শান্ত হয়। ঔষধ খাওয়ার পর পুনর্ব্বার ছয় তোলা পরিমাণ নারীকেলের জল পান করা উচিত। পিত্তজ্বরে অনুপানে কিঞ্চিৎ ইক্ষুচিনি যোগ দিলে ভাল হয়। ২৬৮।

শীতভুঞ্জীরস।

রসহিঙ্গুল গন্ধঞ্চ জৈপালং মর্দ্দিতং ত্রিভিঃ। দন্তীক্বাথেন সংমর্দ্দ্য রসজ্বরকরঃপরঃ। নবজ্বরং মহাঘোরং নাশয়েৎ যামমাত্রতঃ।

আর্দ্রকস্য রসেনাথ দাপয়েদ্রক্তিকাদ্বয়ং। শর্করা দধিভক্তঞ্চ পথ্যাংদেয়ং প্রযত্নতঃ। শীততোয়ং পিবেচ্চানু মুদ্গাইক্ষু রসোহিতঃ। ২৬৯।

হিঙ্গুল, পারদ গন্ধক, ও জৈপাল একত্র গুঁড়া করিয়া দন্তী বৃক্ষের ক্বাথ দিয়া মাড়িয়া দুই রতি প্রমাণ বটী, আদার রস অনুপানে খাইলে ঘোরতর নবজ্বর এক প্রহর মধ্যে শান্ত হয়। চিনি দিয়া দধি ভাত পথ্য। এবং মুগের অঙ্কুর ইক্ষুচিনি দিয়া খাইলে হিত হয়। এবং ঔষধ খাইয়া কিঞ্চিৎ পরে কিছু চিনির জল পান করা বিধেয়। ২৬৯

হিঙ্গুলেশ্বর রস।

তুল্যাংশং মর্দ্দয়েৎ খল্লে পিপ্পলী হিঙ্গুলং বিষং।
দ্বিগুঞ্জং মধুনা দেয়ং বাতজ্বরনিবর্ত্তয়ে।
জাতীফলানুপানেন গ্রহণীং নাশয়েৎ ধ্রুবং। ২৭০।

পেঁপুল, হিঙ্গুল ও বিষ একত্রে জল দিয়া মাড়িয়া দুই রতি প্রমাণ বটী মধু অনুপানে খাইলে বাতজ্বর নিবৃত্তি করে। জায়ফলের গুড়া অনুপানে গ্রহণী রোগ শান্তি কারক হয়। ২৭০।

তরুণ জ্বরারি রস।

জৈপালগন্ধং বিষপারদং চ তুল্যং কুমারী স্বরসেন পিষ্টং।
অস্য দ্বিগুঞ্জঞ্চশিতোদকেন পীতোরসোহয়ং তরুণজ্বরারিঃ। ২৭১।

শুদ্ধ জৈপাল, গন্ধক, বিষ ও পারদ তুল্য ভাগে, ঘৃতকুমারীর স্বরসে মাড়িয়া দুই রতি প্রমাণ বটী চিনির জল অনুপানে খাইলে তরুণজ্বর শান্ত হয়। ২৭১।

রোগ মুরারি রস।

রসবলিফণিলৌহ ব্যোষতাম্রাস্তথৈব।
দরদ সদৃশভাগোনাগ এতৎ প্রদিষ্টং।
ভবতিগদমুরারিশ্চাস্য গুঞ্জাত্রয়োবা।
ক্ষপয়তি দিবসেন প্রৌঢ়মামজ্বরাখ্যং। ২৭২।

পারদ, গন্ধক, বিষ, লৌহ, ত্রিকটু, তাম্রভস্ম, হিঙ্গুল, শিসা একত্রে জল দিয়া মাড়িয়া তিন রতি প্রমাণে বটী বিবেচনা পূর্ব্বক অনুপানে খাইলে এই রোগ মুরারি রস, অতি তীব্র তরুণ জ্বর একদিনের মধ্যেই উপশম হয়। ২৭২।

জল, ভাগ ও কালের নিয়ম।

দ্রবেপ্যনুক্তে জলমেবদেয়ং। ভাগেপ্যনুক্তে সমতাবিধেয়া।
কালেপ্যনুক্তে দিবসস্য পূর্ব্বং। ২৭৩।

কোন দ্রব দ্রব্যের উল্লেখ না থাকিলে জল দেওয়াই বিধেয়। ভাগের উল্লেখ না থাকিলে সম ভাগই দিতে হইবে। কালের নিয়ম না থাকিলে প্রাতঃকালই উক্ত। ২৭৩।

লৌহ শুদ্ধি।

ত্রিফলাষ্টগুণেতোয়ে ত্রিফলাষোড়ষং পলং।
তস্য ক্বাথে পাদশেষে লৌহস্য পলপঞ্চকং।
কৃত্বা তপ্তানি তপ্তানি সপ্তবারং বিষেচয়েৎ।
এবং প্রলীয়তে দোষোগিরিজে লৌহসম্ভবঃ। ২৭৪।

শ্রীমন্মহাদেব কহিতেছেন। গিরিরাজ তনয়ে, দুই সের ত্রিফলায় ষোল সের জল দিয়া পাক করিয়া চারিসের অবশিষ্ট নামাইয়া চল্লিস তোলা লৌহ পোড়াইয়া ঐ তপ্ত২

লৌহ সেই ক্বাথের মধ্যে চুবাইবে, সাতবার এইরূপ করিলে লৌহের সমস্ত দোষ নষ্ট হয়। ২৭৪।

অথ লৌহ পরীক্ষা।

বজ্রঃপাণ্ডিস্তথাকান্ত স্তথান্যানি বিশেষতঃ।
কান্তলৌহো বিশেষেণ সর্ব্বকর্ম্মসুশস্যতে।
স্বাদুর্যত্র ভবেন্নিম্বকল্কোরাত্রিন্দিনোষিতঃ।
কান্তোত্তমস্তুসংজ্ঞেয়ো রৌপ্যোনাবর্ত্তিতংমিলেৎ। ২৭৫।

বজ্র নামে লৌহ, পাণ্ডি নামে লৌহ, কান্ত নামে লৌহ, এবং অন্য অন্য নামেও কএক প্রকার লৌহ আছে ইহার মধ্যে কান্ত লৌহই সকল কার্য্যেতে প্রশস্ত। ঐ কান্ত লৌহের মধ্যে ও আবার যে কান্তের সঙ্গে নিমের ছালের কল্ক এক-দিন রাত্রি ভিজাইয়া রাখিলে ঐ কল্কের মিষ্টাস্বাদ হয় এবং যে কান্তের সহিত রূপা জ্বাল দিলে কান্ত ও রূপা মিলিত হইয়া যায় সেই কান্ত লৌহই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম। প্রসিদ্ধ আছে আমাদের দেশে প্রচলিত কড়াই কান্ত লৌহ প্রস্তুত। ২৭৫।

অথ লৌহ ভস্ম প্রণালী।

ভানুপাকস্তথাস্থালী পাকাচ্চ পুটপাকতঃ।
নিরুত্থোজায়তেলৌহো যথোক্ত ফলদোভবেৎ। ২৭৬।

ভানু পাক, স্থালী পাক ও পুট পাক করিলেই লৌহ ভস্ম হয় ও ফলদায়ক হয়। ২৭৬।

অথ ভানুপাক বিধি।

লৌহদৃশদিলৌহঞ্চ মুদ্গরেণ হতংমুহুঃ।
কৃত্বাক্ষিগণিহঃ শুদ্ধং জলেন ত্রৈফলেনবা।

ক্ষালয়েৎ বহুশঃপশ্চাৎ কৃত্বা দ্রব্যান্তরৈঃপৃথক।
শোষয়েৎ ভানুভির্ভানো র্ভানুপাক ইতিস্মৃত। ২৭৭।

লৌহ দ্বারা নির্ম্মিত লৌহ পেষণ যন্ত্রে লৌহ মুদ্‌গরের দ্বারা লৌহ বারম্বার পিঠাইয়া চূর্ণ করিয়া ঐ চূর্ণ লৌহ শোধন করিয়া লৌহ মারক গণের মধ্যে আদৌ ত্রিফলার স্বরস অথবা ক্বাথ দ্বারা এক২ বার ধৌত করিবে ও আবার রৌদ্রে শুখাইবে, এইরূপ ত্রিফলার ক্বাথে সাত্তবার পাক করিয়া পশ্চাৎ ঐ গণের মধ্যে অন্য২ দ্রব্য সকলের মধ্যে প্রত্যেক পৃথক২ দ্রব্যের স্বরস অথবা ক্বাথের দ্বারা এই প্রকার করিলে ভানু পাক সিদ্ধ হইল। ২৭৭।

লৌহ মারকগণ।

ত্রিফলা ত্রিবৃতা দন্তী ত্রিকটু তালমূলিকা। বৃদ্ধদারকমশ্চীর বৃষপত্রক চিত্রকাঃ। শৃঙ্গবেরবিড়ঙ্গৌচ ভৃঙ্গভল্লাতকৌষধঃ। দাড়িমস্যচ পত্রানি শতপুত্রীপুনর্নবা। কুঠারঃক্রোনকংকন্দং তণ্ত্রী ভেকস্যপর্ণিকা। হস্তিকর্ণ পলাশশ্চ কুলিশঃকেশরাজকঃ। মানংখণ্ডিতকর্ণশ্চ গোজিহ্বা লৌহমারকঃ। রসাভাবেপি সর্ব্বেষাং গ্রাহ্যঃক্বাথোমণীষিভিঃ। ২৭৮।

ত্রিফলা, তেওড়ামূল, দন্তীর মূল, ত্রিকটু, তালমূলি, বেতাড়ক, চোক্তা, বাসক, রক্তচিতা, আদা, বিড়ঙ্গ, ভৃঙ্গরাজ, ভায়লা, শুঁট, দাড়িমের পাতা, শতাবরী, পুনর্ণবা, তুলসী পত্র, কেয়ার মূথা, গুড়চী, থানকুনি, হস্তিকর্ণপলাস, হাড়ভাঙ্গার গাছ, ক্ষুৎকেশরিয়া, মানকচু, ঘেঁটকোল, ও ডাঁটা শাকের গাছ। এই সমস্ত গাছের ও ফলের রসে লৌহ ভস্ম হয়। স্বরসের অভাবহইলে ক্বাথ করিয়া লইবে।২৭৮।

ভানু পাকে ত্রিফলাদির ক্বাথ করণের বিধি।

ক্বাথনে ভানুপাকেতু লৌহতুল্যং ফলত্রিকং। জলং দ্বিগুণিতং দত্বা চতুর্ভাগাবশেষয়েৎ। তেনক্বাথোদকেনৈব সপ্তবারান্ বিশোষয়েৎ। মৃদুমধ্যকঠোরাণামন্যেষাময়সা সমং। ক্বাথনীয়ং সমাদায় চতুরষ্টৌচ ষোড়শঃ। গুণানাং স্থাপাত্তে তোয়ং শেষয়েদয়সঃ সমং। ২৭৯।

লৌহ ভানুপাক জন্য ত্রিফলাদির ক্বাথ করিতে যত পরিমাণে লৌহ তত পরিমাণে ত্রিফলা, তার দ্বিগুণ জল দিয়া চতুর্থাংশ অবশিষ্ট রাখিবে। অন্য ২ সকল দ্রব্যের ক্বাথ করিতে ঐ মত যে পরিমাণে লৌহ সেই পরিমাণে ক্বাথ্য দ্রব্য লইবে এবং সেই দ্রব্য যদি খুব নরম হয় তাহার আটগুণ জল ও যদি বড় শুষ্ক হয় তবে ষোল গুণ জল দিয়া পাক করিয়া লৌহের সম পরিমাণে অবশিষ্ট রাখিবে। ২৭৯।

ভানু পাকানন্তর স্থালীপাক ব্যবস্থা।

ইত্থমাদিত্য পাকাচ্চ স্থাল্যাংপাকমুপাচরেৎ। ২৮০।

এইরূপ প্রকারে ভানু পাক করণনান্তর স্থালীতে পাক করিবেক। ২৮০।

স্থালী পাকবিধি।

স্থালীপাকে ফলং গ্রাহ্যময়সস্ত্রিগুণীকৃতং।
তস্মাৎ ষোড়শিকং তোয়মষ্টভাগাবশেষিতং। ২৮১।

স্থালী পাকেতে ও ত্রিফলার স্বরস অথবা ক্বাথ দ্বারা ও নিম্নে উক্ত কথকগুলি গাছড়ার স্বরস অথবা ক্বাথ দ্বারা ঐ রূপ হাড়ীতে করিয়া চুলায় পাক করিতে হয়। এই স্থালী

পাক সম্বন্ধে ত্রিফলার ক্বাথ করিতে যে পরিমাণে লৌহ তাহার তিনগুণ ত্রিফলা লইয়া ঐ ফলের ষোলগুণ জলে পাক করিয়া আট ভাগের ভাগ অবশিষ্ট রাখিতে হইবে। ২৮১।

অপরঞ্চ।

হস্তিকর্ণপলাসস্য মূলঞ্চশতমূলিকা।
ভৃঙ্গকেশাখ্যরাজানমেষাং নিজরসে পৃথক।
মিলিত্বাবা বিধাতব্যং স্থালীপাকেফলাদনু। ২৮২।

ত্রিফলার পাকের পরে হস্তীকর্ণ পলাসের মূল, শতাবরীরমূল, ভৃঙ্গ রাজের গাছ ও ক্ষুৎ কেশরিয়ার গাছ এই সকল গাছের পৃথক ২ অথবা সব একত্র করিয়া ইহাদের স্বরসে অথবা ক্বাথ করিতে হইলে ভানুপাকে ত্রিফলা ভিন্ন অন্য ২ দ্রব্যের ক্বাথের যে বিধান আছে তদনুসারে ক্বাথ করিয়া ঐ ক্বাথে পাক করিতে হইবে। ২৮২।

যদি স্বরসে পাক করিতে হয়।

স্বরসস্যাপিলৌহেন স্থালীপাকে সমানতা। ২৮৩।

স্থালীতে লৌহ পাক করিতে হইলে লৌহের সমান পরিমাণে স্বরস দিতে হইবে। ২৮৩।

পাক বিধি।

স্থাল্যাংক্বাথাদিকং দত্বা যথাবিধিবিনির্ম্মিতং।
পাকেন ক্ষীয়তে যত্তু স্থালীপাক ইতিস্মৃতঃ। ২৮৪।

চুলার উপর হাঁড়ী চড়াইয়া লৌহ এবং ক্বাথাদি দিয়া পাক করিতে২ ঐ রসাদি ক্ষয় হইয়া গেলেই স্থালী পাক সম্পন্ন হয়। ইহাকেই স্থালী পাক বলে। ২৮৪।

স্থালী পাকানন্তর পুটপাক বিধি।

স্থালীপাকেন সংপক্বং প্রক্ষাল্য স্বচ্ছবারিণা।
শুষ্কংসংচূর্ণ্য যত্নেন পুটপাকে প্রয়োজয়েৎ। ২৮৫।

স্থালী পাকেতে সুপক্ব লৌহ পরিস্কার জল দিয়া ধৌত করিয়া শুখাইয়া আবার বিলক্ষণ করিয়া চূর্ণ করিয়া পুট পাক করিতে দিবেক। ২৮৫।

পুট পাক সম্বন্ধে অপর বিধি।

দশাদিশতপর্য্যন্তো গজ পুট বিধিমর্তঃ।
শতাদিকসহস্রান্তো দেয়ঃপুটোরসায়নে। ২৮৬।

সাধারণত দশবারের ন্যূন না হয় শতবার পর্য্যন্ত যত পারে তত পাক করিলে পর ২ গুণবৃদ্ধি হয়। রসায়ণ কার্য্যে প্রয়োগ করিবার বস্তুর পুট পাক শত অবধি সহস্র পর্য্যন্ত যত পারে ততই ভাল।২৮৬।

অপরঞ্চ।

ত্রিফলাদ্বিগুণপ্রোক্তা সামান্য পুটপাকতঃ।
বিশেষপুটপাকায় বিশেষ বিধিমাচরেৎ। ২৮৭।

সামান্য পুট পাকে লৌহের দ্বিগুণ ত্রিফলা লইয়া বিধি মত ক্বাথ করিতে হইবে। বিশেষ পুট পাকে বিশেষ ২ যে বিধি থাকে তাহাই করিবে। ২৮৭।

পুট পাক ফল শ্রুতি।

পুটাদ্দোষঃ বিনাশঃস্যাৎ পুটাদেবগুণোদয়ঃ। ম্রিয়তেচ পুটাল্লৌহস্তস্মাৎ পুটমুপাচরেৎ। যথা যথা প্রদীয়ন্তে পুটাঃ সুবহুশোযদি। তথাতথা প্রকুর্ব্বন্তি গুণানেবসহস্রশঃ। পুট পাকেন পক্বস্তু শস্যাতেরসকর্ম্মসু। ২৮৮।

পুট পাকেতে সমস্ত দোষ বিনাশ হয়। পুট পাকেতেই গুণাধিক্য হয়। পুট পাকেতেই লৌহ প্রাকৃত ভস্ম হয়। অতএব পুট পাকই প্রধান পাক। যতই পুট পাক অধিক দেয়া যায় ততই সহস্রগুণে গুণবৃদ্ধি হয়। পুট পাকে পাক হইলেই লৌহ রসায়ণ কার্য্যের উপযুক্ত হয়। ২৮৮।

লৌহ ভস্ম পরীক্ষা।

তাবদেব পুটেল্লৌহং যাবচ্চূর্ণীকৃতংজলে।
নিস্তরঙ্গে লঘুত্বেন জলে চরতি হংসবৎ।
তাবচ্চচূর্ণয়েল্লৌহং যাবৎ কজ্জ্বল সন্নিভং।
করোতি নিহিতোনেত্রে নৈবপীড়াংকথঞ্চন। ২৮৯।

তাবৎ পর্য্যন্ত লৌহ পুট পাক করিবে যাবৎ পর্য্যন্ত চূর্ণ হইয়া স্থির জলে হংসের ন্যায় লঘু হইয়া না ভাসে। এবং তাবৎ পর্য্যন্ত চূর্ণ করিবে যাবৎ পর্য্যন্ত কজ্জ্বলের ন্যায় আভা থাকে এবং ঐ চূর্ণ চক্ষে দিলে যখন চক্ষু জ্বালা না করে। ২৮৯

শীশক ভস্মবিধি।

মনঃশিলাযুতোনাগোবসোরস বিমর্দ্দিতঃ। ত্রিভির্গজপুটৈর্ভস্ম ভবেৎতন্মেহরোগনুৎ। তারস্য রঞ্জকোনাগো বাতপিত্তকফাপহঃ। গ্রহণীকুষ্ঠগুল্মার্শ শোষব্রণ বিষাপহঃ। ২৯০।

সমান ভাগে মনঃশিলা আর শীশক লইয়া বকফুলের পাতার রসে মাড়িয়া তিনবার গজপুটে পাক করিলে শীশক ভস্ম হয়। শীশক ভস্মে মেহ রোগ নাশ করে, রূপার শোভাবৃদ্ধি করে এবং বাত, পিত্ত, কফ, গ্রহণী, কষ্ঠ, গুল্ম, অর্শ, শোষ, ব্রণ ও বিষ দোষ নষ্ট করে। ২৯০।

জ্বরমাতঙ্গ কেশরী রস।

পারদং গন্ধকংচৈব হরিতালং সমাক্ষিকং। কটুত্রয়ং তথা পথ্যা ক্ষারৌদ্বৌ সৈন্ধবং তথা নিম্বস্য বিষমুষ্টেশ্চ বীজং চিত্রকমেবচ। এষাং মাষমিতংভাগং গ্রাহ্যং প্রতিসুসংস্কৃতং। দ্বিমাষং কাণকং বীজং বিষঞ্চৈব দ্বিমাষকং। নির্গুণ্ডীস্বরসেনৈব শোধয়েৎ তৎ প্রযত্নতঃ। সার্দ্ধরক্তি প্রমাণেন বটীকার্য্যা সুশোভনা। সর্ব্বজ্বরহরাহ্যেষা ভেদিনী মলনাশিনী। আমা-জীর্ণ প্রশমনং কামলা পাণ্ডুরোগনুৎ। বহ্নিদিপ্তকরাচৈব জঠরাময়নাশিনী। উষ্ণোদকানুপানেন দাতব্যাহিতকারিণী। ভাষিতো লোকনাথেন জ্বরমাতঙ্গ কেশরী। ২৯১।

পারদ, গন্ধক, হরিতাল, স্বর্ণমাক্ষি, ত্রিকটু, হরিতকী, যবক্ষার, সোহাগা, সৈন্ধব, নিমের বীজের শাঁস, কুঁচলের বীজের শাঁস ও রক্তচিতা, এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেক দ্রব্যের দশরতি করিয়া এবং জৈপাল বীজের শাঁস ও বিষ কুড়িরতি করিয়া সমস্ত একত্রে নিশিন্দার পাতার রসে মাড়িয়া দেড় রতি প্রমাণে বটী করিবেক। উষ্ণ জল অনুপানে ঐ বটী খাইলে সর্ব্বপ্রকার জ্বর শান্ত হয়, ভেদ করায়, বদ্ধমল আমাজীর্ণ, শান্তি করে, কামলা ও পাণ্ডু রোগ নাশ করে, অগ্নি শুদ্ধি করে, উদরাময় শান্ত করে, এই জন্য লোকনাথ স্বয়ং ইহার নাম রাখিয়াছেন জ্বর মাতঙ্গ কেশরী। ২৯১।

হরিতাল শুদ্ধি।

চূর্ণোদকে তথা তৈলে কাঞ্জিকে যামমাত্রকং।
দোলাযন্ত্রেন মতিমান স্বেদয়েৎ তালকংবরং।
অনেন শুদ্ধিমায়াতি সত্য গুরুবচো যথা। ২৯২।

হাঁড়ী চুলায় চড়াইয়া হাড়িতে চুণের জল, কাঁজি, তৈল, একত্র করিয়া পূর্ণ করিয়া দিয়া হরিতাল একখানি কানিতে বাঁধিয়া হাড়ির তলায় না ঠেকে এইরূপ হাড়ির মধ্যে ঝুলাইয়া দিলে যন্ত্র হয় ঐ দোলা যন্ত্রে এক প্রহর জ্বাল দিলে হরিতাল শুদ্ধি হয়। গুরু বাক্য যেমন সত্য একথাও তেমনি সত্য। ২৯২।

হরিতাল ভস্ম।

তালকস্য চতুর্ভাগং যবক্ষারং সুচূর্ণিতং। হণ্ডিকায়াং ততঃ কৃত্বা চোর্দ্ধাধস্তালকান্তরং হণ্ডিকান্তঃসরাবেন লেপংকুর্য্যাদতি-দৃঢ়ং। দ্বাদশ প্রহরাং জ্বালাং ততোদত্বাভিনগ্নৈঃ। স্বাঙ্গ-শীতঞ্চবিজ্ঞায় ভবেচ্চকুষ্ঠশান্তয়ে। হরিতালং কটুস্নিগ্ধং কষা-য়ঞ্চ বিষর্পনুৎ। বিশেষে হরতেরোগান কুষ্ঠমৃত্যুজ্বরাদিকান্। সংশুদ্ধং কান্তিবীর্য্যোজঃ কুরুতে মৃত্যুনাশনং। ২৯৩।

তালক যত পরিমাণ তাহার চারিভাগের ভাগ যবক্ষার চূর্ণ করিয়া একটী হাড়ির মধ্যে ঐ যবক্ষার চূর্ণ প্রথমে কিছু দিয়া তাহার উপরে তালক দিয়া আবার তাহার উপর অবশিষ্ট যবক্ষার টুকু দিয়া এরূপ করিয়া দিবে যে যেন ঐ ক্ষার দ্বারা তালকের চারিদিক বেশ ঢাকা হয় তাহার পরে ঐ হাড়ির মুখ একটী সরা দিয়া বিলক্ষণ করিয়া লেপিয়া দিয়ে ক্রমাগত দ্বাদশ প্রহর যাবৎ জ্বাল দিতে হইবেক। তাহা হইলে হরিতাল ভস্ম হয়। তাহার পর আপনা হইতে বিলক্ষণ শীতল হইলে উহা গ্রহণ করিতে হয়। হরিতাল ভস্ম কটু ও কষায় রস বিশিষ্ট ও স্নিগ্ধ, বিষর্প রোগ নাশ

করে এবং কুষ্ঠ, অকাল মৃত্যু ও জ্বরা প্রভৃতি অশেষ রোগ নষ্ট করে, কান্তি, বীর্য্য ও ওজধাতুর বৃদ্ধি করে। ২৯৩।

স্বুবর্ণ মাক্ষিক ভস্ম।

সিন্ধূদ্ভবস্য ভাগৈকং ত্রিভাগং মাক্ষিকস্য চ। মাতুলঙ্গরসৈর্বাপি জম্বীরোত্থরসেনবা বহ্নৌ তদয়সে পাত্রে লৌহদার্ব্যাচ চালয়েৎ। সিন্দূরাভং ভবেৎ যাবৎ তাবৎ মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ। সংশুদ্ধং মাক্ষিকংজ্ঞেয়ং সর্ব্বরোগেষু যোজয়েৎ। মাক্ষিকং তিক্তমধুরং মেহার্শ ক্রমিকুষ্ঠনুৎ। কফপিত্তহরংবল্যং যোগবাহি রসায়নং।২৯৪।

সৈন্ধব একভাগ, মাক্ষিক তিন ভাগ, বাতাবী অথবা জামীর নেবুর রস দিয়া লৌহ পাত্রে করিয়া অগ্নিতে পাক করিতে হয় এবং লৌহ হাতা দিয়া নাড়িতে হয় যতক্ষণে সিন্দুর বর্ণ না হয় ততক্ষণ মৃদু ২ জ্বাল দিবেক। এইরূপে শুদ্ধ মাক্ষিক সকল রোগেতে প্রয়োগ করিবেক। মাক্ষিক তিক্ত ও মধুর রসযুক্ত এবং মেহ, অর্শ, ক্রমি, ও কুষ্ঠ রোগ নাশ করে। এবং কফ ও পিত্ত হরণ করে, বলকারক হয়, বহু রোগে ব্যবহার্য্য। এবং তেজ, ওজ, বল, বীর্য্য বৃদ্ধি কারী। ২৯৪।

কুচিলা শুদ্ধি।

ত্রিদিনং কাঞ্জিকে ক্ষিপ্তঃ শুদ্ধঃস্যাৎ বিষতিন্দুকঃ। ২৯৫।

কাঁজির মধ্যে তিন দিন ফেলিয়া রাখিলে কুচিলা শুদ্ধ হয়। ২৯৫।

জ্বর ধুমকেতু রস।

ভবেৎ সমং সূত সমুদ্রফেণকং হিঙ্গূল গন্ধং পরিমৃষ্যয়ামং নবজ্বরে বল্লযুগস্ত্রিযম্ভ্রমর্দ্যাত্মভূসাত্মবং জ্বরধুমকেতু। ২৯৬।

পারদ, হিঙ্গুল, গন্ধক ও সমুদ্রফেণা একত্রে এক প্রহর ঘর্ষণ করিবে তাহার পর তিন দিন পর্য্যন্ত জল দিয়া মাড়িয়া চারিরতি প্রমাণে বড়ী নবজ্বরে জল অনুপানে জ্বরের ধূমকেতু স্বরূপ হইবে। ২৯৬।

জ্বর মুরারি রস।

হিঙ্গুলঞ্চ বিষংব্যোষং টঙ্গনং নাগরাভয়া।
জয়পাল সমংযুক্তং সদ্যোজ্বর বিনাশনং। ২৯৭।

হিঙ্গুল, বিষ, ত্রিকটু, সোহাগা, শুঁট, হরিতকী ও জৈপাল, সমভাগে একত্রে জল দিয়া মাড়িয়া জল অনুপানে সদ্য জ্বর বিনাশ করে। ২৯৭।

ঔষধ প্রয়োগের পরিমাণ প্রমাণ পরিভাষা।

মাত্রায়া নাস্ত্যবস্থানং দোষমগ্নিংবলংবয়ঃ।
ব্যাধিংদ্রব্যঞ্চ কোষ্ঠঞ্চ বীক্ষ্যমাত্রাং প্রয়োজয়েৎ। ২৯৮।

মাত্রার কিছু পরিমাণ অবধারিত না থাকিলে রোগীর দোষের বলাবল, অগ্নির সবলতা, শরীরের বল, বয়স, ব্যাধি ও ঔষধি দ্রব্যের বলাবল, এবং রোগীর পরিপাক শক্তি এই সমস্ত বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক ঔষধের মাত্রার পরিমাণ করিতে হইবেক। ২৯৮।

নবজ্বরেভ সিংহরস।

শুদ্ধসূতং তথাগন্ধং লৌহতাম্রঞ্চ শীশকং। মরিচং পিপ্পলী বিশ্বং সমভাগং বিচূর্ণয়েৎ। অর্দ্ধভাগং বিষংদত্বা মর্দ্দয়েৎ বাসরদ্বয়ং। শৃঙ্গবেরাণুপানেন দদ্যাৎ গুঞ্জাদ্বয়ং ভিষক্। নবজ্বরে মহাঘোরে ধাতুস্থেবিষমজ্বরে নবজ্বরেভসিংহোঽয়ং শ্লেষ্মপিত্তেষু ভক্ষ্যতে। ২৯৯।

শুদ্ধ পারদ, গন্ধক, লৌহ, তাম্র, শীশক, মরিচ, পেঁপুল ও শুঁট, সমভাগে চূর্ণ করিয়া একের অর্দ্ধভাগ বিষ দিয়া জল দ্বারা দুইদিন যাবৎ মর্দ্দন করিবেক। তাহার দুই রতি প্রমাণে বটী আদার রস অনুপানে খাইলে শ্লেষ্ম প্রধান কিম্বা পিত্ত প্রধান মহাঘোর নবজ্বরে ও ধাতুস্থ বিষম জ্বরে জ্বররূপ হস্তি শাবকের সিংহ তুল্য হয়। ২৯৯।

মৃত সঞ্জীবন রস।

ম্লেচ্ছস্য ভাগাশ্চত্বারো জৈপালস্য ত্রয়োমতাঃ। দ্বৌভাগৌ-টঙ্কনস্যৈব ভাগৈকমমৃতস্য চ। তৎসর্ব্বং মর্দ্দয়েৎশুদ্ধং সূক্ষ্মং যামং ভিষগ্‌বরঃ। শৃঙ্গবেরাম্বুনাদেয়ো ব্যোষচিত্রক সৈন্ধবৈঃ। গুঞ্জাদ্বয়মিতস্তাপং হরত্যোযোবিনিশ্চয়ং। ঘনসারেণ সারেণ চন্দনেন বিলেপনং। বিদধ্যাৎ কাংস্যপাত্রেণ বিজয়েদ্রোগিনং ভিষক্। শাল্যন্নং তক্রসহিতং খাদেৎ সৈন্ধবসংযুতং। মৈথুনং বর্জ্জয়েৎ তাবৎ যাবন্নবলবান ভবেৎ। নবজ্বরে সন্নিপাতে ত্রিদোষে বিষমজ্বরে। আমবাতে বাতশূলে গুল্মে প্লীহ জলোদরে। শীতপূর্ব্বে দাহ পূর্ব্বে বিষমে সন্ততজ্বরে। অগ্নি-মান্দ্যেচ বাতেচ প্রয়োজ্যোহয়ং রসেশ্বরঃ। মৃতসঞ্জীবনো-নাম্না খ্যাতোহয়ং রসসাগরে। ৩০০।

তাম্র ভস্ম চারিভাগ, জৈপাল তিনভাগ, সোহাগা দুই ভাগ, ও অমৃত একভাগ, একত্রে জল দিয়া একপ্রহর বিলক্ষণ রূপে মর্দ্দন করিয়া দুইরতি মানে বড়ী কাঁসার পাত্রে করিয়া আদা ও চিতারপাতার রস, ত্রিকটুর গুড়া ও সৈন্ধব অনুপানে খাইলে তরুণ ও বিষম সন্নিপাতজ্বর, আমবাত, বাতশূল, বাত, গুল্ম, প্লীহা, জলোদরী, অগ্নিমান্দ্য, ও শীত

পূর্ব্বক কি দাহ পূর্ব্ব বিষম ও সন্তত জ্বর, এই সমস্ত প্রকার রোগ জয় করে। ঔষধ ব্যবহার করিয়া কর্পূর ও সারচন্দন গাত্রে লেপন করিবেক। পথ্য ঘোল ও সৈন্ধবযুক্ত শালি ধান্যের অন্ন। রোগের অন্তে যতদিন বলবান না হয় ততদিন মৈথুন নিষেধ। রস সাগর গ্রন্থে এই ঔষধি মৃতসঞ্জীবন রস নামে খ্যাত আছে। ৩০০।

সর্ব্ব জ্বরেন্ত সিংহ।

পারদং গান্ধকং তাম্রং মৃতাভ্রং বিষমেবচ। ব্যোষঞ্চ হরিতালঞ্চ ত্রিফলা জয়পালকং। এতানি সমভাগানি শ্লক্ষ্ণচূর্ণানি কারয়েৎ লৌহতুল্যং গৃহিত্বাতু বটিকাং কারয়েৎ ভিষক্। ভৃঙ্গরাজ কেশরাজ কাকমাচী রসেন চ আর্দ্রক স্বরসেনৈব ভাবনা ক্রিয়তেবুধৈঃ। জ্বরমষ্টবিধং হন্তি ধাতুস্থং বিষমজ্বরং। জ্বর গুল্মোদর প্লীহ শ্বয়থুঞ্চ বিনাশয়েৎ। বল্যং পুষ্টিকরং বৃষ্যং সর্ব্বরোগহরং পরং। ৩০১।

পারদ, গন্ধক, তাম্র অভ্র, বিষ, ত্রিকটু, হরিতাল ত্রিফলা ও জৈপাল, এই সমস্ত দ্রব্য সমান ২ ভাগে লইয়া সকলের সমান লৌহ সমেত বিলক্ষণ চূর্ণ করিয়া ভৃঙ্গরাজ, ক্ষুৎ-কেশরিয়া, কাকমাচী ও আদা এই সকল দ্রব্যের স্বরসে ভাবনা দিয়া তিনরতি মানে খাওয়াইলে আট প্রকার জ্বরই নষ্ট হয়। এবং ধাতুস্থ বিষম জ্বর, ও জ্বরগুল্ম, জ্বরউদরী, প্লীহাজ্বর, জ্বরশোথ এই সমস্তই বিনাশ করে এবং বলকারক, পুষ্টিকারক, ও শুক্র বৃদ্ধি কারক হয়। এবং সংক্ষেপে এই বলাযায় যে ইহাতে সর্ব্বপ্রকার রোগই হরণ করে। ৩০১।

ভাবনা বিধি পরিভাষা।

দিবা দিবাতপে শুষ্কং রাত্রৌরাত্রৌ নিবেশয়েৎ।
শুষ্কং চূর্ণীকৃতং দ্রব্যং সপ্তাহভাবনা বিধি। ৩০২।

যেখানে ভাবনা দিবার সময়ের কি বারের কিছু অবধারিত নাই সেইখানে দিনের বেলায় রৌদ্রে শুখাইবে এবং রাত্রিতে গৃহাদিতে উঠাইয়া রাখিবে এইরূপে সাতদিন পর্য্যন্ত এক একবার শুখাইবে আর পুনরায় চূর্ণ করিয়া ভাবনা দিবে এই বিধি। ৩০২।

অভ্র ভস্ম বিধি।—ধান্যাভ্র।

পাদাংশ ধান্যসংযুক্তমভ্রং বদ্ধাথ কম্বলে।
ত্রিরাত্রংস্থ পয়েন্নীরে তৎ ক্লিন্নং মর্দ্দয়েৎ করে।
কম্বলাৎ গলিতঃ শ্লক্ষ্ণং বালুকাসদৃশঞ্চযৎ।
ধান্যাভ্রমিতি তৎ প্রোক্তং সদ্ভির্দেহস্য সিদ্ধয়ে। ৩০৩।

যত অভ্র তাহার চারিভাগের একভাগ আমন ধান্য দিয়া একত্র করিয়া একখানি কম্বলে বাঁধিয়া তিন রাত্রি পর্য্যন্ত জলে রাখিবে তাহা হইলে ঐ অভ্র উহাতে মজিয়া যাইবে তাহার পর জল হইতে উঠাইয়া ঐ ধান্য ও অভ্র সমেত সেই কম্বল হাতে রগড়াইতে ২ ঐ কম্বলের ছিদ্র দ্বারা অতি উত্তম বালির দানারমত ঐ অভ্রচূর্ণ হইয়া যাহা নির্গত হইবে তাহাকে ধান্যাভ্র বলে ও মনুষ্য শরীর নিরাময় রাখিতে উহা অতি প্রধান উপায়। ৩০৩।

অভ্রভস্ম।

কৃত্বাধান্যাভ্রকং তৎতু শোধয়িত্বাতু মর্দ্দয়েৎ। অর্কক্ষীরৈর্দিনং মর্দ্দ্যমর্কমূলদ্রবেন বা। বেস্টয়েৎ অর্কপত্রৈশ্চ সম্যক গজপুটে

পচেৎ। পুনর্ম্মর্দ্দ্যং পুনঃপাচ্যং সপ্তবারং প্রযত্নতঃ। ততো
বটজটাক্কাথৈ স্তদ্বদ্দেয়ং পুটত্রয়ং। ম্রিয়তে নাত্র সন্দেহঃ
সর্ব্বরোগেষু যোজয়েৎ। ৩০৪।

ধান্যাভ্র করিয়া লইয়া বেশ করিয়া মর্দ্দন করিবেক
তাহার পর আকন্দের আটা অথবা মূলের রস দ্বারা একদিন
পর্য্যন্ত মর্দ্দন করিয়া উহার পাতা দিয়া ঐ অভ্র বেষ্ঠন
করিয়া গজ পুটে পাক করিবে এইরূপ এক২ বার পাক
করিবে আবার ঐ আটা কি রস দিয়া মাড়িয়া ঐ রূপ
পাতায় জড়াইয়া ঐ মত পাক করিবে এই ভাবে সাত বার
পাক করিয়া পুনরায় বটের লরক্কাথ করিয়া লইয়া তদ্বারাও
ঐ রূপ তিনবার পাক করিলে অভ্র নিশ্চয়ই ভস্ম হয় এবং
এইরূপ অভ্রভস্ম ঔষধাদিতে প্রয়োগ করিবেক। ৩০৪।

অভ্র পরীক্ষা।

যদঞ্জননিভংবহ্নৌ ক্ষিপ্তং নোবিকৃতং ব্রজেৎ।
বজ্রসঙ্গন্তু তৎযোজ্যমভ্রং সর্ব্বত্র এবহি। ৩০৫।

কজ্জ্বল বর্ণয়ে অভ্র অগ্নিতে দিলে বিকৃত না হয়, সেই
অভ্রের নাম বজ্র এবং সেই বজ্রনামে অভ্র ঔষধাদিতে সর্ব্বত্র
গ্রহণ করিবে। ৩০৫।

প্রচণ্ডবটী।

অমৃতং পারদং গন্ধং মর্দ্দয়েৎ প্রহরদ্বয়ং।
সিন্ধুবার রসৈঃপশ্চাৎ ভাবয়েদেকবিংশতি।
তিলমান বটীং দদ্যাৎ নবজ্বরবিনাশিনী।
উদ্বেগে মস্তকে তৈলং তক্রঞ্চাপি প্রদাপয়েৎ। ৩০৬।

অমৃত, পারদ ও গন্ধক সমভাগে দুইপ্রহর যাবৎ বিশেষ রূপে মর্দ্দন করিয়া নিশিন্দার পাতার রসে একশ বার ভাবনা দিয়া তিল প্রমাণ বড়ী করিয়া খাওয়াইলে নবজ্বর বিনাশ হয়। তাহাতে যদি ঔষধ ধরিয়া কিছু উদ্বেগ বোধ হয় তাহা হইলে মস্তকে তিল তৈল দিবেক। এবং ঘোল খাইতে দিবেক। ৩০৬।

শীতারি রস।

সূতকং গন্ধকং টঙ্গং শুদ্ধং চূর্ণং সমং সমং। সূতদ্বিগুণিতংদেয়ং জৈপাল তুষবর্জ্জিতং। সৈন্ধবং মরিচং চিঞ্চাত্বক্‌ভস্মশর্করা-নিচ। প্রত্যেকং সূততুল্যঞ্চ জম্বীরে মর্দ্দয়েৎ দিনং। দ্বিগুঞ্জং তপ্ততোয়েন বাতশ্লেষ্মজ্বরাপহং। রসশীতারিনামায়ং শীতজ্বর হরঃ পরঃ। ৩০৭।

পারদ, গন্ধক ও সোহাগা. সমান২ ভাগে চূর্ণ করিয়া পারদের দ্বিগুণ পরিমাণে জৈপাল বীজ এবং সৈন্ধব, মরিচ, তেঁতুলের ছালের ভস্ম ও ইক্ষুচিনি, প্রত্যেক দ্রব্য পারদের সমান ভাগে সমস্ত একত্র করিয়া জামির লেবুর রসে একদিন যাবত মর্দ্দন করিয়া দুইরতি প্রমাণে বটী তপ্তজল অনুপানে খাইলে অতি শ্লেষ্মজ্বর নাশ হয় এবং বিশেষ কম্প দিয়া যে জ্বর আশে অর্থাৎ যাহাকে শীতজ্বর বলে তাহার বিশেষ উপকার হয় এজন্য ইহার নাম শীতারি রস। ৩০৭।

ত্রৈলোক্য উড়ুম্বর রস।

সূতার্কগন্ধচপলা জয়পাল তিক্তা পথ্যাত্রিবৃৎ সবিষতিন্দুকং সমাংসং। সংমর্দ্দ্য বহ্নিপয়সা মধুনা দ্বিগুঞ্জং ত্রৈলোক্যো-ডুম্বররসেকোহিতি নবজ্বরঘ্নঃ।৩০৮।

পারদ, তাম্র, গন্ধক, পেঁপুল, জয়পাল, কটকী, হরিতকী, তেওড়া, কুঁচলে, এই সমস্ত দ্রব্য সমান ভাগে লইয়া সেঙ্গির আটা দিয়া মাড়িয়া দুই রতিমানে বটী মধু অনুপানে এক বটীতেই অতি নবজ্বর শান্ত হয়। ৩০৮।

মৃত্যুঞ্জয় রস।

যশঃ প্রদঃ সিবঃ সাক্ষাৎ মৃত্যুঞ্জয়রসঃস্মৃতঃ। অব্যক্তঃ সিদ্ধিদঃ
শুদ্ধোজ্বরঘ্নঃ কীর্ত্তিবর্দ্ধনঃ। বিষস্যৈকং তথাভাগং মরিচং
পিপ্পলীকণা। গন্ধকস্য তথা ভাগংস্যাৎ তথা টঙ্কনস্য বৈ।
সর্ব্বত্র সমভাগঃস্যাৎ হিঙ্গুলং দ্বিভাগং ভবেৎ। জম্বীরস্য
রসেনাত্র ভাব্যং হিঙ্গুলশোধনে। গোমূত্র শোধিতঞ্চাত্র বিষং
সৌর বিশোধিতং। রসশ্চেৎ সমভাগঃ স্যাৎ হিঙ্গুলং নেষ্যতে
তদা। চূর্ণয়েৎ খল্লমধ্যেতু মুদগমানাং বটীঃ চরেৎ। মৃত্যু রূপে
জ্বরে জ্ঞেয়ঃ শূলপাণি স্বয়ং রসঃ। মৃত্যুবিনির্জ্জিতোযস্মাৎ
তেন মৃত্যুঞ্জয়োরসঃ। মধুনা লেহনং প্রোক্তং সর্ব্বজ্বর নিবৃত্তয়ে।
দধ্যোদকানুপানেন বাতজ্বর নিবর্হণঃ। আর্দ্রকস্য রসে পানং
দারুণে সান্নিপাতিকে। জম্বীরদ্রবযোগেন অজীর্ণ জ্বরবিনাশনঃ।
বিজয়া স্বরসে পানং অতিসার জ্বরেষু চ। অজাজী গুড়-
সংযুক্তো বিষমজ্বরনাশনঃ। কফাভাবেচ ক্ষীণেচ দাহেচ বাত-
পিত্তজে। সিতাং দদ্যাৎ প্রযত্নেন নারিকেলাম্বু নির্ভয়ং।
তীব্রজ্বরে মহাঘোরে পুরুষে যৌবনান্বিতে। পূর্ণমাত্রা প্রদাতব্যা
পূর্ণবটী চতুষ্টয়ং। স্ত্রীবালবৃদ্ধে ক্ষীণেচ অর্দ্ধমাত্রা প্রকীর্ত্তিতা।
অতিবৃদ্ধে চাতিক্ষীণে শিশৌচাল্পবয়েষু চ। বটীমেকাং প্র-
দদ্যাৎতু ব্যবস্থা সার নিশ্চিতঃ। নবজ্বরে প্রদানেচ যামৈকা-
ন্নাশযেৎ জ্বরং। মধ্যজ্বরং বাতাজীর্ণং ত্রিরাত্রান্নাশয়েৎ ধ্রুবং।
সপ্তাহাৎ সান্নিপাতাদীজ্বরান্ জীর্ণক সঙ্ককান্। ৩০৯।

গোরুর চোনায় শোধন করা বিষ, মরিচ, পেঁপুল, জিরা, গন্ধক ও সোহাগা, এই সমস্ত সমান ২ ভাগে লইয়া জামীর লেবুর রসে শোধন করা হিঙ্গুল দুই ভাগ কেহ বলেন হিঙ্গুল না দিয়া সমভাগ রসসিন্দূর দিয়া বিলক্ষণ মর্দ্দন করিয়া মুগ-কলাই প্রমাণ বটী করিবেক। মৃত্যুস্বরূপ যে জ্বর তাহাতে স্বয়ং শূলপানি স্বরূপ হইয়া মৃত্যুকে জয় করেন বলিয়া এই ঔষধির নাম মৃত্যুঞ্জয় রস। এই মৃত্যুঞ্জয় রস যশ প্রদান সম্বন্ধে সাক্ষাৎ শিবের তুল্য এবং অতি গোপনীয় ও সিদ্ধি প্রদানকারী, অতি পবিত্র কীর্ত্তি বর্দ্ধনকারী, এবং জ্বরঘ্ন। সর্ব্বপ্রকার জ্বর নিবৃত্তি জন্য মধু অনুপানে মাড়িয়া চাটিয়া খাইবেক। দধির মাত অনুপানে বাতিক জ্বর নিবৃত্তি করে। আদার রস অনুপানে সান্নিপাতিক জ্বর শান্ত হয়। লেবুর রস অনুপানে অজীর্ণ জ্বর নাশ করে। ভাঙ্গের পাতার রস অনুপানে অতিসার জ্বর প্রতিকার হয়। জিরার গুঁড়া ও পুরাতন গুড় অনুপানে বিষমজ্বর শান্ত হয়। কফ খাট হইয়া ক্ষীণ হইয়াছে যে জ্বরী, এবং দাহ জ্বরী, এবং বাতপিত্ত জ্বরী দিগকে চিনির জল দেওয়া যাইবেক এবং নির্ভয়ে নারি-কেলের জলও দেওয়া যাইতে পারে। অতি ঘোরতর তীব্র জ্বরে কোন যুবা পুরুষকে পূর্ণমাত্রা চারি বটী পর্য্যন্ত দেওয়া যাইতে পারে। স্ত্রী, বালক, বৃদ্ধ, ও ক্ষীণ ব্যক্তিকে অর্দ্ধমাত্রা দুই বটীর অধিক প্রয়োগ করিবেক না। অতি বৃদ্ধ, অতি ক্ষীণ ও অতি অল্প বয়স্ক শিশুকে এক বটীর অধিক দেওয়া উচিত নয়। নব জ্বর এক প্রহর কালের

মধ্যেই উপশম হয়। মধ্য জ্বর কি বাতাজীর্ণ জ্বর তিন রাত্রিতেই শান্ত হয়। সন্নিপাত জ্বর ও জীর্ণ জ্বর প্রভৃতি সাত দিনেতে উপশম হয়। ৩০৯।

চন্দ্র শেখর বা উদক মঞ্জরী রস।

সূতোগন্ধঃ টঙ্গনঃ সোষণঃস্যাৎ এতৈস্তুল্যা শর্করা মৎস্য পিত্তৈঃ। ভূয়ো ভূয়ো ভাবয়েৎত্রিরাত্রং বল্লোদেয়ঃ শৃঙ্গবেরস্য বারা। সম্যক্ তাপে বারিণা তক্রভক্তং বেত্রকাগ্রং পথ্যমেকং প্রদিষ্টং। অহ্লাবোগংহন্তি সায়ং প্রভাবাৎ পিত্তাধিক্যে মুর্দ্ধি বারি প্রয়োগঃ। ৩১০।

পারদ, গন্ধক, সোহাগা ও পেঁপুল, সমান ২ ভাগে লইয়া এই সমস্ত দ্রব্যের সমান ইক্ষুচিনি যোগ দিয়া রোহিত মৎস্য পিত্ত দ্বারা বারম্বার তিন রাত্রি পর্য্যন্ত ভাবনা দিবেক তৎপরে দুই রতি প্রমাণে বটীতে আদার রস অনুপানে একদিনের মধ্যেই জ্বর শান্ত হয়। ঔষধ খাইবার পর যদি জ্বরের তাপ বৃদ্ধি হয় তবে তপ্ত-অন্ন জলে ধৌত করিয়া ঘোল দিয়া খাইবেক এবং বেতাগ ও পথ্য। পিত্তাধিক্য হইলে মাথায় জল ধারানি করিবেক। ৩১০।

প্রাণেশ্বর রস।

শুদ্ধসূতং তথা গন্ধং মৃতাভ্রং বিষসংযুতং। সমস্তান মর্দ্দয়েৎ তালমূলী নীরেত্র্যহং বুধঃ। পূরয়েৎ কুপিকাং তেন মুদ্রয়িত্বাচ শোষয়েৎ। সপ্তভিমৃ ত্তিকাবস্ত্রৈর্বেষ্টয়িত্বাথশোষয়েৎ। পূটেৎ কুম্ভি প্রমাণেন সাঙ্গ শীতং সমুদ্ধরেৎ গৃহীত্বা কূপিকা মধ্যাৎ মর্দ্দয়েৎ দিনমেকতঃ অজাজী চিত্রকং হিঙ্গু স্বার্জ্জিকা

টঙ্কনং জগৎ। গুলগুলং পঞ্চলবণং যবক্ষারোযমানিকা। মরিচং পিপ্পলীচৈব প্রত্যেকং রসমানতঃ। এষাং কষায়েন পুনর্ভাবয়েৎ সপ্তধাতপে। নাগবল্লী দলযুতং পঞ্চগুঞ্জং রসেশ্বরং। দদ্যাৎ নবজ্বরে তীব্রে সোষ্ণবারি পিবেদনু। প্রাণেশ্বররসোনাম সন্নিপাত প্রকোপনুৎ। শীতজ্বরে দাহপূর্ব্বে গুল্মে শূলে ত্রিদোষজে। বাঞ্ছিতং ভোজনং দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ চন্দন লেপনং। তাপোপদ্রবস্য শমনং বলাধিষ্ঠানকারকং। কারয়েৎ নাত্র সন্দেহঃ স্বাস্থ্যাঞ্চ ভজতে নরঃ। ৩:১।

শুদ্ধ পারদ, গন্ধক, অভ্রভস্ম, ও শুদ্ধ বিষ সমভাগে তালমূলীর রসে তিন দিন পর্য্যন্ত মর্দ্দন করিবেক। তারপর ঐ সমস্ত দ্রব্য এক কুপিকা অর্থাৎ বোতল প্রভৃতি রূপ কোন যন্ত্র মধ্যে পূরিয়া ঐ যন্ত্রের মুখ বন্ধ করিয়া একবার শুখাইবে তাহার পরে ঐ যন্ত্র সাত পরল কাপড় ও মৃত্তিকা দিয়া জড়াইয়া আর একবার শুখাইতে হইবে তদনন্তর গজ পুটে ঐ যন্ত্র পোড়াইয়া আপনা হইতে যখন শীতল হইবে তখন ঐ যন্ত্র উঠাইয়া উহার মধ্য হইতে ঐ সমস্ত দ্রব্য লইয়া পুনর্ব্বার এক দিন যাবৎ মর্দ্দন করিবেক। তৎপরে জারা, রক্ত চিতার মূল, হিং, সাঁচিক্ষার, সোহাগা, গুগ্গুল, পঞ্চলবণ, যবক্ষার, যমানী, মরিচ ও পেঁপুল, যত পরিমাণে পারদ সেই পরিমাণে এই প্রত্যেক দ্রব্য লইয়া ক্বথ করিয়া সেই ক্বাথ দ্বারা পুনর্ব্বার সপ্তবার ভাবনা দিয়া পাচ রতি প্রমাণে বটী করিবেক ঐ বটী পানের সঙ্গে চিবাইয়া খাইয়া পশ্চাৎ একটু ঈষৎ উষ্ণ জল পান করিবেক। ইহাতে অতি তীব্র নবজ্বর ও সন্নিপাত প্রকোপ শান্ত করে। শীত

জ্বরে, দাহ জ্বরে, ও ত্রিদোষজ গুল্ম ও শূল রোগ যুক্ত জ্বরে রোগী যাহা খাইতে ইচ্ছা করে তাহাই আহার দেওয়া যাইতে পারে এবং গাত্রে চন্দন বিলেপন করিলে জ্বালা উপদ্রব শান্ত করে ও বলাধান করে এবং রোগী বিশেষ সুস্থ হয় ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ৩১১।

জ্বরাঙ্কুশ রস।

তাম্রগন্ধরসশ্বেতগুঞ্জামরিচ পূতনা।
সমীন পিত্তজৈপাল তুল্যং একত্রমর্দ্দিতাঃ।

গুঞ্জা চতুষ্টয়ং চাস্য নবজ্বর হরং মতঃ। ৩১২।

তাম্রভস্ম, শুদ্ধ গন্ধক, পারদ, শ্বেত কুঁজ, মরিচ, হরিতকী, মৎস্যের পিত্ত, জৈপাল, সমস্ত সমান ভাগে একত্র মর্দ্দন করিয়া চারিরতি প্রমাণে বটী নবজ্বর শান্তি কারক হয়। ৩১২।

স্বচ্ছন্দ ভৈরব রস।

তাম্রভস্ম বিষং হেম্নঃ সপ্তধা ভাবিতং রসৈঃ। গুঞ্জার্দ্ধাংশং জয়েৎ সন্নিপাত বাতকফজ্বরং। আর্দ্রাম্বু শর্করা সিন্ধুযুক্তং স্বচ্ছন্দ ভৈরবঃ। ইক্ষুদ্রাক্ষা শিতৈর্ব্বাহ্নি দধি পথ্যং রুচৌ দদে।৩১৩

তাম্রভস্ম, এবং শুদ্ধ বিষ সমান ভাগে লইয়া ধুতরার পাতার রসের দ্বারা সাতবার ভাবনা দিয়া আধরতি মানে বটী আদার রস, ইক্ষুচিনি ও সৈন্ধব যোগে অনুপানে সন্নিপাত জ্বর ও বাতশ্লেষ্ম জ্বর উপশম করে। অরুচি থাকিলে ইক্ষু কিম্বা কিস্‌কিস্‌ চিনি মাখিয়া খাইতে দিবে এবং দিনের বেলা দধিও দেওয়া যাইতে পারে। ৩১৩।

নবজ্বর রিপুরস।

তাম্রপত্রচয়ং প্রতাপ্য বহুশো নির্ব্বাপ্য পঞ্চামৃতে।
গোমূত্রেঽগ্নিজলে তদ্দ্বিগুণিত স্নেচ্ছেন পিষ্ট্বা নবা।
লিপ্তা সপ্তমৃদি শুভৈরথ পুনঃ সামুদ্রযামং পচেৎ।
যন্ত্রেলাবনকে নবজ্বররিপুঃ স্যাৎ গুঞ্জয়া সম্মিতং। ৩১৪।

তামার সূক্ষ্ম ২ পাতা করিয়া সেই পত্রগুলি বিলক্ষণ করিয়া অগ্নিতে পোড়াইয়া পঞ্চামৃতেতে ফেলিয়া জুড়াইয়া পুনর্ব্বার ঐরূপ পোড়াইয়া গো মূত্রে ও পুনর্ব্বার চিতার রসে ফেলিয়া শীতল করিয়া তাহার দ্বিগুণ শুদ্ধ গন্ধক দ্বারা মর্দ্দন করিয়া অথবা ঐ পত্রের গায়ে মাখাইয়া একটী মাটির মুছি করিয়া তাহার মধ্যে লবণ ও ঐ পত্রগুলি রাখিয়া উহার উপর আর ছয় পরল মাটির প্রলেপ দিয়া ঐ যন্ত্র এক প্রহর যাবৎ অগ্নিতে পোড়াইবেক। তাহার পর উহার এক রত্তি পরিমাণে নবজ্বর শান্তি করে এজন্য উহার নাম নবজ্বর রিপুরস। ৩১৪।

পঞ্চামৃত পরিভাষা।

দধিদুগ্ধং তথা সর্পিঃ শর্করা মধুসংযুতং।
পঞ্চামৃতমিতিজ্ঞেয়ং বুধৈঃ সর্ব্বত্র কর্ম্মণি। ৩১৫।

দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, চিনি ও মধু, এই পাঁচ অমৃতকে পঞ্চামৃত কহে। ৩১৫।

ইতি নবজ্বরের রসায়ণ।

শ্রী মতিলাল দাস কর্ত্তৃক গুপ্তপ্রেশে মুদ্রিত